আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৪০ || সোমবার || আষাড় ২৬ || ১৪৩০ || জিলহজ্ব ২১ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 40 || July 10 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

যুক্তরাষ্ট্রে জুনে বেকারত্ব কমে ৩.৬%

বাংলাপত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে গত জুনে কর্মী নিয়োগের গতি ও বেকারত্বের হার কমে এসেছে। গত শুক্রবার দেশটির শ্রম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এটা ইঙ্গিত দেয় যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলতি মাসের শেষের দিকে আরও (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)



টানাহেঁচড়ায় নিউইয়র্কে অবসরপ্রাপ্তদের স্বাস্থ্যসেবা

বাংলাপত্রিকা ডেস্কঃ নিউইয়র্কের ২৫০,০০০ অবসরপ্রাপ্তের স্বাস্থ্যেসবা বেসরকারি খাতে ছাড়তে নগরের একটি পরিকল্পনা আটকে দিয়েছেন ম্যানহাটনের একজন বিচারক। পরিকল্পনামাফিক আসছে শরতে অবসরপ্রাপ্তদের স্বাস্থ্যসেবার একটি ব্যক্তিগত ভারসন চালু হওয়ার কথা ছিলো। যার সবশেষ তারিখ ছিলো সোমবার। এর আগে অবসরপ্রাপ্তদের একটি গ্রুপের দায়ের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ কর্মদিবসে তা সাময়িত স্থগিত করেন আদালত। নগরের বিরুদ্ধ দায়ের করা আইনি মামলা বর্তমানে অমিমাংসিত রয়েছে। অবসরপ্রাপ্তদের যুক্তি মেয়র অ্যাডামসের নেওয়া উদ্যোগ তাদের স্বাস্থ্যসেবার সুযোগটাই শেষ করে দেবে। এবং তার নতুন এই মেডিকেয়ার অ্যাডভ্যান্টেজ পরিকল্পনা প্রচলিত আইনের পরিপন্থি। এটনা নামের একটি প্রতিষ্ঠান এই স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্ব পাওয়ার কথা রয়েছে। সিটি অবশ্য বলে আসছে এই নতুন উদ্যোগ সেবার সুযোগ বাড়াবে ও ব্যায় কমাবে। সিটি কাউন্সিলের কমন সেন্স ককাস এক বিবৃতিতে বলেছে, অবসরপ্রাপ্তদের (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

মেয়রের নির্বাচনী তহবিল জালিয়াতি অভিযুক্ত ৭

বাংলাপত্রিকা ডেস্কঃ ডাওনি মন্টগোমেরি এনওয়াইপিডিতে ৩০ বছর পার করে ডেপুটি ইন্সপেক্টর হয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রবার তার হাতেই পড়লো হাতকড়া। অভিযোগ নির্বাচনী তহবিলে জালিয়াতি। ২০২০-২১ সালে মেয়র এরিক অ্যাডামসের নির্বাচনের তহবিল সংগ্রহ নিয়েই এই জালিয়াতির প্রমাণ মিলেছে।কেবল তিনিই নন। এতে অভিযুক্ত হয়েছেন আরও ৫জন ও একটি প্রতিষ্ঠান। (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

অদ্ভুত সেপারেশন: এক ঘরে আলাদা থাকছেন ব্লাজিও-শারলেন

নিউইয়র্কঃ নিউ ইয়র্কের সাবেক মেয়র বিল ডি ব-াজিওর সঙ্গে তার স্ত্রী শারলেন ম্যাকক্রের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তবে তার এখনও একই বাড়িতে থাকছেন এবং দুজনই পৃথকভাবে অন্য কারো সঙ্গে ডেট করছেন।



সাবেক মেয়র, ৬২ ও ফার্স্ট লেডি, ৬৮ দুই মাস আগে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান বলে নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবরে বুধবার বলা হয়েছে। বর্তমানে তারা ট্রায়াল সেপারেশনে রয়েছেন বলে উলে-খ করা হয়েছে খবরে। এক সাক্ষাৎকারেই এই দম্পতি (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

হোয়াইট হাউসে কোকেইন!

বাংলাপত্রিকা ডেস্কঃ নিয়মিত পরিদর্শনের সময় হোয়াইট হাউসের মধ্য থেকে কোকেইন উদ্ধার করেছে 'ইউএস সিক্রেট সার্ভিস'। রোববার রাতে প্রাথমিকভাবে সাদা কিছু পাউডার খুঁজে পাওয়ার পর সেটিকে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তাতেই জানা যায়, সাদা ওই সাবস্টান্স আসলে মাদকদ্রব্য কোকেইন ছিল। এ খবর দিয়েছে ডয়চে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)



স্বাধীনতা দিবসের রাতে গুলিতে নিহত ২

নিউইয়র্কঃ স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের রাতে নিউ ইয়র্কে ১১ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এদের মধ্যে নিহত হয়েছেন ২ জন। মঙ্গলবারে শেষভাগে ও বুধবারের শুরুর দিকে এই বন্দুক হামলাগুলো হয়। পুলিশ জানিয়েছে ফোর্থ অব জুলাইয়ের ফায়ারওয়াক্রের শব্দের সাথে মিলে মিশে গেছে এই গুলির শব্দ। সব মিলিয়ে এক রাতে ১০ টি গুলির ঘটনা (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং কর্তৃপক্ষ পেলো নতুন সিইও, বোর্ড চেয়ার

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং কর্তৃপক্ষে দুই জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস।এদের একজন লিসা বোভা-হিয়াট। যিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন সিটির অন্তবর্তীকালীন সিইও হিসাবে। যা এবার স্থায়ী রূপ পেলো। মেয়র এরিক বুধবার এই স্থায়ী নিয়োগের ঘোষণা দেন। গেলো সেপ্টেম্বরে গ্রেগ (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

৯ মিলিমিটার পিস্তলসহ আটক, ব্রুকলিন ও কুইন্সে ৪ দফা গুলি, নিহত ১, আহত ৩

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ শনিবার সকালে ব্রুকলিন ও কুইন্সে চারটি পৃথক বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ১ জন নিহত হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এনওয়াইপিডি জানিয়েছেন এসব ঘটনায় অন্তত ১ জনকে আটক করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড ক্যাবান জানান, এই বন্দুক হামলাগুলো একটির সঙ্গে অপরটি সংযুক্ত। এক ব্যক্তি একটি অবৈধ স্কুটারে চেপে এক স্থান থেকে (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditssolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 03 // 2023

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র বনভোজন ১৬ জুলাই

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সামাজিক সংগঠন 'প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন আগামী ১৬ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ ওরিয়েন্ট বীচ স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। বনভোজনের বিশেষ আকর্ষন সাংস্কৃতিক পর্বে উপ্থিত থাকবেন টাঙ্গাইলের কৃতি সন্তান চিত্র নায়ক অমিত হাসান আর গান গাইবেন দেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ও গীতিকার বাদশা বুলবুল। খবর ইউএনএ'র। এবারের বনভোজন সফল করতে সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ফরিদ খানকে আহ্বায়ক ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার জাকির হোসেন-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সার্বিক তত্বাবধানে থাকবেন মোহাম্মদ শরীফ সিকদার। সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হাকিম, সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আনিস ও কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রব প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের বনভোজেনে অংশ নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিভিন্ন মিডিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন খবর!

ভারতীয় বাঙালীদের ৪৩তম বঙ্গ সম্মেলনে চরম অব্যবস্থাপনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে তিন'দিনের (৩০ জুন-২ জুলাই) অনুষ্ঠিত হলো ৪৩তম বঙ্গ সম্মেলন। এবারের সম্মেলনে হোটেল বুকিং, স্টল বুকিং, অনুষ্ঠানমালা নিয়ে চরম অব্যবস্থাপনা দেখা গেছে। এবারের বঙ্গ সম্মেলনের আহ্বায়ক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় সম্মেলন শুরুর আগে জানিয়েছিলেন, বিশাল এই আনন্দযজ্ঞে অংশ নেবেন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন শহরের বাঙালীরা। প্রাথমিকভাবে এবারের ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৫ লাখ ডলার। জমজমাট ও বাঙালীয়ানায় ভরপুর এ মিলনোৎসবকে প্রায় ২০ হাজার বাঙালীর সমাগম হবে বলে। সবমিলিয়ে এই সম্মেলনের সকল আয়োজন গুড়েবালি হয়েছে বলে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন। এদিকে এই সম্মেলনের খবর বিভিন্ন মিডিয়ায় ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকমহলে বিভ্রান্তি ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

ঢাকার প্রথম আলো'র খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে আসা অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী ও কণ্ঠশিল্পী মেহের আফরোজ শাওনের অনুষ্ঠানসহ প্রায় ৪৫ শতাংশ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। ১০ হাজার আসনের জিম হোয়েলান বোর্ড ওয়াক হলে গত ৩০ জুন শুক্রবার দিন সন্ধ্যা ছয়টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শহর থেকে ১২ মাইল দূরে ৩০০ আসনের ওশান ভিউ হোটেলে স্বল্প পরিসরে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। হলে ঢোকার জন্য সবাই হুলুস্থুল শুরু করে। এ সময় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে। বেশির ভাগ হোটেল বুকিং ও অনুষ্ঠানমালা বাতিল হয়ে যায়। বিপাকে পড়ে অন্তত পাঁচ হাজার পরিবার। ২ জুলাই এই আয়োজন শেষ হয়।

মূলত: যুক্তরাষ্ট্রে কলকাতার অভিবাসীদের এই আয়োজনের প্রধান সমন্বয়ক গৌতম দত্ত শনিবার (১ জুলাই) রাত সাড়ে নয়টায় বঙ্গ সম্মেলনের প্রধান মঞ্চে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, অনিবার্য কারণে বাংলাদেশ থেকে আসা অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী ও কণ্ঠশিল্পী মেহের আফরোজ শাওনের অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। শুধু এ অনুষ্ঠান নয়, বঙ্গ সম্মেলনের ওয়েবসাইটে নতুন যে অনুষ্ঠানসূচি দেওয়া হয়, তাতে দেখা গেছে, অন্তত ৪৫ শতাংশ অনুষ্ঠান বাদ পড়েছে।

এ প্রসঙ্গে গৌতম দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, জিম হোয়েলান বোর্ড ওয়াক হল কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার রাতে তাঁদের হল বুকিং বাবদ অগ্রিম ডলার না দিলে বুকিং বাতিল করা হবে বলে জানায়। আগে তাঁদের এ বাবদ আরও কম ডলার দেওয়ার কথা ছিল। এ পরিস্থিতিতে তাঁদের পুরো এক দিনের অনুষ্ঠান বাদ দিতে হয়েছে।





গত ৩০ জুন শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়ায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা থাকলেও রাত আটটায় এ অনুষ্ঠান শুরুর আগে আয়োজক সংগঠন নর্থ আমেরিকা বেঙ্গলি কনফারেন্সের (এনএবিসি) ইমেরিটাস চেয়ারম্যান প্রবীর রায় বলেন, 'আমি প্রথম বঙ্গ সম্মেলন শুরু করে এ পর্যন্ত আছি। ৪২ বছরের বঙ্গ সম্মেলনে এমন বিশৃঙ্খল পরিবেশ কখনো তৈরি হয়নি। এই জন্য সবার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, ক্ষমাপ্রার্থী এবং ক্ষমাপ্রার্থী।'

বিগত ২০ বছর ধরে বঙ্গ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী এবং নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশী-আমেরিকান সাংবাদিক-লেখক শীতাংশু গুহ বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বাঙালী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে পশ্চিমবঙ্গের এই আয়োজনে আমরা প্রতিবছরই আসি। এবার যে অরাজকতা দেখেছি, তা বাংলাদেশীদের কোনো আয়োজনে হলে রক্তারক্তি অবস্থা হতো। এখানে সে রকম হয়নি। এবার শুরু থেকে শেষ এ পর্যন্ত সবকিছুতেই বিশৃঙ্খলা। হোটেল বুকিং। অনুষ্ঠানমালা। বুকিং করা স্টল মালিকেরা নানান ধরনের পণ্যসামগ্রী নিয়ে এসে দেখে স্টল বুকিং নেই তাঁদের নামে। অনেক স্টলে বিদ্যুৎ নেই। অংশগ্রহণকারী পরিচায়ক বেল্ট এবং উপহারসামগ্রী কোনো কিছুই ঠিক ছিল না।'

বঙ্গ সম্মেলনে নিউইয়র্ক থেকে অংশগ্রহণকারী গোবিন্দ জি বানিqা বলেন, 'জনপ্রতি ২১৫ ডলার খরচ করে বঙ্গ সম্মেলনের টিকিট কিনেছি। হোটেল বুকিংয়ের জন্য দিয়েছি আলাদা টাকা। এখানে এসে দেখি চরম বিশৃঙ্খলতা। আমাদের পরিবারের তিনজনকে দিয়েছে তিন জায়গায়। আমাদের মতো এমন পাঁচ হাজার পরিবার এ ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে।' অব্যবস্থাপনার কারণে কোনো অনুষ্ঠানেই তেমন দর্শক নেই বলে জানান গোবিন্দ জি বানিয়া। তিনি বলেন, 'অনেকে এসে ফিরে গেছে। ১৫ হাজার দর্শক উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও চার থেকে পাঁচ হাজার দর্শক সমাগম হয়েছে।'

এবারের বঙ্গ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন, লন্ডন থেকে আসা লেখক কোনাল বসু, পশ্চিমবঙ্গের কবি সুবোধ সরকার ও সোনু নিগম। বঙ্গ সম্মেলনের আহ্বায়ক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

'বঙ্গ সম্মেলনে চঞ্চল-শাওনের গানে শান্তির পরশ'

উপরের শিরোনামে ঢাকার সময় টিভি'র খবরে বলা হয়েছে: চরম অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যদিয়ে শেষ হয়েছে উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় বাঙালী উৎসব বঙ্গ সম্মেলন। তবে শত অতৃপ্তির মাঝেও একদন্ড শান্তি পরশ বুলিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের দুই তারকা শিল্পী চঞ্চল চৌধুরী ও মেহের আফরোজ শাওনের সঙ্গীত পরিবেশনা। গত রোববার (২ জুলাই) যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ মর্যাদাপূর্ণ ভেন্যু নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটি জিম হোয়েলান বোর্ডওয়াক হলের বিশাল মঞ্চে আধাঘণ্টার যৌথ সংগীত পরিবেশনায় হাজারো দর্শকদের মাতিয়েছেন তারা। তেতাল্লিশ বছর ধরে চলা মূলত ভারতীয় বাঙালীদের উদ্যোগে বহির্বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎসব বঙ্গ সম্মেলনের এবারের আয়োজক ছিল স্থানীয় সংগঠন কেপিসি (কালী প্রদীপ চৌধুরী) বেঙ্গলি হল অব ফেম।

নতুন এ সংগঠনটির অনুষ্ঠান আয়োজনে অনভিজ্ঞতা, সর্বোপরি সম্মেলনের আহ্বায়ক পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়ের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে বঙ্গ সম্মেলনের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হয়েছে। হোটেল, খাবার, অনুষ্ঠান আয়োজনসহ সবকিছুতেই ছিল চরম অব্যবস্থাপনা। আর এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন সম্মেলনে আগত চার হাজার অংশগ্রহণকারী। এবারের বঙ্গ সম্মেলনে ভারতীয় বাঙালীদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন চঞ্চল চৌধুরী ও মেহের আফরোজ শাওন। তাদের যৌথ পরিবেশনা মুগ্ধ করে দর্শকদের।

তিনদিনের আয়োজনে দর্শক নন্দিত অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল পন্ডিত অজয় চক্রবর্তীর শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর, পন্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের সরোদ বাদন, রাগব চ্যাটার্জির একক ও ক্যাকটাস ব্যান্ডের পরিবেশনা, সর্বোপরি বলিউড সংগীত তারকা সনু নিগম ও জাভেদ আলীর পৃথক কনসার্ট।

এ সম্মেলনের সাহিত্য আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরীন। এতে ভারতীয় সাহিত্যিক কুনাল বসু, সুবোধ সরকার, মৌসুমী সেন, রুদ্রশংকর, আমেরিকার সাহিত্যিক ক্যালোলিন রাইট ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি লেখক অংশ নেন।

ভারতের বাংলা চলচ্চিত্র তারকাদের মধ্যে ছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, পায়েল সরকার, সোহিনী সরকার, অনির্বাণ চক্রবর্তী, দেবশংকর হালদার, পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায় ও রেশমী মিত্র। বঙ্গ সম্মেলনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় ইন্দো-ইটালিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব। এতে ইতালির তারকা অভিনয় শিল্পী ও পরিচালকরা অংশ নেন।





বইমেলার ৩২

নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা

যত বই তত প্রাণ

১৪-১৭ জুলাই ২০২৩

জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টার

১৫৩-১০ জ্যামাইকা এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২

বহির্বিশ্বে বৃহত্তম বাংলা বইমেলা

প্রবাসে এক টুকরো বাংলাদেশ

আসুন, দেখুন, উপভোগ করুন।
বই কিনুন, অন্যকে বই উপহার দিন।

উপস্থিত থাকবেন
বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেরা লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী।
প্রধান অতিথি: **মুক্তিযোদ্ধা সিতারা বেগম বীরপ্রতীক**
উদ্বোধক: **কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামান**










থাকবেন
সুবোধ সরকার, ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়,
লুৎফর রহমান রিটন, আলফ্রেড খোকন

আরো থাকবেন
এই সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী
পবন দাস বাউল, অণিমা রায়,
সেলিম চৌধুরী, তানভীর আলম সজীব।

থাকছে বাংলাদেশ, ভারত ও প্রবাসের ৩০টির অধিক বইয়ের স্টল।
২০২৩ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ বাংলা বই।

নতুন বই নিয়ে আলোচনা,
স্বরচিত কবিতা পাঠ, নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি।

মুক্তিযুদ্ধ, সাম্প্রতিক সাহিত্য চিন্তা ও কাব্য ভাবনা নিয়ে
আলোচনা, সেমিনার ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

চারদিনের জমজমাট অনুষ্ঠান
সবাই আমন্ত্রিত
কোন প্রবেশ মূল্য নেই

আয়োজনে: মুক্তধারা ফাউন্ডেশন

www.nyboimela.com

Contact: 301-922-0351, 609-529-5056, 347-656-5106, 347-605-0593

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

তামিমের ফিরে আসা

অব্যাহত থাকুক ক্রিকেট দলের সাফল্য

আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পরদিন ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। দীর্ঘ ১৬ বছরের বর্ণাঢ্য ক্রিকেট ক্যারিয়ার থেকে যেভাবে চোখের পানি ফেলে বিদায়ের বার্তা দেন তিনি, স্বভাবতই দেশজুড়ে ভক্ত-সমর্থকদের মনে তা গভীর দাগ কাটে। ওঠে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়। নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহের পর শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর ডাকে তার সঙ্গে গণভবনে দেখা করেন তামিম। এরপর প্রত্যাহার করেন অবসরের ঘোষণা। সাক্ষাতের পর বিসিবি সভাপতি জানিয়েছেন, শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেকে ফিট রাখতে দেড় মাসের ছুটি চেয়েছেন তামিম। ছুটি শেষে তিনি আবার জাতীয় দলে যোগ দেবেন।

দেশের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি অবদান যাদের, স্বাভাবিকভাবেই যথাযথ সম্মান তাদের প্রাপ্য। কোনো কারণে একজন খেলোয়াড় যখন দল ছাড়ার ঘোষণা দেন, তখন তা দেশ ও ক্রিকেটভক্তদের জন্য দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ই চান আগাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে খেলার মাঠ থেকে বীরোচিতভাবে বিদায় নিতে, যা সেই খেলোয়াড়কে ভক্তদের মণিকোঠায় স্থান করে দেয়। অতীতে অনেক খেলোয়াড়ের জীবনেই তা ঘটেছে। তবে আমাদের দেশে ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে কেন তা ঘটছে না?

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং ক্রিকেট বোর্ড ও খেলোয়াড়দের মধ্যে নানা কারণে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার কথা অনেকদিন ধরেই ওপেন সিক্রেট। অতীতে নানা বিষয়ে খেলোয়াড় ও বোর্ড কর্তাদের কথা থেকেও তা বেড়িয়ে এসেছে। তবে কখনো কখনো সভাপতিসহ বোর্ড কর্তারা টাইগারদের নিয়ে প্রকাশ্যে যেসব বিষোদ্গার করেছেন, তা খেলোয়াড়দের তো বটেই, ভক্তদেরও আহত করেছে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সফলতা মূলত খেলোয়াড়দের ওপরই নির্ভর করে থাকে। টাইগাররা ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়ে প্রতিপক্ষকে হারালে তা যেমন বোর্ডের সাফল্য হিসাবে বিবেচিত হয়, তেমনই ব্যর্থতার দায়ভারও তাদেরই ওপর বর্তায়।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরের ওই দাওয়াতে তামিমের কাছ থেকে অবসরের কারণ ছাড়াও অনেক কথাই জেনেছেন প্রধানমন্ত্রী। কী কী জেনেছেন, তা জানা না গেলেও বিসিবির কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের মধ্যে যে অসন্তোষ বিদ্যমান, প্রধানমন্ত্রী তার কিছুটা হলেও জেনেছেন, এ আশা করা যেতেই পারে। ক্রিকেট দুনিয়ায় বাংলাদেশের সাফল্যের ধারাবাহিকতা এবং ভাবমূর্তি বজায় রাখার স্বার্থে খেলোয়াড় ও বোর্ডের মধ্যে দূরত্ব দ্রুত কাটিয়ে ওঠা উচিত বলে মনে করি আমরা। বাশার, নাফিস, মাশরাফিরা যেভাবে ক্যারিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছেন, তামিম সেপথে হাঁটতে চাইলেও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তা হয়নি। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। ক্রিকেট বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম বাড়িয়েছে। তাই ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক। বোর্ড কর্তাদের কারণে ভবিষ্যতে টাইগাররা আর মনে খেদ নিয়ে মাঠ ছাড়বেন না-এটাই প্রত্যাশা।

ফিলিস্তিনে মানবাধিকার লংঘন ইসরায়েলের

॥ দাউদ কুত্তাব ॥



ইসরায়েলের সমর্থকরা বারবার দাবি করেন, ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চায় না। আসলে এটি একটি প্রপাগান্ডা। এই প্রপাগান্ডা প্রচারকারীরা বোঝাতে চায়–শান্তি আলোচনা প্রত্যাখ্যান মানে ফিলিস্তিনিরা শান্তিতে আগ্রহী নয়। ফিলিস্তিনিদের দ্বারা এই দাবিগুলো খন্ডন করার প্রচেষ্টা ইচ্ছাকৃতভাবেই অগ্রাহ্য করা হয়। যদিও ১৯৬৭ সাল থেকে যে কোনো পরিস্থিতি, সেটা অবৈধ ইসরায়েলি বসতি স্থাপন হোক কিংবা ক্রমাগত ইসরায়েলী মানবাধিকার লংঘন; কোনো ব্যাপারই নয়। ইসরায়েলের প্রতি পশ্চিমা দেশগুলোর অন্ধ সমর্থন রয়েছে। এমনকি ইসরায়েলের তৎপরতা যদিও দুই দেশের সমস্যা সমাধানের ধারণা প্রত্যাখান করলেও ওই দেশগুলো ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে।

২০০০ সালে ক্যাম্প ডেভিড-২ বৈঠকের ব্যর্থতার পর সম্ভবত ফিলিস্তিনি নেতৃত্বের ওপর সবচেয়ে বেশি আক্রমণ হয়েছিল। ২০০০ সালে ওই বৈঠকের আগে ফিলিস্তিনি নেতারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার বিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাককে বৈঠকে যোগদানের আহ্বান জানান। ইয়াসির আরাফাতের দ্বিধার কারণ ছিল, শান্তির জন্য কঠিন অবস্থান গ্রহণের ব্যাপারে ইসরায়েলের সেই প্রস্তুতি দেখা যায়নি। আরাফাত সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন, আলোচনা ব্যর্থ হলে তাঁকে দোষারোপ করা হবে এবং যার প্রভাব হবে ভয়াবহ।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে বিল ক্লিনটনের আরেকটি প্রচেষ্টা ছিল দ্য ক্লিনটন প্যারামিটার। সেটাও ব্যর্থ হয়। সেই ঘটনার দুই দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। যেহেতু ইসরায়েল ক্যাম্প ডেভিড-২ চুক্তির কিছু নথি প্রকাশ করেছে; গবেষক এবং অন্যরা সত্য জানছেন। তার মানে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলী নেতারা বিশ্বের কাছে মিথ্যা বলেছেন এবং ফিলিস্তিনী ভূখন্ডকে সংযুক্ত করার অধিকারের ওপর ইসরায়েলের আপত্তি এবং প্রত্যাবর্তনের অধিকারের স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান ছিল আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন। সেই নথিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টার কাছে লেখা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর একটি চিঠি অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেখানে এও লেখা ছিল, ইসরায়েলের উদ্দেশ্য, ইসরায়েলী সীমানার মধ্যে বসতি স্থাপনকারীদের ৮০ শতাংশকে অন্তর্ভুক্ত করা। সেই সঙ্গে তারা অতিরিক্ত অঞ্চলের ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি লিজ নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবে।

সম্ভবত ওইসব নথির সবচেয়ে বেশি বিচ্যুতির জায়গা, জাতিসংঘের ১৯৪ ধারা অনুযায়ী ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের ফিরে আসার অধিকার। যে অধিকার ইসরায়েল এড়াতে চায়। একই সঙ্গে এটা স্পষ্ট, হারাম আল শরিফের বাইরে ফিলিস্তিনী পুলিশের অবস্থানসহ ফিলিস্তিনী অনুরোধগুলো বৈধ ছিল; সেগুলো ইসরায়েল যেভাবে দাবি করছে 'গেম কিলার' ছিল না। ইতিহাস বলছে, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের চিন্তা সঠিক ছিল এই বিষয়ে। ইসরায়েলিরা ১৯৬৭ সীমান্ত মেনে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়নি।

ক্যাম্প ডেভিড-২ চুক্তির ব্যর্থতার পেছনে ফিলিস্তিনি নেতৃত্বের ব্যর্থতার বিষয়টি সামনে আনা হয়। সে সময় ইসরায়েলি বিরোধীদলীয় নেতা এরিয়েল শ্যারন বুঝতে পারেন, মসজিদুল আকসা হলো সমঝোতার কেন্দ্রবিন্দু। সে সময় ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে তারা ইসলামের তৃতীয় পবিত্র এই মসজিদে ঢোকে। তাদের এই উস্কানিমূলক কর্মকান্ড আল আকসা ইন্তিফাদার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। সেই জাগরণ ইসরায়েল নির্মমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ১৪১ ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ছয় হাজার ফিলিস্তিনি আহত হয়।

শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন মিথ্যা বাস্তবতার বয়ান তৈরি করে শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন তার ব্যাপক প্রভাব তৈরি হয়। ক্যাম্প ডেভিড-২ চুক্তির বিষয়ে ক্লিনটন ও এহুদ বারাক ফিলিস্তিনী নেতাদের ব্যর্থতার যে বয়ান তৈরি করেছেন, তার প্রভাব তখন থেকেই ফিলিস্তিনিরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিনী শান্তি যে দুই দেশের সমাধানের ওপর নির্ভরশীল–সেটা এই ঘটনার কারণে আরও কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলি বর্বরতা থেমে নেই। যার সর্বশেষ নজির এই সপ্তাহেই দেখা গেছে। ইসরায়েল শুধু জেনিন শিবিরকেই গুঁড়িয়ে দেয়নি, এটি এমনকি অধিকৃত ভূখন্ডের মধ্য দিয়ে বুলডোজিং করে চলেছে, যা আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে কঠোর মানবাধিকার লংঘনের শামিল। চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন করে বসতি স্থাপন এবং ফিলিস্তিনী বাড়িঘর ধ্বংস করার মাধ্যমে যারা সত্য দেখতে চায়, তাদেরকে দেখাচ্ছে বাস্তবে কী ঘটছে। ইসরায়েলের প্রকাশিত নথিগুলো ফিলিস্তিনী আখ্যান ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু নিহত প্রাণ ও সংকট সমাধানের আশা ফিরিয়ে আনবে না।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক, আরব নিউজ থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ফজর	৩.৫৬	৩.৫৭	৩.৫৮	৩.৫৯	৪.০০	৪.০১	৪.০২
সূর্যোদয়	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৬
জোহর	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২
আসর	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১২
মাগরিব	৮.৩০	৮.২৯	৮.২৯	৮.২৮	৮.২৮	৮.২৭	৮.২৭
এশা	১০.০৭	১০.০৬	১০.০৬	১০.০৫	১০.০৪	১০.০৩	১০.০২

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

আধুনিক সিঙ্গাপুর বনাম স্মার্ট বাংলাদেশ

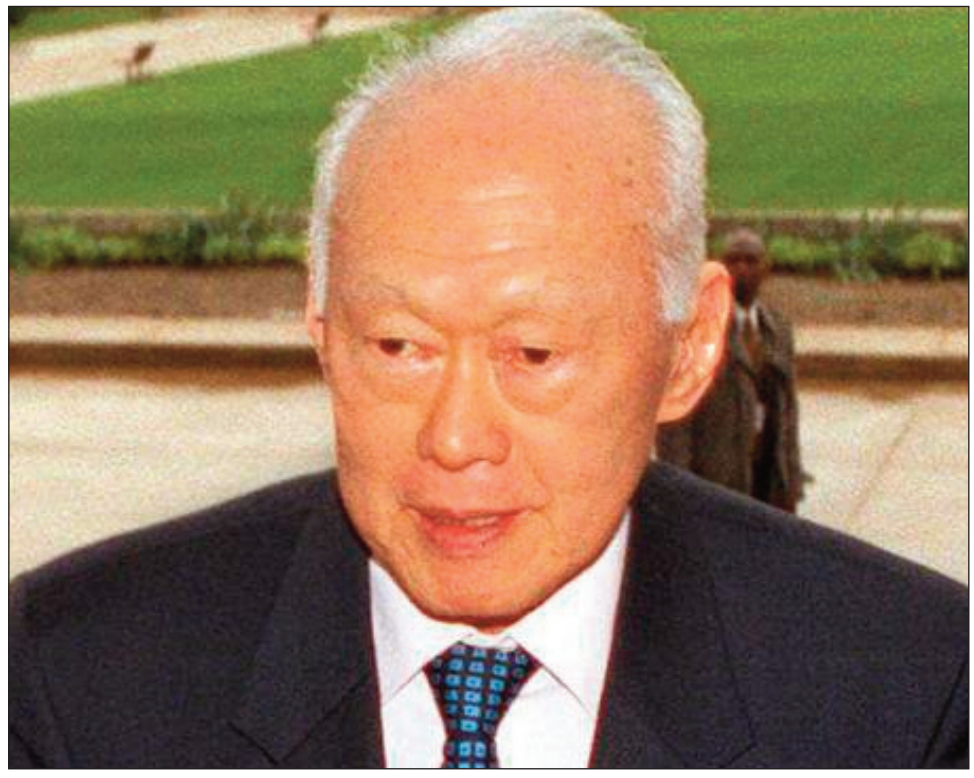
॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

আধুনিক সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা এবং দেশটির জাতির পিতা লি কুয়ান আমার স্বপ্নের মানুষ। যেসব মানুষের কর্ম আমাকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে এবং যাদের একটু স্পর্শ করার সাধ্য আমাকে তাড়িত করে, তাদের মধ্যে লি কুয়ান প্রধানতম। রাজনীতি, অর্থনীতি, জাতি গঠন, জাতীয়তাবোধ জাগ্রতকরণ, সভ্যতা-ভব্যতা, শিক্ষা-দীক্ষায় দেশ-জাতিকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থানে পৌঁছে দেয়ার কৃতিত্ব যদি একজনমে একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকে তবে আমার দৃষ্টিতে সেই মানুষটি হলেন লি কুয়ান। তার বিশালত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দুঃসাহস আমার নেই- হবেও না কোনো দিন। কিন্তু তাকে ভালোবাসার এবং শ্রদ্ধা করার মানবিক অধিকার আমার রয়েছে। আর সেই অধিকার থেকেই লি কুয়ানের লেখা-বক্তব্য, কর্ম যা কিছু পেয়েছি তা গপাগপ গিলেছি।

আমার জীবনে লি কুয়ানের প্রভাব শুরু হয়েছে সেই নব্বই দশকের শুরুতে, যেবার আমি প্রথম সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম। তারপর যতবার গেছি এবং নগররাষ্ট্রের জনক সম্পর্কে জেনেছি; ততই বিধাতার অপূর্ব সেই সৃষ্টিটি সম্পর্কে যারপরনাই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। প্রচন্ড ভালোবাসার কারণে মনে হয়েছে, লি কুয়ান আমার শরীর-মন-মস্তিষ্কের অংশ এবং তার কর্ম ও আত্মীয়পরিজন সবই আমার সম্পদ এবং সেই বোধ থেকেই লি কুয়ান পুত্র লি সিয়েন লুং আমার একান্ত আপনজন, যদিও আমার জীবনে পিতা লি কুয়ান অথবা পুত্র লি সিয়েনের সাথে চাক্ষুস দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি কোনো দিন, প্রয়োজন হয়নি এবং হবেও না। কারণ ভালোবাসার জন্য ওসব কিছুই লাগে না। ভালোবাসার প্রধান আদর্শের মিল, চিন্তা-চেতনা ও কর্মের প্রতি তীব্র আকর্ষণ এবং সাধ্যমতো অনুসরণ। এসব কারণে আমি সময় পেলেই লি সিয়েন লুর বক্তব্য শুনি, যিনি বর্তমান সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী এবং ২০০৪ সাল থেকে টানা দুই যুগ দেশটি শাসন করে আসছেন। বাংলাদেশের পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি ও সিঙ্গাপুরের পরিবারতন্ত্রের মধ্যে মিল-অমিলের চিন্তা যখন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় তখন অবাক বিস্ময়ে ভাবি- সে আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক লি কুয়ান কেমন সুসন্তান পয়দা করেছেন এবং সেই সন্তানকে কতটা যত্ন করে সুশিক্ষিত, মার্জিত, দক্ষ, মানবিক, সৎ, বিবেকবান, ন্যায়বিচারক, কৌশলী, পরিশ্রমী এবং বিশ্বমানের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করে তারপর নিজের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। অন্যদিকে, পুত্র লি তার জীবনের সবক্ষেত্রে কিভাবে পিতার নীতি-আদর্শ এবং সমকালীন জীবন-জীবিকার প্রয়োজনের সমন্বয় ঘটিয়ে সিঙ্গাপুরকে ক্রমশ সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে নিয়ে যাচ্ছেন, তা ভাবলে সুসন্তান যে আল্লাহর কত বড় নিয়ামত সেটি খুব সহজে অনুভব করা যায়। যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার জন্য উল্লিখিত লম্বা ভূমিকা টানলাম তার নেপথ্যে রয়েছে সিঙ্গাপুর পার্লামেন্টে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী লি'র একটি ভাষণ, তার মন্ত্রিসভায় দু'জন সিনিয়র মন্ত্রী ২০১৮ সালে সিঙ্গাপুরের অভিজাত এলাকায় দু'টি বিলাসবহুল বাড়ি ভাড়া নেন যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক ওঠে। জনগণ অভিযোগ করে, মন্ত্রীদ্বয় রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করে এত বিলাসবহুল বাড়ি কেন ভাড়া নিলেন? কেউ কেউ অভিযোগ করলেন, তাদের নিজেদের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও কেন ভাড়া বাড়িতে উঠলেন? অভিযোগকারীদের একাংশ অবশ্য দুই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা যখন তুঙ্গে তখন প্রধানমন্ত্রী লি তার দুই মন্ত্রীর বাড়ি ভাড়ার বিষয়টি তদন্তের জন্য সিঙ্গাপুর দুর্নীতি দমন কমিশনকে দায়িত্ব দেন।



সিঙ্গাপুর দুর্নীতি দমন কমিশন আমাদের দেশের দুদকের মতো নয়। সিঙ্গাপুরের সব নাগরিক সংস্থাটির সততা-দক্ষতা এবং ন্যায়পরায়ণতার ওপর শতভাগ বিশ্বাসী। অধিকন্তু দুনিয়ার সব সভ্য দেশের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য যে সংস্থাটিকে রোলমডেল হিসেবে গণ্য করে সেটিই সিঙ্গাপুর দুর্নীতি দমন কমিশন বা সংস্থা। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অনুরোধে সংস্থাটি ব্যাপক অনুসন্ধান করে অভিযুক্ত দুই মন্ত্রীকে নির্দোষ ঘোষণা করে এবং সেই তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী লি এবং তার দুই সিনিয়র মন্ত্রী সংসদে আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে বক্তব্য দেন তা তখন নেট দুনিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল। তাদের সেই বক্তব্যের চৌম্বক অংশ নিয়ে আলোচনার পর স্মার্ট বাংলাদেশের দুর্নীতির হালহকিকত নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে আজকের নিবন্ধের ইতি টানব।



প্রধানমন্ত্রী লি তার বক্তব্যে বলেন- আমি শতভাগ নিশ্চিত ছিলাম, আমার মন্ত্রীরা কোনো অনিয়ম করেননি। সিঙ্গাপুরের মন্ত্রীরা বিশ্বের সর্বোচ্চ বেতনধারী এবং তাদেরকে যে বেতন দেয়া হয়, তাতে আলাদা কোনো খাত নেই। ফলে মন্ত্রীরা তাদের পুরো বেতন ইচ্ছেমতো-স্বাধীন মতো ব্যয় করতে পারেন। বাড়িভাড়া, গাড়িভাড়া ইত্যাদি কোনো আলাদা খাত নেই। কাজেই যারা সন্দেহ করেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মন্ত্রীদের বাড়ি ভাড়ার দায় মেটানো হয় অথবা মন্ত্রীরা তাদের আর্থিক সামর্থ্যরে চেয়ে বেশি ভাড়ায় বাড়িতে থেকেছেন, অথবা ভাড়া দেয়া-নেয়ার মধ্যে কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতি থাকতে পারে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য- আমি বিষয়টি তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন সংস্থাকে দায়িত্ব দেই।

তদন্তকে নির্বিঘ্ন করার স্বার্থে আমি কিংবা আমার মন্ত্রীরা এ যাবতকালে একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি। তদন্ত কর্মকর্তারা মন্ত্রীদের কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পাননি এবং এই সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর আমাদের মনে হয়েছে, পুরো বিষয়টি জাতিকে জানানো উচিত। এরপর তিনি তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য, বেতন-ভাতা এবং তার নিজের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে যে বক্তব্য দেন তা শোনার পর যেকোনো সভ্য মানুষের হৃদয় শীতল হতে বাধ্য। অন্য দিকে, অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়া দুই মন্ত্রী পার্লামেন্টে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। কেন তারা এত বড় বাড়ি ভাড়া নিলেন, কোথা থেকে টাকা এলো, কিভাবে ভাড়া নিলেন ইত্যাদি বিষয়াদি সবিস্তারে জাতির সামনে তুলে ধরেন। কথা বলতে গিয়ে তারা কখনো আবেগতাড়িত হয়েছেন, কখনো বা তাদের গলা শুকিয়ে গেছে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে গ্লাসের পর গ্লাস পানি পান করেছেন।

আপনি যদি উল্লিখিত ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, সিঙ্গাপুরে গণতন্ত্র কতটা বিকশিত হয়েছে আর গণতন্ত্রের শত ফুলের সুবাসে সেখানে রাজনীতিবিদরা সিংহ হয়ে যান না; বরং জনগণের ভয়ে তারা অশ্রুসিক্ত হন এবং সঠিক নিয়মে কাজ করার পরও গণধিকৃত হওয়ার ভয়ে গলা শুকিয়ে যায়।

সিঙ্গাপুরের সাথে যদি বাংলাদেশের তুলনা করেন তবে প্রথমেই লক্ষ করবেন, সেখানকার রাষ্ট্রনায়করা কখনো নিজেদের আধুনিক-ডিজিটাল বা স্মার্ট দেশের রূপকার বলেননি। অথচ সারা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে আমার মতো লাখ লাখ লোক রয়েছেন যারা সিঙ্গাপুরের গুণকীর্তন করছেন হৃদয়ের একান্ত অনুভব থেকে। অন্য দিকে, ডিজিটাল বাংলাদেশ-স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে দেশের বাইরে কী সব কথাবার্তা হয় তা বলতে পারব না। তবে রঙ্গপ্রিয় বঙ্গবাসী হরহামেশা পথেঘাটে-চায়ের আড্ডায় যেসব বুলি আওড়ায় তার বেশির ভাগই খিস্তিখেউড় এবং মুদ্রণ অযোগ্য। অন্যদিকে, স্মার্ট বাংলাদেশের দুর্নীতির হালহকিকত কেমন তা যদি বিশ্লেষণ করতে হয় তবে প্রয়াত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। তিনি ২০১০ সালের দিকে বলেছিলেন, বাংলাদেশের দুর্নীতিকে এখন আর পুকুরচুরি বলা যাবে না- এখনকার দুর্নীতিকে সাগর-মহাসাগর চুরি বলতে হবে।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি যদি থাকতেন তবে হালফ্যাশনের দুর্নীতির ফিরিস্তি দিতে গিয়ে বলতেন, এখনকার দুর্নীতিকে আর সাগর-মহাসাগর চুরি বলা যাবে না- বলতে হবে মহ-াকাশ চুরি। অর্থাৎ সপ্তম আকাশের যা কিছু রয়েছে তা হোক সেটি নীহারিকা-উল্কাপিণ্ড-গ্রহ-উপগ্রহ কিংবা নক্ষত্রপুঞ্জ, অথবা ভয়ঙ্কর ব্ল্যাক হোল! সবাই আজ মর্ত্যলোকের দুর্নীতির মহাকাশ চোরদের ভয়ে কম্পমান এবং নিজের মানইজ্জত ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মহাকাশের সৃষ্টিকুল কি সপ্তম আকাশ ভেদ করে আরশে আজিমে আশ্রয়ের চেষ্টা করছে কিনা তা হয়তো মুহিত সাহেব জানেন না। তবে চোরেরা নিশ্চয়ই জানে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



দেশে সক্রিয় সুশীল সমাজের অভাব দেখা দিয়েছে

॥ ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার ॥

সুশীল সমাজ জাতির বিবেক হিসাবে বিবেচিত। গণতান্ত্রিক বিশ্বের দেশে দেশে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অবদান রাখেন দেশের উন্নয়নে। সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায়। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে। গণতন্ত্র বিকাশে। মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়। তারা সত্যের প্রশংসা ও মিথ্যার নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হন না। তারা এসব ভালো কাজ করেন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের মাধ্যমে। সরকারকে পরামর্শদানের মাধ্যমে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের মতামত তুলে ধরার মাধ্যমে। প্রিন্ট মিডিয়ায় নির্ভীকভাবে লিখিত মতামত প্রকাশ করার মাধ্যমে। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে সাহসী প্রতিবাদের মাধ্যমে। তারা হতে পারেন বিভিন্ন পেশাজীবী। অভিজ্ঞ, সৎ, দক্ষ, মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তারা সাধারণ মানুষকে ভালোবাসেন। মানুষের উপকারের জন্য কাজ করেন। সরকার, বিরোধী দল বা অন্য যে কোনো পক্ষ অন্যায় আচরণ করলে এরা তার প্রতিবাদ করেন। সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলতে এরা ভয় পান না। দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে এরা বিপদের কাণ্ডারি হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। নাগরিক সমাজে এরা শ্রদ্ধেয় হিসাবে গণ্য। এ কারণে গণতান্ত্রিক বিশ্বে সুশীল সমাজের সদস্যরা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা, সত্যশ্রয়ী রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিনির্মাণ ও চর্চা, মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়মতান্ত্রিক পালাবদলের ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সুশীল সমাজের কেউ কেউ সাহস করে সরকারি কাজের সমালোচনা করেছেন। অগণতান্ত্রিক কাজের সমালোচনা করেছেন। দুর্নীতির বিরোধিতা করেছেন। একদলীয় বাকশাল গঠনের বিরোধিতা করেছেন। একইভাবে এখনো তারা এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তবে যে বিষয়টি উল্লেখ করার তা হলো, ক্রমান্বয়ে সুশীল সমাজের সদস্যদের চরিত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এদের অনেকে সাম্প্রতিককালে সুবিধাবাদী, আবার কেউ কেউ সুবিধাভোগীতে পরিণত হয়েছেন। সুশীল সমাজের কোনো সদস্য যদি দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থ তুলে ধরার নামে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করেন, তাহলে তাকে সুশীল সমাজের সদস্য বলে অভিহিত করা যায় না। ওপরে ওপরে জনগণের কল্যাণে কাজ করার নামে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করা ব্যক্তিকে সুশীল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সময়কাল থেকে উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যে ভূমিকা প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক বা আহমদ ছফা পালন করতে পেরেছিলেন, এখন কি তেমন সাহসী ব্যক্তিত্বের উদাহরণ দেওয়া যায়? পরবর্তীকালে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক, আকবর আলি খান, আসফউদ্দৌলা, নির্মল সেন, বদরুদ্দীন উমর, এমনকি এবিএম মূসারাও যেভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, বর্তমান সময়ের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, প্রশাসক ও রাজনীতিকরা কি তেমন ভূমিকা পালন করতে পারছেন?

সাম্প্রতিক সময়ে সুশীল সমাজের তকমাধারী অনেকের অবস্থাই 'মুখে শেখ ফরিদ বগলে ইটে'র মতো। উপরে জনদরদি সেজে তাদের অনেকে সুশীল সমাজের পরিচয় ভাঙিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে অনেকে জনগণের উপকারের জন্য সময় ব্যয় করেন। এটা এক রকম ভন্ডামি। কারও নাম উল্লেখ না করে বলা যায়, মনে করুন আপনি একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। আপনার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হলো ছাত্র পড়ানো। যত্নের সঙ্গে ক্লাস নেওয়া। আপনি যদি সে কাজ না করে দেশের বড় বড় সমস্যা নিয়ে ভাবেন, মতামত দেন, টকশো করেন, তাহলে তো বলতে হবে আপনি একজন ফাঁকিবাজ। মূল কাজে ফাঁকি দিয়ে আপনি হয়তো কোনো নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে অথবা পদ-পদবির জন্য সুশীল সমাজের সদস্য পরিচয়ে ভালোত্ব জাহিরের মাধ্যমে সে স্বার্থ হাসিলে চেষ্টা করছেন।

সুশীল সমাজের সদস্য হতে হলে প্রথমে দেশপ্রেমিক হতে হবে। নিজের দায়িত্বের জায়গায় নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারপর নিজ কর্মক্ষেত্রে কোনো অন্যায়-অবিচার যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। অনিয়ম হলে তার প্রতিবাদ করে সেই অনিয়ম দূর করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নিজের পায়ের নিচে অন্ধকার রেখে, অর্থাৎ নিজ কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতি-অনিয়মের প্রতিবাদ না করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের মনোবাসনা নিয়ে জাতীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হওয়ার মতো ভন্ডামি করলে তেমন ব্যক্তিকে সুশীল সমাজের সদস্য বলা যাবে না।

সুশীল সমাজের সদস্য হতে হলে প্রথমে দেশপ্রেমিক হতে হবে। নিজের দায়িত্বের জায়গায় নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারপর নিজ কর্মক্ষেত্রে কোনো অন্যায়-অবিচার যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। অনিয়ম হলে তার প্রতিবাদ করে সেই অনিয়ম দূর করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নিজের পায়ের নিচে অন্ধকার রেখে, অর্থাৎ নিজ কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতি-অনিয়মের প্রতিবাদ না করে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের মনোবাসনা নিয়ে জাতীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হওয়ার মতো ভন্ডামি করলে তেমন ব্যক্তিকে সুশীল সমাজের সদস্য বলা যাবে না।

সবকিছুতে ভেজালের সঙ্গে এখন সুশীল সমাজের সদস্যদের মধ্যেও ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সমাজে সুশীল সমাজের সদস্য পরিচয়ধারী নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। এ কারণেই এখন আহমদ ছফা নেই। শিক্ষাবিদ হিসাবে নিঃস্বার্থভাবে দেশের স্বার্থ তুলে ধরে কথা বলার মতো শিক্ষাবিদ খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘাটতি রয়েছে আসফউদ্দৌলা, ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক ও আকবর আলি খানের মতো ব্যক্তিত্বের। তারা জনহিতকর কাজ করে মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলতে ভয় পাননি। এখন তাদের মতো করে খুব কম ব্যক্তিত্বই কাজ করতে পারেন। খুব কমসংখ্যক ব্যক্তিত্বই সত্যের পক্ষে উচ্চারণ এবং মিথ্যার প্রতিবাদ করতে পারেন।

এখন বেড়েছে সুবিধাবাদী প্রশাসক, সুযোগসন্ধানী সাংবাদিক, সত্য প্রতিষ্ঠার ফরজ দায়িত্বপালনে ভীত ইমানি জজবাবিহীন আলিম ওলামা সম্প্রদায়ের নেতা, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কলম না ধরে প্রতিবাদী সাহিত্যের ধারাকে গোরস্থানে পাঠানো প্রেমপূজারি কবি-সাহিত্যিক, দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিবিদ এবং প্রো-এস্টাবলিশমেন্ট প্রশাসক এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এদের অনেকের অন্তরে অদৃশ্যভাবে সরকারদলীয় পক্ষাবলম্বন থাকলেও বাহ্যিকভাবে এরা নিরপেক্ষতার লেবাস ধারণ করে নিজ স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করেন। ক্ষমতাসীন দল এদের ব্যবহার করে এদের মাঝে সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করে নিজ ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার সুযোগ পায়। এভাবে সরকারের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে সুশীল সমাজের এসব সদস্য গাড়ি-বাড়ি করেন। বিদেশি ব্যাংকে টাকা জমান। বড় বড় সরকারি কাজের ওয়ার্ক অর্ডার পান। কেউ কেউ নিজের জন্য পদ-পদবি খুঁজে নেন। এদের অনেকে ছেলেমেয়েদের বিদেশে লেখাপড়া করান।

সুশীল সমাজের এমন সব সদস্যেরই আবার সরকার বেকায়দায় পড়লে বা ক্ষমতাচ্যুত হলে চোখ উলটাতে মোটেও সময় লাগে না। রাজনৈতিক অঙ্ক কষে এরা নিজেদের মতাদর্শ পরিবর্তন করতে খুব একটা সময় নেন না। লেখার ধরন ও বলার ভঙ্গিমা বদলাতে এরা যথেষ্ট দক্ষ। তবে তার আগেই আবহাওয়াবিদদের মতো লক্ষণ বিবেচনা করে এরা রাজনীতির হাওয়া বদলের আভাস পেলে নিজেদের সক্রিয়তা কমিয়ে নীরব হয়ে যান। বর্তমান সময়কালকে কেউ কেউ এমন সময় বললে অত্যুক্তি হবে কি? নাম ধরে উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য কাউকে নাম ধরে অসম্মান করা নয়। নাম উল্লেখ না করে বলছি, বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী, যারা সরকারের নীতির পক্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঘন ঘন কলাম লিখতেন, কিন্তু এখন তারা অনেকটাই নীরব। তাদের কলাম খুব একটা চোখে পড়ে না। আবার এদের মধ্যে এমনও সরকারসমর্থক লেখক আছেন, যাদের কলাম একই দিন বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। এখন কদাচিৎ তাদের কলাম চোখে পড়ে। তারা অনেকটাই নীরব। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দেখা যায়। রাতের অনেক জনপ্রিয় টিভি টকশোগুলোয় অনেকেই ধীরে ধীরে তাদের সরকারের প্রতি সমর্থনের ভঙ্গিমাকে নরম করে আনছেন বলে কারও কারও সতর্ক দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হচ্ছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সুশীল সমাজ একটি দেশে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথ সহজ করে। দেশ পরিচালনায় ক্ষমতাসীন সরকারকে সুপরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে। নিজ নিজ অবস্থানে থেকে তারা এ কাজ করে থাকেন। অন্যায়ের প্রতিবাদী হিসাবে, দুর্নীতির সমালোচনাকারী হিসাবে, সত্য ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে জড়িত হয়ে তারা সমাজে ইতিবাচক ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। প্রকৃত সুশীল সমাজের অনুপস্থিতি অথবা ভন্ড সুশীল সমাজের উপস্থিতি শাসকদলকে স্বৈরতান্ত্রিক ভূমিকা গ্রহণ করে দেশ পরিচালনার সুযোগ করে দেয়। এর ফলে বিরোধীদলীয় কার্যকলাপ ব্যাহত হয়। সুশীল সমাজ সক্রিয় থাকলে গণতান্ত্রিক সরকার স্বৈরতান্ত্রিক পন্থায় দেশ পরিচালনা করতে বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্য প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে সক্রিয় সুশীল সমাজ থাকা উচিত। এমন সুশীল সমাজ থাকা উচিত, যে সমাজের সদস্যরা নিজের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার পরিবর্তে জনগণ, দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে কথা বলার মতো সৎসাহস রাখেন। নিজের আখের গোছাতে তাদের অবস্থানকে ব্যবহার করেন না। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের মতাদর্শ পরিবর্তিত হয়ে যায় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায়, বাংলাদেশের সুশীল সমাজ যুগপৎ জনগণ এবং ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয় না। এ দেশের সুশীল সমাজের সদস্যদের অনেকে বণিকবৃত্তি ও সুবিধাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। আর এ কথা সুবিদিত, দেশের সুশীল সমাজ যদি সুবিধাবাদ দ্বারা প্রভাবিত আর ষড়যন্ত্রের অংশ হয়, তাহলে ওই দেশে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং তা টেকসই করার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। এজন্য দেশের সার্বিক গণতন্ত্রায়ন, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় একটি দেশপ্রেমিক, নির্ভীক ও সক্রিয় সুশীল সমাজ থাকা জরুরি।

লেখক: অধ্যাপক (এলপিআর), রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

কোথায় সেই নিঃস্বার্থ শিক্ষক?

॥ ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী ॥

খুব অদ্ভুত আমাদের মানসিকতা। শিক্ষার্থী তো সবাই আমাদের। ওদের সবাইকে নিয়েই তো স্বপ্নটা দেখতে হবে। তা না হলে স্বপ্ন স্বপ্নের মতোই ভেসে যাবে। কূলও পাবে না, কিনারাও পাবে না। আসলে বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের কথা বললেও আমাদের মনের ভেতরে যে বৈষম্য জন্ম নিয়েছে, তার শিকড়টা কি উপড়ে ফেলা এত সহজ? আমরা মেধার চেয়ে মুখস্থবিদ্যার মূল্য দেই বেশি, ভালো মানুষ হওয়ার চেয়ে ভালো ছাত্র হওয়ার দিকটাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। ভালো ছাত্র হওয়া আর মেধাবী হওয়া যে দুটো ভিন্ন বিষয়, সেই কঠিন সত্যটা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না।

মিথ্যা ভাবনার মোহের কাছে মনের ভাবনা বারবার হেরে যায় বলেই হয়তো এমনটা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজাল্ট ভালো না অথচ খুব মেধাবী, এমন অনেক ছাত্রের উজ্জ্বল মুখ আমরা হয়তো দেখি। তবে কতটা আমরা তাদের মূল্যায়ন করি? ওদের স্বপ্নগুলো গড়ে ওঠার আগেই ভেঙে দেওয়ার একটা ঔপনিবেশিক মনোভাব নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলি। এমন অনেক ছাত্র আছে, যারা ভালো ছাত্র না, মেধাবীও না, তাদের মধ্যে হয়তো একটা ভালো মনের মানুষ থাকে। সে মনটাকে কতটাইবা আমরা বোঝার চেষ্টা করি? বরং মন গড়ার বদলে ভেঙে দেওয়ার দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ি। ছাত্রের চেয়েও তার বড় পরিচয় রক্ত-মাংসের মানুষ, সে মানুষটার জীবনের চেয়ে পরীক্ষার খাতায় মূল্য যেন অনেক বেশি।

খুব অদ্ভুত আমাদের মনস্তত্ত্ব। জিপিএ দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বিভক্তিরেখা টেনে দেই। জিপিএ-৫ যেন সব, যাদের জিপিএ-৩ এর উপরে তাদের বড় বড় স্বপ্ন দেখাই, যাদের ৩-এর নিচে, তাদের নিজেদের আচার-আচরণে বুঝিয়ে দেই-তাদের দ্বারা কিছুই হবে না। অথচ ওই ৩-এর নিচের বা আরও পেছনের সারির শিক্ষার্থীরা যে লেখাপড়ার বাইরেও আরও অনেক নতুন নতুন পৃথিবী, নতুন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারত, তা আমাদের অযত্ন, অবহেলা, অপমানে মাথা তুলে দাঁড়ানোর আগেই ভেঙে পড়ে। আমরা ভুলে যাই, আমাদের শিক্ষায় মেধাকে মূল্যায়ন করার বদলে পরীক্ষার খাতার লেখাকে মূল্য দেওয়া হয়। মাত্র তিন ঘণ্টার একটা পরীক্ষায় আমরা ভালো-মন্দের বিচারক হয়ে যাই, জীবনের পরীক্ষা যে এর চেয়েও বড়, সেটা ভুলেই যাই।

একজন শিক্ষার্থীর অনেক গুণ নিয়েই যে শিক্ষা, সে শিক্ষা আমাদের কাছে অর্থহীন। শিক্ষাদানের মধ্যেই যেখানে শিক্ষার সীমারেখা অবরুদ্ধ, সেখানে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির ভাবনার মূল্যইবা কতটুকু? খুব কষ্ট হয় যখন শিক্ষার্থীদের মুখগুলোয় অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে, ওদের যন্ত্রণাগুলো ওদের যখন কুরে কুরে খায়, ওদের হাতগুলো যখন স্বপ্নের হাত খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে যায়। ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে স্বপ্ন দেখানোর মানুষ খোঁজে ওরা। ওদের মনের ভেতরের পুঞ্জীভূত কথাগুলো কেউ খুব আগ্রহ নিয়ে শুনবে বলে ওরা অধীর হয়ে থাকে। কিন্তু সব যেন মরীচিকা। শিক্ষক এখন যন্ত্র, শিক্ষক এখন লোভী, শিক্ষক এখন স্বার্থপর। সবাই যে এমনটা তা-ও নয়, তারপরও একটা সংকট, একটা ক্রান্তিকাল। ভালো শিক্ষকদের এখন পিছু হটার দিন, স্বার্থপর শিক্ষকদের এখন জয়জয়কার। সমাজটাই যে এমন, পচন খেতে খেতে পচনটাকেই বেশি ভালোবাসে।

আমি খুব সাধারণ একজন শিক্ষক, হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে পেছনের সারিতে পড়ে থাকা একজন। নিজেকে শিক্ষক বলার চেয়ে ছাত্র বলাটাই সমীচীন হবে হয়তো। কারণ, প্রতিদিন আমি শেখার মধ্যে ডুবে থাকি। তবে নিজের আত্মসমালোচনা করতেও লজ্জা পাই না।

২.

খুব কষ্ট হয়, যখন শিক্ষার্থীদের অসহায় মুখগুলোর দিকে তাকাই। ওদের চোখে-মুখে স্বপ্ন জয়ের যে আশা, সেটা বোঝার মতো শিক্ষক এখন আর প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ টিস্যু পেপারের মতো ওদের ব্যবহার করে স্বার্থ উদ্ধার শেষে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার মতো শিক্ষকের অভাব নেই। শিক্ষার্থীদের কথা আর কী বলব। ওরা যখন ছাত্র থাকে, তখন সেটা বুঝতে পারে না, সাময়িক সুবিধা যে তার ব্যক্তিত্ব আর মেরুদন্ড ইতোমধ্যে অনেকটা ভেঙে দিয়েছে সেটি বুঝতে পারে ডিগ্রি শেষ করার পর। তখন ভাঙা মেরুদন্ড আর ব্যক্তিত্ব মেরামত করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা সেটা বলা দুষ্কর। সবাই সত্যটা বুঝতে পারে, যখন বোঝে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। প্রাচীরে বন্দি শিক্ষকরা যে চিন্তাতেও অনেক ছোট হয়ে গেছে, সেটা তখন বোঝা যায় যখন তাদের সঙ্গে তুলনা করতে হয় খোলা আকাশের নিচে শিক্ষাদানকারী সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মতো বড় মনের শিক্ষকদের। আমাদের শিক্ষার্থীদের দুর্ভাগ্য, তারা এমন এক সময়ে জন্মেছে, যে সময়টাতে শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের চেয়ে রাজনীতি বেশি শিখতে হচ্ছে। সেটা গতানুগতিক রাজনীতি নয়, বরং সুতোয় বন্দি পুতুলের মতো নিয়ন্ত্রণের রাজনীতি, যেখানে ডানা মেলা পাখির মতো স্বপ্নগুলো খাঁচায় বন্দি হচ্ছে প্রতিদিন।

যদি তারা সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের সময় জন্মাতো, তাহলে হয়তো তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসত একেকজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক। দুর্ভাগ্য আমাদেরও, শিক্ষক হতে হলে যে দার্শনিক হতে হয় সেটা বোধহয় আমরা ভুলতে বসেছি। এখন শিক্ষার্থীদের পড়াতে বইও লাগে না, গবেষণালব্ধ জ্ঞানও লাগে না, শিল্প-কারখানার বাস্তব অভিজ্ঞতাও লাগে না, মৌলিক চিন্তাও লাগে না। বই পড়ার মতো এত সময় কি আর শিক্ষকদের আছে? গুগল, ইয়াহুতে সার্চ দিলেই হাজার হাজার স্লাইড নিমিষেই হাতের নাগালে চলে আসছে। সেটাও দেখার সময় হয়তো অনেকের নেই। ক্লাস চলছে যন্ত্রের মতোই, সেখানে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির কোনো ভাবনা নেই।

ওরা এখন আর কেবল বইয়ের ভেতর বন্দি হয়ে থাকতে চায় না, বরং সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গবেষণায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে চায়। কিন্তু কে শেখাবে তাদের গবেষণা, কে কান পেতে শুনবে তাদের নতুন নতুন উদ্ভাবনের গল্প। এত সময় কি আর এ করপোরেট দুনিয়ার আছে? ওদের কাদামাটির মতো মন আবিষ্কারের নেশায় উন্মুখ হয়ে থাকে। ওরা পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। কিন্তু সেই নিঃস্বার্থ শিক্ষক কি আর আছে? মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবন বদলে দেওয়ার মতো শিক্ষক কি আর আছে? শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের নিজের সঙ্গে নিজের লড়াইটা দেখার মতো শিক্ষক কি আর আছে? ওদের সুখ-দুঃখের কথা শোনার মতো কেউ কি আর আছে? সবাই যে রোবট হয়ে গেছে। রোবট থেকে রোবটেরও জন্ম হয় না, মানুষেরও জন্ম হয় না। কিন্তু কে শুনবে কার কথা, সবাই যে নিজের জালে বন্দি, অথচ স্বাধীন মানুষ সাজার অভিনয়টাতে কেউ কারও চেয়ে কম নয়।

৩.

ছোটবেলায় একটা গল্প পড়েছিলাম। পুরোপুরি গল্পটা মনে নেই, তবে মূল কনসেপ্টটা মনে আছে। স্বাধীনতা মানে কী-বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে গল্পটার অবতারণা করা হয়েছিল। গল্পটা অনেকটা এ রকম : মা তার ছেলের হাতে দুটো আম দিয়ে বললেন, আম দুটো তোমরা দুই ভাইবোন মিলে ভাগ করে নেবে। অর্থাৎ একটি আম তুমি খাবে, আরেকটি তোমার বোন খাবে। ছেলেটা আম দুটো হাতে নিয়ে দেখল একটি আম ভালো আছে, আরেকটি পচে গেছে। স্বভাবতই পৃথিবীর নিয়ম হচ্ছে ভালোটা নিজে রেখে খারাপটা অন্যের হাতে গছিয়ে দেওয়া। স্বার্থপর পৃথিবীতে এমনটাই ঘটার কথা।

সে যাই হোক, ছেলেটা কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর পচা আমটা সে নিজে নিয়ে ভালো আমটা তার বোনকে খেতে দিল। ভালো আমটা খেতে খেতে বোনের মুখটা যখন হাসিতে ভরে উঠল, তখন ছেলেটা অনেক আনন্দ পেল। ভালো কাজ করতে পারার মধ্যে যে সুখ লুকিয়ে থাকে, ছেলেটা সেটি খুব গভীরভাবে অনুভব করতে পারল। এমন একটা মহৎ কাজ করতে পেরে ছেলেটার নিজেকে অনেক হালকা মনে হলো।

স্বাধীনতা সেটাই, যা আমাদের নিজের চেয়ে অন্যের ভালোর জন্য ভাবায়, নিজের স্বার্থের চেয়ে সামগ্রিক ও দেশের স্বার্থের জন্য কাজ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। স্বাধীনতা মানে ত্যাগ করতে শেখা, নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে দেশপ্রেমের পরীক্ষায় পাশ করা।

আমরা সবাই স্বাধীনতা নিয়ে গর্ব করতে শিখি। স্বাধীনতার মধ্যে যে প্রকৃত সুখ নিহিত আছে তা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করি। স্বাধীনতা অনেক বড় বিষয়। সবসময় মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা অনেক কঠিন।

লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইউএসএ'তে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের কাছে আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন। আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে নিচে উল্লেখিত তথ্যসহ আলোচা করা হলো।

কারা রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারে?

ইউএসএ'তে রাজনৈসতিক আশ্রয়ের জন্য যোগ্য হতে একজন ব্যক্তিকে অবশ্রই প্রথমে ইমিগ্রেশন এন্ড ন্যাচারালাইজেশন এ্যাক্সের সংস্কার শর্তপুরণ করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, একজন ব্যক্তির বর্ন, ধর্ম, জাতীয়তা, রাজনৈতিক মতামত অথবা বিশেষ কোন সম্পর্কে সামাজিক গ্রুপের সদস্য হওয়ার জন্য যদি তাদের নিজ দেশে নীপিড়নের ভয় থাকে। সে কারণে রাজনেতিক আশ্রয় মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে একজন আনেদনকারীকে নিপীড়নেরর পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের কাগজপত্র দেখাতে হবে। কিংবা ভবিষ্যতে 'ভয় আছে' তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ থাকতে হবে।

রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না?

রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করা হবে না যদি আপনিঃ

কারো ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা বা বিশেষ কোন সামাজিক গ্রুপের সদস্য হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে আপনি নিপীনের নির্দেশ দিয়েছেন, উস্কানী দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন অথবা এসব বিষয়ে অংশ নিয়েছেন ভয়ঙ্কর কোন অপবাধের কারণে দন্ডিত হয়েছে (দুর্নীতি কেসন ফেলনিসহ)।

ইউএসএ-তে (যুক্তরাষ্ট্রে) রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের ৩টি পন্থা আছেঃ

এ্যাফারমেটিভ প্রক্রিয়া;

বিশ্বাসযোগ্য নিপীড়নের ভয়ের ইতিবাচকতা যদি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় অথবা

ডিফেন্সিভ প্রক্রিয়া।

ইউএসসিআইএস'র সঙ্গে এ্যাফারমেটিভ রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রক্রিয়াকরণঃ

একজন ব্যক্তি যদি রিম্যুভাল প্রক্রিয়া না থাকেন, তবে তিনি ইউএস সরকারের মাধ্যমে, ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন জানাতে পারবেন। পারবেন। অন্য কথায়, ইউএসএ থেকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে ডিফেন্স রাজনৈতিক আশ্রয় হিসেবে আবেদন করা হয়।

রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদনের ক্ষেত্রে ডেড লাইন আছে কিনা?

ইউএসএ সর্বশেষ প্রবেশের তারিখ থেকে ১ বচরের মধ্যে অবশ্যই রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন জানাতে হবে। অবশ্য যদি নিচের কারণগুলো প্রমাণ করতে পারেনঃ

পরিবর্তিত পরিস্থিতি বা বিশেষ পরিস্থিতি যে জন্য তো বটেই, তার থেকেই যে ব্যাকলগন তা বেড়েই চলেছে।

১ এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত অ্যাফারমেটিভ রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা ৪ লাখ ৭০ হাজার ৭৮৬ জনে আছে ইউএসসিআইএসএ। সরকার অনুমান করথে পারছেনা বা এসব আবেদনের প্রাথমিক সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করতে কত সময় লাগতে পারে।

রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবেদন প্রক্রিয়াকরণের সময় কী ঘটে



ইউএসসিআইএস এ্যাসাইলাম অফিসারের যদি রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন মঞ্জুর না করেন, আবেদনকারীকে তখন রিমুভ্যাল প্রক্রিয়ার জন্য পাঠানো হয়। সেখানে প্রত্যাক্যান আবেদনকারি ডিফেন্সিভ প্রক্রিয়ার মাধ্য নতুন করে রাজনৈতিক আশয়ের আবেদন করতে পারবেন এবং ইমিগ্রেশন জজের সামনে দাঁড়াতে পারবেন।

ডিফেনসিভ রাজনৈতিক আশ্রয়ঃ

কোন ব্যক্তি যদি রিমুভ্যাল প্রক্রিয়ায় থাকনে, তবে সেই ব্যক্তি জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ অফিসে ইমিগ্রেশন জজের কাছে আবেদন জানাতে কারণে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন জানানো বিলম্বিত হয়েছে এবং

ঐ রকম পরিস্থিতি সত্বেও আপনি একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে আবেদন করেছেন।

রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রক্রিয়ায় কত সময় লাগতে পারেন?

সার্বিকভাবে রাজনৈতিক আশয়ের প্রক্রিয়া শেষ হতে অনেক বছর লাগতে পারে। কতিপর্য় ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তার আবেদন ফাইল করতে পারেন এবং সম্ভাব্য ভীতি প্রদর্শনের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখিয়ে সাক্ষাতকার পেতে পারেন পেন্ডামিকের ইউএসএ'র আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা ইউএসএ'তে থাকার অধিকার লাভ করে। যদিও এই সময়ে তাদের রক্ষার অধিকার থাকে ঝুলন্ড। সরকারের পক্ষে যুক্ত হচ্ছে যে, এ ধরনের মানুষদের আটক রাখার অধিকার আছে- কম্যুনিটিতে ছেড়ে দেয়ার চেয়ে। কোন কোন আদালত এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে আবেদনকারীদের বড় হেয়ারিং এর জন্য কিছু শর্ত পুরণ করতে হয় সাক্ষাতকারের জন্য।

রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদনের পর কীভাবে এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশনের জন্য আবেদন করা যায়?

এ ব্যাপারে পরামর্শ পেতে ইউএসসিসআইএস'র ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

১৮০ দিন এ্যাসাইলাম ইএডি ব্লক কী?

১৮০- ডে এ্যাসাইলাম ইএডি ব্লক হচ্ছে ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিসআইএস) এ্যাসাইলাম অফিস এবং / অথবা ইমিগ্রেশন কোর্টের ইমিগ্রেশন পূনর্মূল্যায়নে নির্বাহী অফিসারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন কতদিন ঝুলন্ড আছে নির্ধারণ করা হয়। ওয়ার্ক অথরাইজেশন আবেদনের ফরম আই-৭৬৫ মূল্যায়ন করে ইউএসসিসআইএস'র সার্ভিক সেন্টার এবং ওয়ার্ক অথরাইজেশনের যোগ্যতা নির্ণয় করে ১৮০ দিনের ইএডি ক্লক যা রাজনৈতিক প্রার্থীর আবেদনের পর কমপক্ষে আরও ৩০ ডদন ঝুলন্ড থাকার আগ পর্যন্ত ওয়ার্ক অথরাইজেশন কার্ড পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। ১৫০ দিন অপেক্ষাকাল এবং ১৮০ দিন যোগ্যতা অর্জনের সময় একে সাধারণভাবে ১৮০ ডে এ্যাসাইলাইম ইএডি ক্লক বলা হয়। ইউএসসিসআইএস যেদিন রাজনৈতিক আশ্রয়ের পূর্নাঙ্গ আবেদন গ্রহণ করে সেদিন ১৮০ ডে এ্যাসাইলাম ইএডি ক্লক গণনা শুরু হয়।

১৮০ দিন এ্যাসাইলাম ইএডি ক্লক কীসে আর কাযকর হয় না?

১৮০ দিন এ্যাসাইলাম আবেদন ইউএসসিআইসে কিংবা ইও-আইআর-এর কাছে পেন্ডিং থাকলে আর বিলম্বের অনুরোধ রক্ষিত হয় না।

আপনাদের জন্যে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে প্রত্যেকের কেস সাধারণভাবে একই রকসম সময়ে হলেও সবার ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম থাকে। সে কারণে প্রয়োজনে আপনারা একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করলে ভালো হয়।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আরপিও : নির্বাচন কমিশন কেন আত্মঘাতী হলো

॥ ড. বদিউল আলম মজুমদার ॥

নির্বাচন বাতিলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ক্ষমতা হ্রাস করে গত ৪ জুলাই জাতীয় সংসদে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) এ সংক্রান্ত সংশোধনী পাস হয়। সংশোধিত আরপিও অনুযায়ী, ভোট গ্রহণের দিনের আগে নির্বাচন কমিশন (ইসি) চাইলেও নির্বাচন বন্ধ করতে পারবে না। এ ছাড়া রিটার্নিং কর্মকর্তা ফলাফল ঘোষণা করার পর কোনো অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও পুরো আসনের (সংসদীয়) ফলাফল স্থগিত বা ভোট বাতিল করতে পারবে না ইসি। শুধু যেসব ভোটকেন্দ্রে অনিয়মের অভিযোগ থাকবে, সেসব ভোটকেন্দ্রের ফলাফল চাইলে স্থগিত করতে পারবে ইসি।

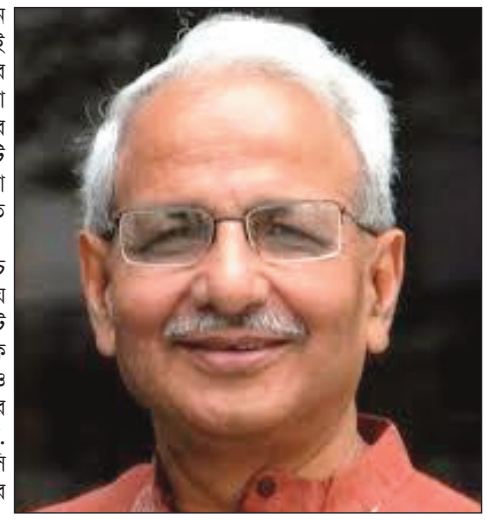
গত বছর ইসি আরপিওর ১৭টি ধারা সংশোধনের লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। ওই প্রস্তাবে ইসির পক্ষ থেকে নতুন উপধারা ৯১ক সংযুক্তির প্রস্তাব করা হয়, যাতে ভোট গ্রহণের পরেও পুরো নির্বাচনী এলাকার ফলাফল বাতিলের ক্ষমতা চাওয়া হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ৯১ক উপধারায় কমিশনের প্রস্তাব ছিল এ রকম: 'ভিন্ন কোনো বিধান না থাকিলে, কমিশন–(ক) কোনো ভোটকেন্দ্র বা সম্পূর্ণ নির্বাচনী এলাকার ফলাফল প্রকাশ স্থগিত করিতে পারিবে, যদি কমিশন নিশ্চিত হয় যে, সেই ভোটকেন্দ্র বা পুরো নির্বাচনী এলাকার ফলাফল বল প্রয়োগ, হুমকি, কারসাজি বা অন্য কোনো অসদাচরণ দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে দ্রুত তদন্ত শেষে সরকারি গেজেটে পুরো নির্বাচনী এলাকার ফলাফল প্রকাশের নির্দেশনা দিবে অথবা নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রের বা পুরো নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন বাতিলপূর্বক নতুন করিয়া নির্বাচন করিতে পারিবে।' কিন্তু কমিশনের প্রস্তাব থেকে পুরো আসনের ভোটের ফলাফল স্থগিত বা বাতিল করার বিষয়টি বাদ দিয়ে ৪ জুলাই আরপিও সংশোধনী বিল সংসদে পাস হয়েছে।

আরপিও সংশোধনে ইসির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি (৩০ আগস্ট ২০২২) এক নিবন্ধে দাবি করেছিলাম–উচ্চ আদালতের রায়ের সুবাদে যে ক্ষমতা কমিশনের ইতোমধ্যে আছে, তার জন্য 'আইন মন্ত্রণালয়ের দ্বারস্থ হওয়াটা আত্মঘাতী হতে পারে–মন্ত্রণালয় কমিশনের প্রেরিত প্রস্তাবটি নাকচ করে দিতে পারে।' আরপিওর সংশোধনী পাসের মাধ্যমে বাস্তবে তা-ই ঘটল। কিন্তু ইসির পক্ষ থেকে কোনোরূপ প্রতিবাদ জানানো হয়নি। বরং আইন না হওয়া পর্যন্ত এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি নন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। অথচ সংশোধনী বিলের ব্যাপারে ইসির যদি অসন্তুষ্টি থাকে, তাহলে আইনে পরিণত হওয়ার আগেই এর প্রতিবাদ জানানো উচিত। কারণ আইন হয়ে যাওয়ার পর কমিশনের খুব বেশি কিছু করার থাকবে না। অবশ্য বিলটি উত্থাপনের পর কমিশনের সদস্য রাশেদা সুলতানা দাবি করেছিলেন, 'আরপিও সংশোধনে ইসির ক্ষমতা খর্ব নয়, বরং কিছুটা বাড়বে (প্রথম আলো, ২১ মে ২০২৩)। অথচ আইনমন্ত্রী কর্তৃক সংসদে উত্থাপিত বিলের পর্যালোচনা থেকে সব অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক কমিটির ক্ষমতা খর্ব করার আশঙ্কা প্রকাশ করলেও কমিশনের এমন বক্তব্য থেকে প্রতিষ্ঠানটি কি আসলে সরকারের অনুগত বি-টিম কিনা, তা নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক না করে পারে না।

কমিশনার রাশেদা সুলতানার বক্তব্য অনুযায়ী, কমিশন ৯১ক ধারায় কোনো পরিবর্তনের প্রস্তাব করেনি। কিন্তু ৬ জুলাই যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়–'ক্ষমতা' কমানোর প্রস্তাব ইসি থেকেই গেছে। উল্লিখিত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত–ইসি নিজেই তার ক্ষমতা হ্রাসের প্রস্তাব করেছে। তাই এটি অস্বীকার করার মাধ্যমে ইসি মূলত মিথ্যাচার করছে এবং জাতিকে বিভ্রান্ত করছে।

উল্লেখ্য, ৯১ক ধারায় বলা ছিল: '৯১। ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, কমিশন–(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নির্বাচনে বল প্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সংগত এবং আইনানুগভাবে নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা হইলে ইহা যে কোনো ভোটকেন্দ্র বা ক্ষেত্রমতো সম্পূর্ণ নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনের যে কোনো পর্যায়ে ভোট গ্রহণসহ নির্বাচনী কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারিবে।' কিন্তু পাস হওয়া আরপিওর বিলে 'নির্বাচন' শব্দের পরিবর্তে 'ভোট গ্রহণ' শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে এটি শব্দগত পরিবর্তন মনে হলেও এর ব্যাপকতা অনেক গভীরে। কারণ নির্বাচন একটি প্রক্রিয়া, যা বলতে সাধারণত তপশিল ঘোষণা থেকে শুরু করে ফলাফল গেজেটে প্রকাশ পর্যন্ত সময়কে বোঝায়। আর ভোট গ্রহণ বলতে বোঝায় শুধু ভোটের দিন। পূর্বে ৯১ক অনুচ্ছেদের শেষ লাইনে নির্বাচনের যে কোনো পর্যায়ে ভোট গ্রহণসহ নির্বাচনী কার্যক্রম বন্ধ করার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সংশোধিত বিলে নির্বাচন শব্দের স্থলে ভোট গ্রহণ শব্দ প্রতিস্থাপনের ফলে নির্বাচনের যে কোনো পর্যায়ের জায়গায় ভোট গ্রহণের যে কোনো পর্যায়ে সীমিত হয়ে যাবে। অথচ তপশিলের পর থেকে ভোট গ্রহণ ও গণনা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের হাত শক্ত না থাকলে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া বানচাল ও অস্পষ্ট হবে। কমিশনের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাবে। তাই এই সংশোধনীর মাধ্যমে কমিশনের নিজের ক্ষমতা নিজেই খর্ব করার আত্মঘাতী প্রস্তাবের কারণ কী–তা আমাদের বোধগম্য নয়। উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা থাকার পরও সেই ক্ষমতা ও আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে কোন বিবেচনায় ইসি নিজের হাত-পা কেটে ফেলেছে, তাও আমাদের বোধগম্য নয়। অথচ একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঠিকতা নিশ্চিত করা ও তা রক্ষার দায়িত্ব ইসির।



ইসি উপলব্ধি করতে পারে না, উচ্চ আদালতের রায়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে ফলাফল গেজেটে প্রকাশের আগ পর্যন্ত তাদেরকে নির্বাচনী ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচনের নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। নূর হোসেন বনাম মো. নজরুল ইসলাম মামলার [৪৫বিএলসি (এডি)(২০০০)] রায়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বলেন, 'আমরা এ কথা পুনর্ব্যক্ত না করে পারি না যে, নির্বাচন চলাকালে গোলযোগের, ব্যালট পেপার কারচুপির বা নির্বাচন সঠিক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়নি বলে রিপোর্ট বা অভিযোগ উত্থাপিত হলে, উক্ত রিপোর্ট বা অভিযোগের সত্যতা যাচাইপূর্বক কমিশনের ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক।' এ ছাড়া আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাসেম [৪৫ ডিএলআর(এডি)(১৯৯৩)] মামলার রায়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নিজেদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বিধিবিধানের সঙ্গে সংযোজনের ক্ষমতাও কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিজ্ঞ নির্বাচন কমিশনাররা অবগত আছেন, উচ্চ আদালতের রায়ও আইন এবং তা মানা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। তাই একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমেই কমিটি নূর হোসেন মামলার রায় কার্যকর করতে পারে। আমরা মনে করি, আরপিও সংশোধনের মাধ্যমে কমিশনের ক্ষমতা হ্রাস সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতন্ত্রকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে। আমরা ইতোমধ্যে এক বিবৃতির মাধ্যমে সুজন-এর পক্ষ থেকে এ উদ্যোগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং নির্বাচনে অনিয়ম ও বল প্রয়োগের মতো ঘটনায় নির্বাচনের দিন কোনো কেন্দ্র বা আসনের ভোট বন্ধ করাসহ তপশিল ঘোষণার পর নির্বাচনের যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো নির্বাচন স্থগিত ও ফলাফল বাতিলের ক্ষমতা ইসিকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছি।

এমনিতেই ইসি সব রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন ও ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। আরপিওর এই সংশোধনী নির্বাচন কমিশনকে আরও আস্থার সংকটে ফেলবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে একটি ক্ষমতাহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে। তা ছাড়া সব দলের অংশগ্রহণে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হবে কিনা–এটি নিয়ে আমরা যখন সংকটে নিমজ্জিত, তখন এ ধরনের একটি উদ্যোগ এ সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে, যা কোনো সচেতন নাগরিকের কাম্য হতে পারে না।

লেখক: সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বিত্তবান ও কামারের গল্প

॥ জয়নুল আবেদীন ॥

লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মতো বিত্ত আর চিত্তের সহ-অবস্থান সচরাচর চোখে পড়ে না। লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মতোই বিত্ত যখন দরজায় এসে দাঁড়ায় চিত্ত তখন জানালা দিয়ে পালায়। সমসাময়িককালে মালয়েশিয়া ও নেপাল না গেলে বিষয়টি টের পেতাম না। যত দেশে ঘুরেছি এর মধ্যে অধিকতর বিত্তহীন দেশ নেপাল। দেশটিতে বিত্তের অভাব থাকলেও চিত্তের অভাব নেই। পুরু দেশটিই যেন হোলি, রঙ, নৃত্য আর আনন্দের জোয়ারে ভাসছে। কাঠমান্ডু এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে অপেক্ষমাণ ট্যুরিস্ট গাড়িতে চড়তেই দেখি, ড্রাইভারের সামনে দুলছে গাঁদাফুলের মালা। গাড়ি শহর এবং আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করতেই দেখি প্রত্যেক বাড়ি, দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনের দেয়ালে, ওপরে, দরজা ও জানালার সামনে অসংখ্য গাঁদা ফুলের মালা। হোটেলে প্রবেশ করতেই দেখি- হোটেল একই প্রকারের মালায় মালায় সজ্জিত হয়ে আছে। ঝুলানো মালা ছাড়াও পিতলের বৃহৎ পাত্র পানি ভর্তি করে পানির ওপরে রাখা হয়েছে নানা বর্ণের গাঁদা ফুল। পরদিন পোখারা যাওয়ার পথে গাঁদা ফুলের বহুমাত্রিক ব্যবহার হিসেবে নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে, শিশু-কিশোর ও যুবক-যুবতীদের গলায়, বগলে, মাথায়, কোমরে এমনকি হাতের লাঠিতেও পেঁচানো দেখেছি গাঁদা ফুলের মালা। যতদূর জানি গাঁদার আদি নিবাস মেক্সিকো ও আফ্রিকা। এর ইংরেজি নাম মেরিগোল্ড। কাঁচা হলুদের মতো উজ্জ্বল রঙ ও সৌরভের কারণে রূপচর্চায় দিন দিন এর কদর বাড়ছে। বাত, আমাশয় ও অর্শ রোগে, কাটা থেঁতলা থেকে রক্তপাত বন্ধ করতে গাঁদা ফুলের তুলনা নেই। পিষে, পুড়ে, চূর্ণ করে ওষুধি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। রূপচর্চায় ব্যবহার হয় তাজা ফুল। এর উজ্জ্বলতার জন্য নাকি দেব-দেবীর নির্দেশে এত বেশি বেশি করে গাঁদা ফুলের ব্যবহার জানার আগ্রহ হয়। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, দিওয়ালী উৎসব চলছে। হিন্দু ধর্মে বারো মাসে তের পার্বণ ছাড়াও চাঁদের পূর্ণ তিথি, অর্ধতিথি ও অমাবস্যা, মহাপুরুষদের জন্ম-মৃত্যু সব মিলিয়ে তিথি মুক্ত সাধারণ দিন খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর। পাহাড় দেয় পরিশ্রম আর উৎসব দেয় স্বস্তি- তাদের এক হাতে কর্ম এবং অপর হতে স্ফূর্তি ফুরসত নেই মোটেও। তাদের যথার্থই বলা হয় 'Nepal is the only Hindu Kingdom in the World, Nepal is one of the few countries in the world that has many festivals. So Nepal is called 'Home of Gods and Land of Festivals.'

ধর্ম বিশ্বাস থেকেই তাদের সব উৎসবের উৎপত্তি। তাদের মতে, জ্ঞানার্জন, লেখাপড়া, শীত, গ্রীষ্ম, শক্তি, বৃষ্টি, মাটির উর্বরতা, রোগবালাই ও বিপদাপদ সবকিছুর জন্য পৃথক পৃথক দেব-দেবী রয়েছে। তারা তুষ্ট হলে মানুষের কল্যাণ আসে আর বিরূপ হলে বিপত্তি সৃষ্টি হয়। তাই ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে খুশি করার জন্য একটার পর একটা আনন্দ উৎসব লেগেই থাকে। এর মধ্যে যোগ হয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ক উৎসবও। বর্ষবরণ ও বর্ষ বিদায়করণ, উৎসবগুলোর কোনটা ধর্মীয় আর কোনটা সংস্কৃতি নির্ভর, পার্থক্য করা কঠিন।

২০০৫ সালের নভেম্বর ১ম সপ্তাহে আমরা যখন নেপালে- তখন নেপালিরা দিওয়ালী জোয়ারে ভাসছিল। শুধু গাঁদা ফুল নয়- ফুলের সাথে মিলিয়ে গায়ে মেখেছে রঙ এবং পরেছে রঙিন কাপড়। হলুদ ও লাল কাপড়ে ছেয়ে গেছে দেশটা। রঙিন বস্ত্রবিহীন মহিলা খুঁজে বের করা দুষ্কর। সর্বাঙ্গে গাঁদা ফুলের মালা পেঁচিয়ে রঙিন বস্ত্র পরে শুধু হাঁটাহাঁটি করে না, নাচানাচিও করে। রঙিন বেশে দলবেঁধে ফুলের ডালা হাতে বাড়ি বাড়ি যায়, দোকান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে সামনে গিয়ে ঢোল-তবলা-খঞ্জনীর তালে তালে নাচতে থাকে। এক বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধা সবাই নাচে, যে যেভাবে পারে সে সেভাবেই নাচে। কারো কণ্ঠে থাকে গানের ছন্দ আর মুখে থাকে হাসির ঝিলিক। সব মিলিয়ে এ এক অপরূপ দৃশ্য।

আমাদের বাস কাঠমান্ডু ভ্যালীর উঁচু পাহাড়টা ছাড়তেই সামনে আসে একঝাঁক শিশু-কিশোর ও যুবক-যুবতী। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়। গাড়ির সামনে খেমটা নাচ শুরু করে। কিশোর ও যুবতী মেয়েরা টাইটফিট মোটা জিনসের প্যান্ট, ভারি সুতি গেঞ্জি পরে হাতের কনুই ওপরের দিকে বাঁকা করে নাচে। বাস থামিয়ে যখন নাচে তখন যাত্রীরা নিজেদের সামাল দিতে পারে না। সাথে সাথে হাততালি দিতে শুরু করে। সেসব দৃশ্য রক্তমাংসের চোখে দেখাদেখি না হলে জড়বস্তুর তৈরি কলম কালি দিয়ে লেখালেখি করে বিশ্বাস করানো যাবে না। ড্রাইভার সহাস্যে পকেট থেকে ১০ টাকার একটা নোট খেমটাদের একজনের হাতে দিতেই হুড়মুড় করে একপাশে সরে যায়। শুধু গাড়ির সামনে নয়, বাড়ি প্রতিষ্ঠানেও একই চিত্র। কিছু দূর যাওয়ার পর আরেক দল, আবার থামিয়ে দেয় গাড়ি। একইভাবে নাচানাচি দেখে ১০ টাকা গুনে গুনে ড্রাইভার মুক্তি লাভ করে। এক সময় ড্রাইভারের ভাংতি টাকা ফুরিয়ে যায়। আমার নিকট থেকে পঞ্চাশ টাকা ভাংতি নিয়ে আবার দিতে শুরু করে।



পোখারা বাজারে ফল কিনতে গিয়ে এক দোকানের সামনে যুবক-যুবতীদের নাচতে দেখে থমকে যাই। অপলক তাকিয়ে রই মায়া মায়া মুখের অবিন্যস্ত নাচের দিকে। ডিশ এন্টির কল্যাণে- বিশ্বের কোন দেশের নাচ দেখা বাকি নেই। লক্ষ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত নাচও দেখেছি, মনে রাখতে পারিনি। এক দিকে দেখি আরেক দিকে ভুলে যাই। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেদবিহীন নেপালি মেয়েদের অবিন্যস্ত নাচ মন ও চোখ থেকে কখনো হারিয়ে যাবে না। যে দিওয়ালী সারা নেপালকে দিওয়ানা করেছিল, সে দিওয়ালী সম্পর্কে জানার জন্য ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলাম। আমাদের গাইডসহ নানাজনের কাছে জিজ্ঞেস করে অপরিষ্কার উত্তর পাই। পরিচ্ছন্ন ধারণা না পেয়ে পত্রপত্রিকায় খোঁজ নিতে শুরু করি। সমসাময়িক সাপ্তাহিক Asan Bazar, Life; দৈনিক 'The Kathmandu Post', 'The Himalayan' ও 'The Rising Nepal' পত্রিকায় সাধ্যমতো খুঁজেও 'দিওয়ালী' শব্দটা বের করতে পারলাম না। লেকসাইড থেকে Experience Nepal নামক একটি বই কিনে Festival of Nepal থেকে বিশটারও বেশি ফেস্টিভালের নাম পরিচয় পেয়েছি সেখানেও দিওয়ালী নাম নেই। মাস ও উৎসব তালাশ করতে গিয়ে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে উধংধরহ ও এরযধৎ এ দু'টো ফেস্টিভালের নাম পাওয়া যায়। লেখা আছে, 'Tihar is a five day festival that takes place either in October or November. This is celebrated by lighting lamp in the evening to honor the Goddess Laxmi, the Goddess of wealth and good-Luck.'

Dasain উৎসব শুরু হয় অক্টোবর মাসের চাঁদ দেখা থেকে, চলে পূর্ণিমা পর্যন্ত। এটাই নেপালের সর্ববৃহত্তম উৎসব। ওদের শক্তিশালী দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে দসাইন পূজা করা হয়ে থাকে। সকল প্রকার অমঙ্গলনাশিনী দুর্গা তুষ্ট হলে অমঙ্গল নাশ হয়ে যায়। এ ফেস্টিভ্যালে পরিবার ও আত্মীয়স্বজন একত্রিত হয়। চাঁদের অষ্টম ও নবম দিনে দুর্গার উদ্দেশ্যে অনেকে জীবজন্তু উৎসর্গ করে। এর রক্ত যানবাহন ও যন্ত্রপাতিতে মাখা হয়। এতে সারা বছর ঠিকমতো চলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আদালত পনের দিন ও অন্যান্য সরকারি অফিসে ন'দিন সরকারি ছুটি থাকে। উৎসবের প্রথম দিনকে বলা হয় 'ঘটস্থাপনা' (Ghatasthapana), দুর্গাদেবীর উদ্দেশ্যে একটা পবিত্র ঘটি (Kalash) স্থাপন করা হয়। ১০ দিন পর ঘটি ওঠানো হয়। উৎসবের প্রথম ৯ দিন বিভিন্ন মন্দির ঘুরে ঘুরে দুর্গাদর্শন করে বেড়ায়।

হিন্দু লুনার ক্যালেন্ডারের পঞ্চম মাসের চাঁদের প্রথম দিবসে Fathers Festival পালন করা হয়ে থাকে। ওই দিন ছেলেমেয়েরা তাদের মৃত পিতাকে স্মরণ করে। গুর্খা এলাকায় ভগবতী নদীর পাড়ে মিলিত হয়ে মৃত পিতার আত্মার মুক্তি কামনাসহ মিষ্টি বিতরণ করে। শুধু মহিলাদের জন্যও পৃথক একটি উৎসব আছে। নাম 'তেজ' (Teej) তিন দিনের এ উৎসব চলাকালে সকল বিবাহিতা মহিলা হলুদ ও লাল কাপড় পরিধান করে। তারা শিবমন্দিরে গিয়ে স্বামীদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে। শেষ করে- বিগত জীবনে সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা চেয়ে পবিত্র জীবনের উদ্দেশ্যে নদীতে স্নান করে ওঠে।

জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয় বসন্তপঞ্চমী। এটা একটি রঙিন উৎসব। এ দিন ব্রহ্মা সরস্বতীদেবীকে তৈরি করেছেন। বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী দেবী। সরস্বতী দেবী তুষ্ট হলে বিদ্যার্জন সুগম হয়। ওই দিন অভিভাবকরা রঙ বেরঙের পোশাক পরিয়ে পরিয়ে তাদের ছেলেমেয়েসহ সরস্বতী মন্দির দর্শনে যান।

মধ্য সেপ্টেম্বরে পালন করা হয় ইন্দ্রযাত্রা। আকাশের দেবতা ইন্দ্র। তাকে খুশি রাখলে ঠিকমত মেঘ বৃষ্টিসহ সবুজ হয়ে উঠবে ফসলের মাঠ। সপ্তাহব্যাপী চলে এ উৎসব। আগস্টের পূর্ণিমা তিথিতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণের। এ উৎসব উপলক্ষে রঙিন ছবি ও চিত্রকর্মে পথঘাট ছেয়ে যায়। তখন কৃষ্ণমন্দিরে সমবেত হয় পূজারি ও কৃষ্ণভক্তরা। ভক্তরা একটা গাভী সুন্দর করে সাজিয়ে এর শিংয়ে রঙিন কাপড়-জড়িয়ে মহাসমারোহে শহর প্রদক্ষিণ করে। এ পূজার নাম 'গাইযাত্রা'।

বুদ্ধের জন্ম মাসে যে উৎসব হয় সে উৎসবের নাম গানলা (Gunla)। নেপালে মগা ক্যালেন্ডারের দশম মাসে এ উৎসব হয়। সমস্ত মাসই কাটে উৎসব ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। ওই সময় তারা শম্ভুনাথ আশ্রমে শামিল হয়।

আগস্ট পূর্ণিমায় অপর একটি উৎসবের নাম জেনাই পূর্ণিমা। সেদিন খুব সকালে নদীতে স্নান করে কুম্ভেশ্বর মন্দিরে প্রার্থনা করা হয়।

মে মাসের পূর্ণিমায় পালন করা হয় বুদ্ধযাত্রা। বৌদ্ধ ইতিহাসে ওই পূর্ণিমায় বৌদ্ধের জন্ম হয়েছিল এবং মৃত্যুও হয়েছিল একই পূর্ণিমায়। বৌদ্ধ পূর্ণিমা হিসেবে দিনটি বিশ্বখ্যাত।

উর্বরতা ও বৃষ্টির দেবতা মৎস্যেন্দ্রনাথ। সাদা ও লাল রঙের দু'টো মৎসেন্দ্রনাথ যার একটি কাঠমান্ডু এবং অপরটি পাট্টানে অবস্থিত। পাট্টানে প্রতি গ্রীষ্মকালে তিন মাসব্যাপী এর উৎসব হয়ে থাকে। মার্চ মাসের নতুন চন্দ্রদিন থেকে আট দিন পর্যন্ত কাঠমান্ডুতে মৎস্যেন্দ্রনাথের উৎসব হয়।

মে মাসের নতুন চন্দ্র দিবসে মাতৃদিবস পালন করা হয়ে থাকে। ওই দিন সব নেপালি উপহার সামগ্রীসহ মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করে। মার মৃত্যু হলে কাঠমান্ডু থেকে আট কিলোমিটার দূরে মাতাতীর্থ নামক স্থান পরিদর্শনসহ মায়ের উদ্দেশ্যে দান দক্ষিণা করে।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তাদের নববর্ষ। পরিবার পরিজনসহ বাড়িতে দিনটি উদযাপন করা হয়। কাঠমান্ডুর ভক্তপুরে ওই দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন হয়। সপ্তাহব্যাপী চলে এ উৎসব অনুষ্ঠান। ওই দিন রাস্তায় আল্পনা অঙ্কনসহ 'শুভ নববর্ষ' লিখে, স্বাগত জানানো হয় নতুন বছরকে।

ঘটিযাত্রা নামে একটি উৎসবে নেপালের রয়েল আর্মিরাও অংশ নিয়ে থাকে। রাজা ও রানী এ অনুষ্ঠানে সৈনিকদের অভিনন্দন করে থাকেন।

হোলি পূজার অপর নাম 'রঙের উৎসব'। সেদিন রঙিন পোশাক পরিধান করে রঙ পাউডার মাখামাখি ছিটাছিটি হয়। বড় গামলায় রঙ নেয়া হয়। গামলা থেকে ছোট পাত্রে করে রঙ নিয়ে একজন অপরজনের গায়ে ছিটিয়ে দেয়। রঙিন পানি ভর্তি বেলুনের ছড়াছড়ি থাকে।

ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয় বৃহত্তর উৎসব শিবরাত্রি। ভারতসহ পৃথিবীর নানা দেশ থেকে হাজার হাজার লোক এ সময় কাঠমান্ডু পশুপতি নাথের মন্দির দর্শন করতে আসে। তাদের বিশ্বাস, শিবরাত্রি থেকে শীতের বিদায় এবং গ্রীষ্মের শুরু হয়।

মাঘ সংক্রান্তিও হয়ে থাকে ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা দিনটিকে পালনার্থে পবিত্র নদী নারায়ণঘাট, দুলাল ঘাট এবং ফেরিঘাটে স্নান করে।

জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয় বসন্তপঞ্চমী। এটা একটি রঙিন উৎসব। এ দিন ব্রহ্মা সরস্বতীদেবীকে তৈরি করেছেন। বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী দেবী। সরস্বতী দেবী তুষ্ট হলে বিদ্যার্জন সুগম হয়। ওই দিন অভিভাবকরা রঙ বেরঙের পোশাক পরিয়ে পরিয়ে তাদের ছেলেমেয়েসহ সরস্বতী মন্দির দর্শনে যান।

এবার আসছি প্রবন্ধের শিরোনামে। এক বিত্তবান ব্যক্তির পাশের বাড়িতে বাস করত এক গরিব কামার। কামার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে। কামারের হ্যামারের ঘায়ের শব্দ সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে যায় বিত্তবানের কানে। দিনে শব্দ আর রাতে তার মতোই কামার, কুমার, কুলিকামীনদের গান বাজনা। প্রায় প্রতি রাতেই তবল-ডগি খঞ্জনী, দোতারা হার্মোনিয়াম নিয়ে গানবাজনা চলে। কামার পরিবারের কারণে মানসিক যন্ত্রণায় আছে বিত্তবান। অসহ্য হয়ে বিত্তবান পরামর্শ নেয় এক প্রবীণের। প্রবীণের পরামর্শ মতো কাজ করতেই বন্ধ হয়ে যায় হ্যামারের ঘায়ের শব্দ ও রাতের নাচ-গান।

এদিকে এক ভোরে ঘুম ভাঙতেই কামারের বউ দেখে লাল কাপড়ের পুঁটলি। খুলেই দেখে টাকা আর টাকা। ডেকে তোলে কামারকে। একসাথে এত টাকা জীবনেও দেখেনি তারা। নিরাপত্তাহীন কুঁড়েঘরে এই টাকা রাখবে কোথায়? চোর-ডাকাত টের পেলে আর রক্ষে থাকবে না। নিরাপদ স্থান খুঁজতে গিয়ে একবার কাঁথার তলে, একবার বালিশের ভেতর এবার চুলার নিচে। নাহ্ কোথাও নিরাপদ নয়। পরিশেষে ঘরের মেঝে মাটি খুঁড়ে উপরে মাটি চাপা দিয়ে সমান করে রাখে। তাতেও নিরাপদ বোধ না হওয়ায় বিছানা বিছিয়ে বিছানার উপরে ঠায় বসে রয় কামার দম্পতি। সারাদিন কাজ-কাম বন্ধ। রাতে আসে বন্ধু-বান্ধব। কামার দম্পতি নানা অজুহাত দিয়ে বিদায় করে দেয়। এই টাকা দিয়ে কী করবে? চিন্তায় চিন্তায় কাজ-কাম, পাক-শাকসহ বন্ধ আহার-নিদ্রাও। কামার পরিবারের সুখ-শান্তি শেষ। অসুস্থ হয়ে পড়েছে কামার পরিবার। বুঝতে পারে, 'কয়দিন আগেও কত আনন্দে ছিলাম আমরা- জীবন কত নির্ভয় ও সুন্দর ছিল। সব অশান্তির কারণ ঐ পুঁটলি।' এক সকালে ভয়ঙ্কর পুঁটলিটা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আগের আনন্দময় জীবনে ফিরে আসে। (সময়কাল ০২.১১.০৫ সাল)

লেখক: আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক

অস্ট্রেলিয়ার পথে প্রান্তরে

(শেষের পাতার পর)

সাংবাদিক হাবিব রহমানের ভ্রমণ কাহিনী 'অস্ট্রেলিয়ার পথে প্রান্তরে'। বইটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশে সৃজনশীল গ্রন্থের অন্যতম প্রকাশনা সংস্থা নালন্দা প্রকাশনী। উলেখ্য, আগামী ১৪-১৭ জুলাই নিউইয়র্কে চারদিনব্যাপী নিউইয়র্ক বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমানের ভ্রমণ বিষয়ক তৃতীয় বই 'অস্ট্রেলিয়ার পথে প্রান্তরে'। আলোচ্য বইটি তার অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের উপর ভিত্তি করে লেখা। ভ্রমণ সাহিত্য পাঠককে কল্পরাজ্যে নিয়ে যায়। এই রাজ্যের অধীশ্বর লেখক নিজে। তিনি যেভাবে চাইবেন, যেভাবে ছবি আঁকবেন পাঠক তাই দেখতে পাবেন। এজন্য লেখককে থাকতে হয় খুবই সচেতন। যেহেতু এই লেখা ভবিষ্যতে ইতিহাসের একটি দলিল হিসাবে বিবেচিত হবে সেজন্য থাকতে হয় বর্ণনায় স্বচ্ছতা আর দৃস্টি ভঙ্গির নিরপেক্ষতা।

'অস্ট্রেলিয়ার পথে প্রান্তরে' বইতে লেখক সে শর্ত পুরণ করেছেন যেজন্য বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে। ভ্রমণ সাহিত্যে ভাষার মারপ্যাঁচ বা শব্দ বিন্যাসের কারুকাজ ততটা আবশ্যিক নয়। ঘটনার বর্ণনাটাই এখানে মুখ্য। সহজ ভাষায় পাঠকের কাছে বোধগম্য করে তোলাও এক ধরনের মুন্সিয়ানার কাজ। হাবিব রহমান সেদিক থেকেও স্বার্থক। সাবলীল ভাষায় নিজের মত করে তিনি ঘটনার পারিপারশ্বিকতার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। যেকোন সাধারণ পাঠকও তাতে আকৃষ্ট হবেন।

উলেখ্য, এবছর ঢাকায় একুশের বই মেলা উপলক্ষ্যে 'ঘুরে দেখা ইউরোপ' এবং 'আফ্রিকার দেশে দেশে' নামে তাঁর লেখা আরো দুটি ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। 'ইউরোপের দেশে দেশে' বইটিতে ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ বেশ অনেকগুলি দেশে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সংকলিত হয়েছে যেগুলো ঐতিহাসিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক তথ্যে ভরপুর। যারা দেশ ভ্রমণে আগ্রহী তাদের ক্ষেত্রে বইটি চমৎকার গাইড বুক হিসাবে ভূমিকা রাখবে। মিশর ও মরক্কো সফরের ঘটনাবলি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তার ভ্রমণ বিষয়ক বই 'আফ্রিকার দেশে দেশে'। তাঁর এ লেখা কোনো তত্ত্বভারাক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণ নয়। এ লেখা সহজ সরল ভাষায় অন্তরঙ্গভাবে বলে যাওয়া তাঁর দেখা অভিজ্ঞতাগুলো। তার লেখায় ঐতিহাসিক সব স্থানের বর্ণনা আছে, আছে পিরামিড-স্ফিংস দেখার শিহরণ, আছে বিশ্বখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, আলেকজান্দ্রিয়ার কথা, মরক্কোর ক্যাসাবাংকা, তানজিয়ার ও জিব্রালটারের কথা। তবে সবচেয়ে উলেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এই বইয়ে তিনি লিখেছেন এ দুটি দেশের মানুষের কথা। এইসব মানুষের মধ্যে তিনি যেমন সততা দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন শঠতা। পাঠকরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পাবেন এই দুই দেশের সংস্কৃতিকে। আস্বাদ পাবেন দেশ দুটির নানা ধরনের খাদ্য সামগ্রীর।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সহ সভাপতি 'বিশ্ব পরিব্রাজক' হাবিব রহমানের ঘুরে বেড়ানোর নেশা সেই কিশোর বয়স থেকে। শোগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি যেমন একজন পরিব্রাজক তেমনী 'বাংলা ট্যুর' নামে একটি ট্যুর কোম্পনীর অপারেটর হিসাবে তিনি নিয়মিত পদচারণা করেন বিশ্বের পাঁচ মহাদেশের শতাধিক দেশে। এসব দেশ ঘুরতে গিয়ে তিনি দু'চোখে যা দেখেছেন মনের ক্যামেরায় বন্দী করে তা উপহার দিয়েছেন পাঠকের কাছে। তাঁর ভ্রমণ বিষয়ক তিনটি বই-ই পাওয়া যাবে নিউইয়র্ক বই মেলায় মুক্তধারা এবং নালন্দার বুক স্টলে।



নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা নিয়ে কিছু কথা

॥ হুমায়ূন কবীর ঢালী ॥



বাংলাভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টিকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩২তম 'নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা ২০২৩'। এবারের আসরটিও বসবে নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে। ২০২২ সাল থেকে নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলার জন্য এই স্থানটি বেছে নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৪ জুলাই মেলা শুরু হয়ে চলবে ১৭ জুলাই পর্যন্ত। আয়োজক সূত্রে জানা গেছে এ বছর রেকর্ড সংখ্যক প্রকাশক- লেখক-পাঠক অংশ গ্রহণ করবেন।

উপরের প্যারাটি দিয়েই ৩২তম নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা ২০২৩ সম্পর্কিত সংবাদটি শেষ করে দেওয়া যায়। কিন্তু শেষ বললেই কি শেষ হয়? হয় না, সব সময় শেষ করাও যায় না। যেহেতু নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা ২০২৩ নিয়ে দু'কলম লিখতে হবে, তাহলে কিছুতো বলতেই হয়। না বললে যে পেটের ভাত হজম হবে না। সব কিছুরই তো প্রকাশ্য এবং গোপন থাকে। খবরের পেছনে খবর থাকে। সেসব খবর আমরা কতটাই বা জানি।

একটি আয়োজনের পেছনে থাকে অনেক আয়োজন। অনেক শ্রম। দৌড়ঝাঁপ। এরপরও আয়োজন শেষে আমরা ভালোটা রেখে ভুলটা নিয়েই বেশি আলোচনা এবং সমালোচনা করি। প্রসঙ্গত বলা যায়- একটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে দীর্ঘ সময় পরিকল্পনা, অর্থ, শুটিং, একশন-কাট-ডাবিং-এডিটিং শেষে চূড়ান্ত ভাবে সিনেমা হলের পর্দায় দুই-আড়াই ঘন্টা বসে চলচ্চিত্রটি দেখে বেড়িয়ে এসেই ভুল ধরতে শুরু করি। (আমি বলছি না, ভুল ধরা বা সমালোচনা করা যাবে না, একটি আয়োজনকে বোঝানোর জন্য বলামাত্র)। সেক্ষেত্রে টাইটানিক, ব্রেভহার্ট, বাহুবলির মতো বিগ বাজেটের ছবি হোক কিংবা কম বাজেটের ছবিই হোক।

তদ্রুপ দেশের বাইরে বত্রিশ বছর ধরে একটি বইমেলা বিরতিহীন আয়োজন করে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কত রকমের প্রতিবন্ধকতা থাকে এসব আয়োজনে। নিজ দেশে আয়োজন করা যত সহজ, বিদেশের মাটিতে, (ভিনদেশী কৃষ্টি-ঐতিহ্য, ভাষার গহ্বরে বাস করে) যেখানে নিয়মের বাইরে চাইলেই কিছু করার সুযোগ নেই, সেখানে সফলভাবে বইমেলা করা কতটা দুরূহ, সচেতন মানুষ হলে অনুধাবন করতে পারবেন। এরপরও মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ৩২ বছর ধরে বইমেলার আয়োজন করে আসছে এবং সফলভাবে আয়োজন শেষ করছে। এর মূল কারণ, প্রবাসের দেশপ্রেমী কতিপয় মেধাবী মানুষ, একটি টিমওয়ার্ক কাজ করছে নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলাকে সফল করার জন্য।

তবে নিউ ইয়র্ক বইমেলার প্রসঙ্গ এলে একজন বিশ্বজিত সাহার নাম সর্বপ্রথম অবলীলায় চলে আসে। যিনি ৩২ বছর আগে এই মেলাটি শুরু করেছিলেন। তখন আমেরিকায় বাঙালির সংখ্যা কতইবা হবে? সেই অল্প সংখ্যক বাঙালিদের নিয়েই যাত্রা শুরু হয়েছিলো আজকের বৃহৎ বইমেলার।

এ অবস্থায় নব্বই দশকে নিউ ইয়র্কে একটি বইমেলার চিন্তা করা মানে কতটা সাহস, দূরদর্শী, বইপ্রেমী, মাতৃভাষার প্রতি টান থাকতে হয় তাঁকে!

নানা তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা, বদনাম-সুনাম নিয়ে নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা এক এক করে ৩২তম বইমেলা পালন করছে এ বছর। স্যালুট বিশ্বজিত সাহা ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সকল দেশপ্রেমিক বাঙালি তথা বাংলাদেশের বন্ধুদের। বিশ্বজিত সাহা পেরেছেন এবং এই পারাটাকে একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে বেছে বেছে সমমনাদের এক ছাতার নিচে সামিল করেছেন। ক'দিন আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দিপু মনি বিশ্বজিত সাহাদের সম্পর্কে বলতে শুনেছি, "বিশ্বজিত সাহা অনেক কিছু করেছেন। তার মধ্যে থেকে কয়েকটির কথা যদি বলি, প্রবাসে বাংলা ভাষার চর্চা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি চুপচাপ কাজ করে সবাইকে সংযুক্ত করেছেন। মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বিশ্বজিত সাহা একে অপরের পরিপূরক। একুশের আন্তর্জাতিকীকরণের স্বীকৃতিতে ২০২০ সালে বিশ্বজিত সাহার আবেদনে নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেটে জেসিকা রামোসের মাধ্যমে উত্থাপিত একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে রেজুলেশন পাস করা হয়। কী করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার মানুষগুলোকে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছেন। সেটা নিশ্চয়ই খুব সহজ কাজ ছিলো না। তিনি এই অসাধ্যকে সাধ্য করেছেন।"

একটুও বাড়তি বলেননি শিক্ষামন্ত্রী। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এই যে প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাকে বুকে গেঁথে রেখেছেন বিশ্বজিত, এটার জেনেটিক যোগসূত্র কি তাঁর স্বজন চিত্তরঞ্জন সাহা? যিনি, অর্থাৎ মুক্তধারা প্রকাশনীর কর্ণধার চিত্তরঞ্জন সাহা ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি চত্বরে ছোট পরিসরে চট বিছিয়ে বই বিক্রির আয়োজনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। যার পথ বেয়ে আজকের মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা। পুরো বাংলা একাডেমি ছাপিয়ে যেই বইমেলার পরিধি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ছড়িয়ে পড়েছে।

আমরা বিশ্বের অনেক বড়বড় বইমেলার কথা জানি। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও পুরোনো বইমেলা হিসেবে পরিচিত। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত হয়। যে বইমেলার ইতিহাস প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো।

এরপর বলতে পারি যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বইমেলার নাম। বুক এক্সপো, আমেরিকা। নিউ ইয়র্ক সিটিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়। মে মাসের শেষের দিকে অথবা জুনের শুরুতে চার দিন ধরে এই বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য প্রকাশক এবং বিদেশ থেকে অনেকেই এই মেলায় তাদের প্রকাশিতব্য বইয়ের প্রচার, বর্তমান বই ও বইয়ের স্বত্ব কেনবেচা করতে আসেন।

১৯৮৬ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বেইজিং ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার। এটি এশিয়ার সবচেয়ে বড় বইমেলা। বেইজিং বইমেলায় প্রতি বছর ১০০টিরও বেশি দেশ থেকে আড়াই হাজারের বেশি বই প্রদর্শক অংশ নিয়ে থাকেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহতে আয়োজিত হয় শারজাহ আন্তর্জাতিক বইমেলা। আরব বিশ্বের বৃহত্তম বইমেলাগুলোর মধ্যে এটি একটি।

আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলা ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কলকাতায় আয়োজিত একটি বইমেলা। এই মেলাটি কলকাতা বইমেলা নামেই বেশি পরিচিত। ১৯৭৬ সালে শুরু হওয়া এই মেলা ১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক বইমেলার স্বীকৃতি অর্জন করে। বর্তমানে জানুয়ারি মাসের শেষ বুধবার ১২ দিনব্যাপী এই বইমেলার উদ্বোধন হয়। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য বইমেলার মধ্যে রয়েছে, বিশ্বের সেরা বইমেলা : গুয়াদালা জারা আন্তর্জাতিক বইমেলা, লন্ডন বইমেলা, নয়া দিল্লি বিশ্ব বইমেলা, হংকং বইমেলা।

এসব আন্তর্জাতিক বইমেলায় দু'একটিতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার। নিঃসন্দেহে উল্লেখিত এসব বইমেলার পরিসর, ব্যপ্তি, আয়োজন ব্যাপক। কিন্তু নিজস্ব কৃষ্টি-ঐতিহ্য, সতীর্থ ভাষার সাহিত্য সারথি, সাধারণ পাঠক, বন্ধু-পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ ও আড্ডার দিক বিবেচনায় আমাদের অমর একুশে বইমেলা, কলকাতা বইমেলা ও নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা সবার আগে রাখব। বইমেলা হচ্ছে বইপ্রেমীদের জন্য স্বর্গস্বরূপ! এসব মেলায় গেলে সেই স্বর্গশোভা ও সুগন্ধ খুঁজে পাই।

সংগত কারণেই নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা আমার প্রাণের মেলা। যে বইমেলায় গেলে আমার অস্তিত্ব ও নিজস্বতা খুঁজে পাই। সুদূর আমেরিকায় গিয়েও মনে করতে পারি আমি আছি বাংলাদেশেই। আছি বাংলা ভাষায়। তার মানে যতদূর বাংলা ভাষা, ততদূর বাংলাদেশ।

অর্থাৎ, যতদূরেই থাকুক মুক্তধারা ফাউন্ডেশন, সেখানেই বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ আছে।

লেখক পরিচিতিঃ

হুমায়ূন কবীর ঢালী ঃ শিশু সাহিত্যিক এবং প্রকাশক, বাংলাদেশ।

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ

॥ শামসাদ হুসাম ॥



সাতানব্বই সালে যখন দেশ ছেড়ে প্রথম নিউ ইয়র্ক নগরীতে পা রাখলাম তখন স্থায়ীভাবে এখানেই থাকবো এমন চিন্তা মাথায় ছিল না। গ্রিন কার্ডটা হাতে পেলেই দেশে ফেরৎ যাব এমন এক ভাবনা মাথায় নিয়ে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকায় যোগ দিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে লক্ষ্য করলাম, যতক্ষণ পত্রিকা অফিসে থাকি ততক্ষণ অদ্ভুত এক ভালো লাগা বোধ কাজ করে। কিন্তু ঘরে ফিরলেই সব কিছু বিষাদ লাগে। ঘরটা অবশ্য নিজের ছিলো না। যেহেতু কিছু দিনের জন্য অভিবাসী জীবন তাই ছোট বোনের সাথেই থাকতাম। সেই সময়ের অনুভূতিটা ছিলো অন্য রকমের। কেবলই মনে হতো, এদেশ আমার নয়, এ বাতাস আমার নয়।

আমাকে আমার দেশে যে কোনো মূল্যে ফেরত যেতে হবে। আজকের মতো নিউ ইয়র্কে এত বাঙালির দেখা মিলতো না। বাংলা পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও ছিলো হাতে গুণ। এমন এক মানসিক পরিস্থিতির এক পর্যায়ে মুক্তধারার সাথে পরিচয় ঘটল। বই পাগল মানুষ বিশ্বজিত সাহার সঙ্গে পরিচয় ঘটল সেই সময়। অবশ্য পত্রিকার সৌজন্যেই ঘটল এই সব ঘটনা। যেন এক মুঠো বিশুদ্ধ বাতাস বুকের ভিতর তোলপাড় করছে। আমি আমার স্বপ্ন পূরণের দরজার প্রান্তে এসে দাঁড়াতে পেরেছি। এই বোধ নিয়ে মুক্তধারার সেই অপরিসর ঘরে যখন তখন উপস্থিত হয়ে বইপত্র, ম্যাগাজিন ছাড়াও নাটকের ক্যাসেট বাসায় নিয়ে যেতাম। তখন টিভির স্থানীয় একটা চ্যানেল ছাড়া বাংলায় কিছু দেখার সুযোগ ছিল না। সেই সাতানব্বই সালে বোস্টনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তৃতীয় বাংলা কবিতা সম্মেলন, বাংলা পত্রিকার সৌজন্যে সেই অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ গঠল। সেই অনুষ্ঠানে গিয়ে বাংলা কবিতার বিরল প্রজ কবি শহীদ কাদরীর সাথে পরিচয়। আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রচুর কবি সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেই দিন। আর শহীদ কাদরীর পায়ের কাছে বসে আমরা দিনভর কবিতা পড়লাম। শহীদ কাদরী তখন নিউ ইয়র্কের বাইরে থাকতেন। এরপর নিউ ইয়র্কের বইমেলায় কতবার শহীদ কাদরীর সাথে দেখা হয়েছে। হুইল চেয়ারে করে তিনি বইমেলায় উপস্থিত হতেন। কিন্তু তাঁকে প্রথম দেখার সেই স্মৃতিটি এখনো চোখে ভাসে।

নিউ ইয়র্কের বইমেলা নিয়ে আমাদের উচ্ছাসের সীমা নেই। আমাদের দেশে ও প্রতিবছর বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নিউ ইয়র্কের বইমেলার আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য হলো তার আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার প্রয়াস। দেশ থেকে, ছাড়াও ভারত থেকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়াও কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং লন্ডনসহ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রানত থেকে সাহিত্য মোধী মানুষের কলকাকলীতে উচ্ছল হয়ে উঠে নিউ ইয়র্কের আকাশ বাতাস। দেশে থাকতে যেসকল লেখকের লেখা পড়তাম ছাপার কাগজে সেই সকল সাহিত্যিকের দেখা মিলে নিউ ইয়র্কের বইমেলায় একি কম বড় পাওয়া? একসময় বাম রাজনীতি করতাম বলে সমরেশ মজুমদারের সাহিত্য কর্মকে আগলে রাখতাম অনেকটা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার মতো করে। সেই প্রিয় লেখককেও দেখলাম নিউ ইয়র্কের বইমেলায়। বাংলা সাহিত্যের আর এক প্রবাদ পুরুষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যার জন্ম হয়েছিলো অবিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় শহর ফরিদপুর জেলার মহকুমা শহর মাদারীপুরের অখ্যাত এক গ্রাম মাইজপাড়ায়। দেশ ভাগের সাথে সাথে তার পরিবার মাতৃ ভূমি ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সারা লেখক জীবন আবর্তিত হয়েছে দেশত্যাগী এক মানুষের আর্তহাহাকার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। তার সু-বিশাল উপন্যাস্ত্ত পূর্ব পশ্চিম, কিংবা অর্ধেক জীবন্ত।

আমার অন্তরাত্মায় তখন সেই একই আকুতি 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মাতৃভূমি বিদেশ হয়ে গেছে।' আমরা সুনীল কে দেখলাম, সমরেশ মজুমদারকে দেখলাম। একই সাথে শহীদ কাদরীসহ সেলিনা হোসেনকে দেখার আনন্দটুকু বুকের ভেতর লালন করতে করতে পরের বছরের বইমেলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে করতে গুনগুন করে নিজের অলক্ষ্যেই গাইলাম 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'। নিউ ইয়র্ক বইমেলার সেইসব স্মৃতি কি কখনো ভোলা যায়?

লেখক পরিচিতিঃ শামসাদ হুসাম ঃ গদ্যলেখক, কলামিষ্ট, নিউ ইয়র্ক।

৩২তম নিউ ইয়র্ক বইমেলা ও একটি আলোকিত প্রত্যাশা!

॥ শিব্বীর আহমেদ ॥



মুক্তধারা ফাউন্ডেশন নিউ ইয়র্ক আয়োজিত নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলার সাথে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। যতদূর মনে করতে পারছি, সর্ম্পকটা সম্ভবত: ৯৬ সাল থেকেই। একটি সময় নিউ ইয়র্ক বইমেলার মূল আকর্ষণ ছিলেন প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। নিউ ইয়র্ক বইমেলায় হুমায়ূন আহমেদের আগমন এবং অংশগ্রহণকে ঘিরেই সম্ভবত নিউ ইয়র্কে মুক্তধারা আয়োজিত নিউ ইয়র্ক বইমেলার সাথে সর্ম্পকটা আরও গভীরতর হয়। আশির দশকে ওপার বাংলার লেখকদের বই পড়ার পাশাপাশি দেশীয় দস্যু বনহুর, মাসুদ রানা, কুয়াশা নিয়মিত পড়া হতো। পড়া হতো ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প, কবিতা, উপন্যাসগুলো। এ সময় বাংলাদেশের লেখকদের মধ্য জনপ্রিয়তার তুঙ্গে চলে আসেন কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর লেখা বই পড়েনি এমন তরুণ তৎকালীন সময়ে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। পাশাপাশি ইমদাদুল হক মিলনের বই ছিলো তরুণ প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

ছোটবেলায় যারা ছিলো স্বপ্নের মানুষ সেই স্বপ্নের মানুষগুলোর সাথে যখন নিউ ইয়র্ক বইমেলায় প্রতিবছর দেখা হত আনন্দে বুকটা ভরে উঠত। হুমায়ূন আহমেদ সহ জনপ্রিয় লেখকদের সাথে বইমেলায় বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করা, সাক্ষাতকার গ্রহন করা, ছবি তোলা ইত্যাদি অনেক স্মরণীয় ঘটনার মধ্য দিয়েই নিউ ইয়র্ক বইমেলার সাথে সম্পর্কটা অনেক গভীরে পৌছে গেছে। বিশেষ করে মুক্তধারার কর্ণধার বিশ্বজিত বাবুর বইয়ের প্রতি ভালোবাসা লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধা রীতিমত মুগ্ধ করেছিলো।

তখনও আমি লেখক হয়ে উঠিনি। সাংবাদিকতার পাশাপাশি লেখালেখি করবার চেষ্টা করছি। নিজের প্রতিষ্ঠিত একটি অনলাইন পত্রিকা ছিলো খবর.কম। সেই সময়ে খবর.কম খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। বইমেলার খবর সবার আগে খবর.কম এ প্রচার করবার একটা তাগিদে ল্যাপটপ হাতে নিয়ে বইমেলায় হাজির থাকতাম প্রতি বছরই। এই বইমেলায় হুমায়ূন আহমেদ, কবি নির্মলেন্দু গুণ, কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, আনিসুল হক, সবার প্রিয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার, ড. মুহাম্মদ সামাদ, সেলিনা হোসেন, সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার, কবি নুরুল হুদা, ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন, আমিরুল ইসলাম, গবেষক আহেমদ মাযহার, ওপার বাংলার সমরেশ মজুমদার থেকে শুরু করে দুই বাংলার জনপ্রিয় শিল্পী সাহিত্যিক কবি বুদ্ধিজীবী সবাই কোনো না কোনো বছর নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেনই। এছাড়াও প্রতি বছরই বইমেলায় দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা সংস্থাগুলো তাদের প্রকাশিত বইয়ের স্টল নিয়ে প্রতি বছরই এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করেন।

৯০-এর দশকে মুক্তধারা নিউ ইয়র্কের কর্ণধার বিশ্বজিত বাবুর শুরু করা সেই বইমেলা ২০২৩ সালে ৩২ বছরে পা দিয়েছে। একজন বই পাগল মানুষ আর লেখক কবি সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় আজ বইমেলা পরিণত হয়েছে আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসবে। প্রবাসের মাটিতে তৈরি করেছে অনেক কবি সাহিত্যিক। তৈরি করেছে দেশের লেখকদের সাথে প্রবাসীদের সেতু বন্ধন। এই বইমেলার কারণেই নিউ ইয়র্ক হয়ে উঠেছে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে তৃতীয় এক বাংলা। যেখানে বিশ্বের সকল প্রান্তের বাংলা ভাষার লেখকরা জড়ো হয়ে একে অন্যের সাথে সেতুবন্ধন গড়ে তোলেন।

বইমেলার ৩২ বছরের এই দীর্ঘ পথ চলায় প্রায় ছাব্বিশ বছরই উপস্থিত ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে আমার। এই ছাব্বিশ বছরই মেলায় বাংলাদেশ এবং কলকাতার জনপ্রিয় লেখকদের সাথে পরিচয় হয়েছে। তৈরি হয়েছে সেতুবন্ধন। বিশ্বজিত বাবুর আমন্ত্রণে এবং বাংলা সাহিত্য বাংলা বইয়ের টানে শত ব্যস্ততার মাঝেও এই মেলায় অংশগ্রণ করেছি। বাংলা সাহিত্য চর্চায় সান্নিধ্য ও উৎসাহ পেয়েছি দেশবরেণ্য কবি নির্মলেন্দু গুণ, শিক্ষক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, কবি মুহাম্মদ সামাদ, সাহিত্যিক আনিসুল হক, ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন, শিশুসাহিত্যিক আমিরুল ইসলাম, হুমায়ূন কবির ঢালী, প্রকাশক মনিরুল হকসহ আরও অনেকের কাছ থেকে। এই বরেণ্য ব্যক্তিদের সান্নিধ্য আর উৎসাহে একজন প্রকৃত ভালো মানুষ হওয়ার নিরন্তর সংগ্রামে লীপ্ত হওয়ার প্রেরণা পেয়েছি।

ধীরে ধীরে সবকিছু চলে যাচ্ছে নষ্টদের দখলে। নষ্ট মানুষেরা দখল নিচ্ছে সমাজ সবকিছু। গুণী মানুষেরা পিছনে চলে যাচ্ছে ক্রমাগত ভাবে। এভাবেই একদিন হয়তো সবকিছুই চলে যাবে নষ্ট মানুষদের হাতে। নিউ ইয়র্কের মুক্তধারা আয়োজিত বইমেলা শিক্ষার বাতিঘর হিসেবে সমাজে রাষ্ট্রে আলো ছড়িয়ে দিয়ে ভালো মানুষ তৈরিতে নিরন্তর প্রেরণা যোগাবে। আলোকিত মানুষ তৈরি করে দেশ ও সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে, ভালো মানুষদের সামনে এগিয়ে নিয়ে আসায় নিরন্তর সাহস যোগাবে এই প্রত্যাশা করি।

লেখক পরিচিতিঃ শিব্বীর আহমেদ ঃ ঔপন্যাসিক, গদ্যলেখক।

স্মৃতির মণিকোঠায়

॥ জাকিয়া ফাহিম অনু ॥

আমাদের নিউ ইয়র্কে প্রাণের বাংলা বইমেলার বয়স তিন দশকেরও বেশি হয়ে আরও কয়েক বছরে গিয়ে ঠেকেছে। যেহেতু বইমেলার সাথে আমি প্রায় আগাগোড়া জড়িত ছিলাম তাই আমার ঝুলিতে বেশ কিছু ঘটনা এখনো জ্বল জ্বল করছে।

কোনো ঘটনা রেখে কোনো ঘটনা বলবো? সেটা ভেবেই আমি দিশাহারা। তবুও লিখতে হয় বলেই আমার এই লেখা। আজকের এই বইমেলা নিয়ে অনেক অপপ্রচার হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহতি রয়েছে। তারপরও মেলা থেমে থাকেনি, শত্রুর মুখে চুনকালি দিয়ে আপন মহিমায় দুর্বার গতিতে বইমেলা এগিয়ে গিয়েছে। যেহেতু এই মেলা একটি 'টিম ওয়ার্ক' ছিলো তাই কোনো বাধাই বাধা মানেনি। তবে এ কথা আমাদের সবার মাথায় রেখে বলতেই হবে আমাদের দাদা বিশ্বজিত সাহা'র অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে দর্শক শ্রোতা এবং আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতায় সেটি পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

শুরু থেকেই এই বইমেলাকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, নিন্দা ও শত্রুতা করা হয়েছে, তারপরও নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে বইমেলার মিছিলো বাধা-বন্ধনহীনভাবে মার্চপাস্ট করে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আমাদের মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এই স্বার্থক বইমেলায় পৃথিবীর বাঙালিদের একত্রিত করেছে। অনেক নামিদামি সাহিত্যিক, লেখক, কবি, শিল্পীরা এই মেলায় এসেছেন, মূল্যবান কথা এবং শিল্পীরা সংগীত শুনিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। এই মুহূর্তে আমার বইমেলার একটি স্মৃতি মনে পড়ছে-

একবার বইমেলায় অতিথি হয়ে এলেন লেখক অধ্যাপক তপন রায় চৌধুরী। উনার আদি বাড়ি বাংলাদেশের বরিশালে। তিনি যখন জানলেন আমার বাড়িও বরিশাল তখন একান্ত আপন (অবশ্য মেলার সবাইকে আপন ভাবতেন বলেই এই মেলায় উনার আসা) ভেবে উনার কাছাকাছি রাখতেন। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে বরিশাল সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে চাইতেন। কথা প্রসঙ্গে জানালেন তিনি একবার বরিশাল এসেছিলেন কিন্তু তেমন ঘোরাঘুরি করতে পারেননি বলে এখন তার আফসোস হয়। যদিও তিনি বিবির পুস্কিরিনি, জগদিস সিনেমা হলো (যা এখন আর নাই), ঘর ভরণ মিষ্টান্ন ভান্ডার, লঞ্চ ঘাট দেখেছেন আর দেখেছেন কীর্তন খোলা নদীর ঢেউ খেলানো পানিতে ভাসমান নৌকার অপরূপ সৌন্দর্য।

সেই মেলার দ্বিতীয় দিনের সকালে একটা অনুষ্ঠানের পর আমরা ওখানকার এক খাবার স্টলে বিরিয়ানী খাওয়ার সময় তিনি হাসতে হাসতে বললেন, এ কথা মানতেই হবে এই বাংলার মাংসের যে কোনো ভাবেই রান্না হোক না কেন তা খেতে খুব ভালোলাগে, আমাদের ওখানেও যে এসব রান্না হয় না, তা কিন্তু নয় তবে এত মজাদার নয়।

খাবার পর অনুষ্ঠান স্থলে তিনি বললেন, আমার খুব বাংলাদেশে যাবার শখ হয়, আমি উনাকে জানালাম চলে আসেন বেড়াতে, আমি বরিশালসহ আমাদের দেশের দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখাবো। তিনি মাথা ঝাকিয়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, তুমিতো জানো আমি এখন লন্ডন থাকি তাই সময় করে বেড়াতে যাবো। তখন তোমাকে জানাবো।

সেই ছিলো বিখ্যাত লেখক তপন রায় চৌধুরীর সঙ্গে বইমেলায় আমার শেষ দেখা। তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনো দিন দেখা হবে না। কিন্তু এই অসাধারণ স্মৃতিটি মনের পর্দায় আজীবন জ্বলজ্বল করে জ্বলবে। নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলা এলেই তাঁকে আমার খুব মনে পড়ে। এক অসাধারণ মানবিক মানুষ তপন রায় চৌধুরী।

লেখক পরিচিতিঃ জাকিয়া ফাহিম অনু ঃ সমাজকর্মী, সংগঠক, নিউ ইয়র্ক।

চিত্রে মেরি জোবাইদার সাথে কমিউনিটির মতবিনিময়







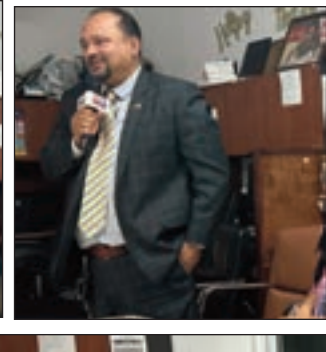














চিত্রে মেরি জোবাইদার সাথে কমিউনিটির মতবিনিময়

























অদ্ভুত সেপারেশন: এক ঘরে আলাদা থাকছেন ব্লাজিও-শারলেন

(প্রথম পাতার পর)

বিষয়টি নিউ ইয়র্ক টাইমসকে জানান। তারা বলেছেন, বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। তবে ২৯ বছরের বিবাহিত জীবনের পর এবার তারা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ম্যাকক্রে তার সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আপনিত কপট হতে পারবেন না!চ আর বাজিও বলেন, 'বিষয়গুলো কাজ না করলে আপনি বুঝতে পারবেন এবং এভাবে বেঁচে থাকা যায় না।চ এখন কিছু দিনের জন্য এই দম্পতি একই বাড়িতে থাকবনে। এখানেই তাদের দুই সন্তান বড় হয়েছে। বাজিও বলেন, একটি কথাই আমি সকলকে জানাতে চাই, এখন আর আমাদের পরস্পর পরস্পরকের অধিকারে রাখার দরকার নেই। টাইমসে প্রকাশিত খবরটি সাবেক মেয়র তার টুইটারে শেয়ার করেছেন। তবে তিনি এও লিখেছেন, বিষয়গুলো পাল্টেও যেতে পারে, কারণ এটি একটি প্রেমের গল্প।

স্বাধীনতা দিবসের রাতে গুলিতে নিহত ২

(প্রথম পাতার পর)

ঘটেছে নগরীতে। ম্যানহাটন, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসে এসব ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে প্রথম সহিংস ঘটনা ঘটে রাত ১ টা ৪৫ মিনিটে ইনউডে। ভারমিলিয়া এভিনিউতে গুলিতে আহত হন ৩০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি। ইএসএসুর সদস্যরা তাকে দ্রুত হারলেমে এনওয়াইসি হেলথ+হসপিটালে নিয়ে যান। তবে তাকে বাঁচানো যায়নি। রাত ২টা ২০ মিনিটে ফোরডাম হাইটসের মরিস এভিনিউতে গুলিতে নিহত হন ১৮ বছর বয়সী তরুণ। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে সেন্ট বারনাবাস হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। একই গুলির ঘটনায় ১৯ বছর বয়সী আরেক তরুণ আহত হন। তাকেও সেন্ট বারনাবাস হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। এনওয়াইপিডি বলেছে, ঘটনাস্থল থেকে তারা একটি অস্ত্র উদ্ধার করেছে এবং দুজনকে আটক করে কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছে। আটককৃতদের পরিচয় জানানো হয়নি। রাত ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে ব্রঙ্কসের থ্রগস নেক সেকশনে শ্যালে এভিনিউতে ৩৪ বছর বয়সী এক ব্যক্তি গুলিতে আহত হন। ব্রঙ্কসের ওয়েস্টচেস্টার স্কয়ারে রাত ১টার দিকে অপর গুলির ঘটনা ঘটে। এতে আহত হন অপর এক ব্যক্তি তাকে এনওয়াইসি হেলথ+হসপিটাল/জ্যাকোবিতে ভর্তি করা হয়েছে। রাত ১টা ৩০ মিনিটে ব্রঙ্কসের থ্রগস নেকের ডিওয়ে এভিনিউতে আরেকটি গুলির ঘটনায় আহত হন ৩৬ বছর বয়সী আরেকজন ব্যক্তি। এছাড়া রাত ১টা ৩০ মিনিটে এনওয়াইসি হেলথ+হসপিটাল/লিঙ্কনে ২৯ বছর বয়সী এক ব্যক্তি গুলির জখন নিয়ে নিজেই হাসপাতালে আসেন। ব্রুকলিকর ব্রাউনভিলে এক নারী গুলিবিদ্ধ হন রাত পৌনে ২টার দিকে। তাকে ব্রুকডেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তার পরিস্থিতি আশঙ্কামুক্ত বলে জানায় পুলি। এছাড়া ২১ বছর বয়স আরেক ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নেওয়া হন ব্রঙ্কস কেয়ার হাসপাতালে। আর রাত ২ টা ২০ মিনিটে ব্রাউন্সভিলের চেস্টারস্ট্রিটে ২০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি পায়ে গুলিবিদ্ধ হলে তাকে ব্রুকডেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। তার অবস্থাও আশঙ্কামুক্ত।

নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং কর্তৃপক্ষ পেলো নতুন

(প্রথম পাতার পর)

রাস সিইও পদ থেকে সরে দাঁড়ালে লিসা তার দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এছাড়া এনওয়াইসিএইচএ'র বোর্ড চেয়ার হিসেবে নাম ঘোষণা করা হলো সিটির সাবেক কর্মকর্তা জেমি রুবিনের নাম। এই পদটিতে গ্রেস রাস দায়িত্ব পালন করছিলেন গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অ্যাডামস তার ঘোষণায় বলেন, আমরা গোড়া থেকেই বলে আসছি এনওয়াইসিএইচএ'র বাসিন্দারা প্রত্যেকটি নিউইয়র্কারের মতোই মানসম্মত জীবনের অধিকার রাখেন। এবং নতুন এই প্রশাসন সেই মানসম্মত জীবনই নিশ্চিত করতে পারবেরন তাদের জন্য। লিসা বোভা এরই মধ্যে প্রমান করেছেন তিনি সিটির মধ্যে একটি আলাসা সিটি পরিচালনায় দক্ষ। আর জেমি রুবিন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দক্ষতার ওপর ভর করে এনওয়াইসিএইএ-কে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারবন, বলেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। রুমিন বর্তমানে অ্যালাইন ক্লাইমেট ক্যাপিটালের চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সরকারের বিভিন্ন পদে ও অলাভজনক প্রাইভেট সেক্টরে তার রয়েছে তিন দশকের অভিজ্ঞতা। এর আগে তিনি নিউ ইয়র্ক গর্ভনর অফিসে স্টর্ম রিকভারি অফিসের নেতৃত্ব দিয়েছেন, নিউইয়র্ক স্টেট হোমস অ্যান্ড কমিউনিটি রিনিউয়ালের কমিশনার ছিলেন এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার হারিকেন স্যান্ডি রিকভারি অ্যান্ড রিবিল্ডিং টাস্কফোর্সের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বোভা-হিয়াট এনওয়াইসিএইচএ'র প্রতিদিনকার কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেবেন, আর রুবিন দেখবেন এনওয়াইসিএইচএ'র সাত-সদস্যের বোর্ডের কার্যক্রম। এই বোর্ডের পরামর্শ ও ভোটেই এনওয়াইসিএইচএ'র চুক্তি, বিধি-বিধান ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সমূহ নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার অ্যাডাম এনওয়াইসিএইচএ'র বোর্ডেন নতুন দুই সদস্যকেও নিয়োগ দেন। এরা হচ্ছেন ফার্স্ট ডেপুটি মেয়র শিনা রাইট ও অপরজন অর্থ বিষয়ক পেশাদার গ্রেগ বেলিনফান্তি। এদিকে পাবলিক হাউজিং প্রিভেনশন ট্রাস্ট এর শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন পামেলা ক্যাম্পবেল।

###

৯ মিলিমিটার পিস্তলসহ আটক, ব্রুকলিন ও

(প্রথম পাতার পর)

অপর স্থানে গিয়ে একের পর এক বন্দুক হামলাগুলো চালায়। এনওয়াইপিডির সহকারী প্রধান জোসেফ কেনি জানান, প্রথম গুলির ঘটনাটি ঘটে সকাল ১১ টা ১০ মিনিটে। ব্রুকলিনের ৭৫ প্রিসিঙ্কটে অ্যাশফোর্ড স্ট্রিটের আর্লিংটন এভিনিউতে। এখানে এক ব্যক্তি তার বাম কাঁধে গুলিবিদ্ধ হন। তাকে দ্রুত ব্রুকডেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তার অবস্থা স্থিতিশীল। এর ১৭ মিনিট পর পুলিশ আরেকটি কল পায় কুইন্সের জ্যামাইকা এভিনিউতে ৮৭ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে পীঠে গুলি করা হয়েছে। কেনি জানান, আহত ব্যক্তিকে জ্যামাইকা হাসপাতালে নেওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তৃতীয় গুলির ঘটনায় জ্যামাইকা এভিনিউর ১০৮ স্ট্রিট থেকে কল পায় এনওয়াইপিডি। সেখানে অবশ্য কেউ হতাহত হন নি। বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটের দিকে কুইন্সের হিলসাইড এভিনিউর ১২৬ স্ট্রিটে গুলির খবর জানা যায়। সেখানে ৪৪ বছর বয়সী এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন। তাকে জ্যামাইকা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। কেনি জানান, এর দুই মিনিট পর জ্যামাইকা এভিনিউতের ১৩৪ স্ট্রিটে ৬৩ বছর বয়সী আরেক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন। তাকে জ্যামাইকা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। এনওয়াইপিডি জানায় বেলা ১টার দিকে তারা সাটফিন বুভাডের ৯৪ স্ট্রিট থেকে অভিযুক্ত বন্দুকধারীকে তার অবৈধ স্কুটারসহ ধরতে সক্ষম হয়। তাকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি ৯ মিলিমিটার পিস্তল ও একটি বাড়তি ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান পুলিশের সহকারী প্রধান।

###

মেয়রের নির্বাচনী তহবিল জালিয়াতি অভিযুক্ত ৭

(প্রথম পাতার পর)

সেবার বড় অংকের তহবিল গঠনের জন্য মন্টগোমেরি ও অন্যরা মেয়র ছাড়াও অন্য মানুষের নামেও তহবিল তুলতে থাকেন। একক প্রার্থীর জন্য তহবিল গঠনে একটা নির্দিষ্ট অংক বেঁধে দেওয়ার কারণেই এই মিথ্যাচার করেন তারা। আর তাতে লক্ষ লক্ষ ডলার অতিরিক্ত সংগৃহীত হয়ে যায়। নগরের পাবলিক ক্যাম্পেইন ফিন্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ বলেছেন, অভিযুক্তরা মেয়র অফিসের ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে এই অজুহাতে বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করেছেন। ৩২ পৃষ্ঠার অভিযোগপত্রে মেয়র এরিক অ্যাডামসের কোনো ভূমিকার কথা জানা যায়নি। যদিও মন্টগোমেরি অন্য একজন সহ-অভিযুক্তকে নাকি বলেছেন, 'ক্যাম্পেইনের জন্য ২৫ হাজার ডলার না পেলে অ্যাডামস কিছুই করেন না।চ শুক্রবার এক বিবৃতিতে মেয়র অ্যাডামসের মুখপাত্র বলেছেন, এই মামলায় কিংবা তদন্তে মেয়রের ক্যাম্পেইন কিংবা তার নিজের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। মেয়রের ক্যাম্পেইন সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে কাজ করে আসছে, আর এমন ধরনের জালিয়াতি আমরা কখনোই বরদাশত করবো না।চ মন্টগোমেরি অবশ্য নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। এছাড়া অভিযুক্তদের মধ্যে আরও তিনজন শুক্রবার নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছেন। এরা হচ্ছেন শামসুদ্দিন রিজা, মন্টগোমেরির একজন আত্মীয় যিনি এই তহবিল গঠনে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, শহিদ মুশতাক, ইকোসেফটি কনসালট্যান্ট নামে একটি কোম্পানির প্রধান এবং রিজ্জর অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিলিসেন্ট রেডিক। অভিযোগে বলা হয়েছে, নতুন নতুন ব্যক্তির নামে তহবিল সংগ্রহে রেডিকের ভূমিকাই মুখ্য ছিলো। অভিযুক্ত ৬ ব্যক্তি ও ইকোসেফটির বিরুদ্ধে মোট ২৭টি অভিযোগ খাড়া করা হয়েছে। মুখপাত্রের মাধ্যমে মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, এই মানুষগুলোর মধ্যে মন্টগোমেরি ছাড়া আর কারও সম্পর্কে তার কোনো ধারণা বা চেনা পরিচয় নেই। অ্যাডামস যখন এনওয়াইপিডি-তে ছিলেন তখন তার সময়ে সেখানে নিযুক্ত ছিলেন মন্টগোমেরি। ক্রিমিনাল জাস্টিসে একটা সময়ে তারা দুজনেই কাজ করেছেন এবং সামাজিকভাবে তাদের জানাশোনা ছিলো। ২০০৯ সালে এনওয়াইপিডি ছাড়ার পর থেকে মন্টগোমেরি টিমস্টারস লোকাল ২৩৭ এর ইউনিয়ন অফিসিয়াল হিসাবে কাজ করে আসছেন। শুক্রবার তার গ্রেফতারের পরেও সেখান থেকে তাকে বরখাস্তের কোনো খবর আসেনি।

হায়াইট হাউসে কোকেইন!

(প্রথম পাতার পর)

ভেলে। খবরে জানানো হয়, ভবনের সবথেকে নিরাপদ এলাকাগুলোর একটি কক্ষ থেকে এই মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ওয়াশিংটন পোস্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় থাকা সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর প্রকাশ করে। কোকেইন পাওয়ার পর প্রাথমিকভাবে সকল কর্মীদের হোয়াইট হাউস থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয়। এ নিয়ে আরও গভীর তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন গোয়েন্দারা। রয়টার্স ও এসোসিয়েটেড প্রেসকে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে যে হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইং-এ পাওয়া ওই সাদা পাউডার আসলেই কোকেইন ছিল। যদিও মার্কিন গোয়েন্দারা এখনও বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা রেখে দিয়েছে। ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র অ্যান্থনি গুগিলমাই বলেন, ওয়াশিংটন পোস্ট যে পাউডারের কথা বলেছে তা নিয়ে তদন্ত চলছে। হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইং-এ ওভাল অফিস, ক্যাবিনেট রুম এবং প্রেস এরিয়া অবস্থিত। অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে শুরু করে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশই হচ্ছে ওয়েস্ট উইং।'মাদক' উদ্ধারের সময় হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন উপস্থিত ছিলেন না বলে জানানো হয়েছে।

টানাহেঁচড়ায় নিউইয়র্কে অবসরপ্রাপ্তদের

(প্রথম পাতার পর)

মেডিকেয়ার অ্যাডভ্যান্টেজ কর্মসূচিতে পাঠানো হলে তা অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হবে। এ কারণেই কমন সেন্স ককাস আইনি ব্যবস্থার পক্ষে একটি অ্যামিকাস ব্রিফও উপস্থাপন করেছে, বলা হয়েছে এই বিবৃতিতে। এতে বলা হয়েছে, 'আমরা নগর প্রশাসন ও ইউনিয়ন নেতাদের আহ্বান জানাচ্ছি তারা যেনো আলোচনার টেবিলে বসে এই অবসরপ্রাপ্তদের সঠিক স্বাস্থ্যসেবাটাই নিশ্চিত করেন।চ মিউনিসিপ্যাল লেবার কমিটির চেয়ারম্যান হ্যারি নেসপলি এই সিদ্ধান্তকে 'হতাশাজনক' বলে উলেখ করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমরা নগরের সকল কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্য উচ্চ মানসম্পন্ন ও প্রিমিয়াম ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।আমরা ধারণা করছি সিটি শিগগিরই এ বিষয়ে একটি আপিল দায়ের করতে উদ্যোগী হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে জুনে বেকারত্ব কমে ৩.৬%

(প্রথম পাতার পর)

স্বস্তিদায়ক হবে। বিশেষকদের ধারণা, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলায় আবারও চলতি মাসে সুদের হার বাড়াতে যাচ্ছে। শ্রম মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির এই দেশে গত মাসে ২ লাখ ৯ হাজার মানুষের নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে, যদিও তা আগের মাসের চেয়ে সংখ্যায় কম। গত মে মাসে এই সংখ্যা ছিল তিন লাখ ছয় হাজার। ইতিমধ্যে বেকারত্বের হার ৩ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থনৈতিক তথ্য, বাণিজ্য সংবাদ, বিশেষণ ও স্টক মার্কেটের তথ্য সরবরাহকারী ওয়েবসাইট মার্কেটওয়াচ পরিচালিত অর্থনীতিবিদদের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, নতুন চাকরির গড় প্রত্যাশা ছিল ২ লাখ ৪০ হাজার, কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যা কম এসেছে। আর বেকারত্বের হার আগের পূর্বাভাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল। অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের প্রধান মার্কিন অর্থনীতিবিদ ওরেন ক্লাচকিন এএফপিকে বলেন, 'আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে শ্রমবাজার উলেখযোগ্যভাবে স্থির হচ্ছে। শ্রমবাজার এখনো খুব শক্তিশালী। মজুরিও খুব শক্তিশালী গতিতে বাড়ছে, বেকারত্ব এখন খুব কম। ফেডারেল যা চায় তার চেয়েও ননফামের বেতন বেশি গতিতে বেড়ছে।' শুক্রবার প্রকাশিত চাকরিসংক্রান্ত এই প্রতিবেদনকে 'বাইডেনমিকস ইন অ্যাকশন'এর প্রমাণ হিসেবে স্বাগত জানিয়ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হোয়াইট হাউস থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমাদের অর্থনীতিতে গত মাসে দুই লাখের বেশি চাকরি যোগ হয়েছে। আমি দায়ত্বি নেওয়ার পর থেকে মোট ১ কোটি ৩২ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। গত আড়াই বছরে চার বছর মেয়াদের যেকোনো প্রেসিডেন্টের দায়িত্বের সময়ের চেয়ে বেশি চাকরি যোগ করা হয়েছে।শ্রম বিভাগ জানিয়েছে, জুনে মূলত সরকারি, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সহায়তা ও নির্মাণ খাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে।

মেরি জোবায়দাকে ঘিরে অন্যরকম আড্ডা

(শেষের পাতার পর)

সম্মানে নিউইয়র্কের অন্যতম জনপ্রিয় চ্যানেল টাইম টেলিভিশন ও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকায় অন্যরকম মত বিনিময় সভা ও কমিউনিটি আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লু সহ বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগ দেন।

নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়াস্থ টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র বার্তা কক্ষে গত ৭ জুলাই শুক্রবার রাতে মত বিনিময় সভা ও কমিউনিটি আড্ডার আয়োজন করা হয়। বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরে বাফেলোর নায়েগ্রা সিটিতে বসবাসরত মেরি জোবায়দা সম্প্রতি নিউয়র্কে বেড়াতে আসা উপলক্ষে এই আড্ডার আয়োজন করা হয়। তিনি বাংলা পত্রিকার সাবেক ফিচার এডিটর এবং টাইম টেলিশিভন-এর প্রতিষ্ঠাতা অনুষ্ঠান পরিচালক ছিলেন। অনুষ্ঠানে মেরি জোবায়দাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দুবাইয়ের বিশিষ্ট বাংলাদেশী ব্যবসায়ী, আল হারমাইন ফারফিউম কোম্পানীর চেয়ারম্যান মাহতাব উদ্দিন সিআইপি, প্রবীন সাংবাদিক, এখন সময় সম্পাদক ও এমসি টিভি'র সিইও কাজী শামসুল হক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি কাজী আজহারুল হক মিলন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম ও অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, ডা. মঞ্জুরুল হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক আলহাজ সোলায়মান ভূইয়া, অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত, মিয়া মোহাম্মদ আফজাল, জালাল চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, সাংবাদিক মনির হায়দার, বাংলা পত্রিকা'র বিশেষ প্রতিনিধি এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ ও নারী পাতা'র সাবেক সম্পাদক ড. বিলকিস রহমান দোলা, সাংবাদিক ও লেখিকা মনিজা রহমান, সাংবাদিক সুলতানা রহমান, সাংবাদিক কাজী জেসিন, সাংবাদিক রওশন হক, বিশিষ্ট আসিফ চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ফকু চৌধুরী, আজাদ আহমেদ, রোকসানা মজুমদার, মেরি জোবায়দার বড় কন্যা সাহেলা মেরি প্রমুখ। সবশেষে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন টাইম টিভি'র অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু।

অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক ও টাইম টিভি'র জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'টাইম এক্সক্লুসিভ'-এর প্রতিদিনের অতিথি নাজমুল আজসান সহ বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র সাবেক ও বর্তমান সাংবাদিক ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নিউইয়র্কে মেরি জোবায়দার অনুপস্থিতিতে মূলধারায় বাংলাদেশী কমিউনিটির একটি বড় শুন্যতা তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। কেউ কেউ তাকে নিউয়র্ক সিটিতে ফেরত আসারও আহবান জানান। নিউইয়র্ক সিটিতে উজ্জল রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র সন্তানদের কল্যাণের জন্য তার নায়েগ্রাতে স্থানান্তরিত হওয়াকে একজন মমতাময়ী মায়ের উৎকৃষ্ট উদাহরন বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা।

মেরি জোবায়দা তার বক্তব্যে বলেন, মানুষের জন্য কাজ করা তার চিন্তা এবং চেতনার সাথে যুক্ত। ফলে যেখানেই থাকবেন মানুষের কল্যাণে সারাজীবন সাধ্য অনুযায়ী কাজ করে যাবেন। প্রথম প্রমম নায়াগ্রাতে নানান অসুবিধার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রথমে নায়াগ্রাতে পরিচিতি একজন মানুষও ছিলো না, এখন ৫ শতাধিক মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে। নায়াগ্রাতে গড়ে উঠছে বাংলাদেশী কমিউনিটি। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশী মালিকানাধীন গ্রোসারী। নায়াগ্রাতে থেকেও অনকে সময় মনে হয় আমি জ্যাকসন হাইটসে আছি।

আবু তাহের তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, মেরি জোবায়দা টাইম টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা লগ্নে অনেক অবদান রেখেছেন। তার নেতৃত্বে নিউইয়র্কে প্রথম এই বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নাগরিক অসচেতনতাই আমাদের অবনতির কারণ

॥ জুনায়েদ মাসুদ ॥

একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে সচেতনতাবোধ থাকা জরুরি আমাদের অধিকাংশের মধ্যে তা নেই। আর তা নেই বলেই আমরা আসলে বুঝিনা যে, নাগরিক হিসেবে আমাদের অধিকারগুলোই বা কি। একজন নাগরিক যখন তার অধিকারের ব্যাপারে সচেতন এবং তার অধিকার যখন ক্ষুণ হয় তখন তা সে আদায় করে নিতে সচেষ্ট থাকে; তখনই তাকে সুনাগরিক বলা যেতে পারে।

একজন সুনাগরিক দেশের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। সে যদি ভূমিকা নাও রাখতে পারে তবে তার দ্বারা সমাজ, দেশ ও দেশের মানুষের ক্ষতি সাধন হয় না। নাগরিক হিসেবে সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করে। যদিও এসব নীতি কথার সাথে আমাদের সমাজের বর্তমান পরিস্থিতির মোটেও কোনো সঙ্গতি নেই। যদি থাকতো তাহলে আমাদের আজ এই অধঃপতন কেন?

সম্প্রতি, ২২ জুন বৃহস্পতিবার গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইনডেক্স ২০২৩ বা বিশ্ব বসবাসযোগ্য শহরের নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)। মূলত, পাঁচটি সূচকের উপর ভিত্তি করে এই তালিকা তৈরি করা হয়। সেগুলো হলো- স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও শিক্ষা। এ জরিপ অনুযায়ী বিশ্বের বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় ১৭৩টি দেশের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ১৬৬। তালিকায় নিচের দিক থেকে ঢাকার অবস্থান সপ্তম।

এ জরিপ আমাদের জন্য হতাশার এবং অত্যন্ত লজ্জাজনক। এটা সত্যিকার অর্থে প্রমাণ করে যে, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমরা কতটা পিছিয়ে আছি। আজ আমরা যে উন্নয়নের গল্প শুনি এই জরিপ তার বাহাদুরি নস্যাৎ করে দেয়। বাসযোগ্য শহরের তালিকায় যে দেশের রাজধানীর অবস্থা এতো নিম্নস্তরে সেই দেশ নিয়ে এমন উন্নয়নের গল্প করা মোটেও সমীচীন হতে পারে? আর যদি তা হয়ও তবে কি তার সাথে বাস্তবতার সঙ্গতি থাকাটা জরুরি নয়? যে পাঁচটি সূচকের উপর ভিত্তি করে বাসযোগ্য শহরের তালিকা করা হয়েছে সেগুলোর বর্তমান প্রেক্ষাপট যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে এর স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

প্রথমত, স্থিতিশীলতা একটি রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যেমন- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় স্থিতিশীলতা ইত্যাদি। বাংলাদেশে সবসময় এক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজমান। যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এর ফলে হরতাল, অবরোধ কোনো নতুন ঘটনা নয়। তাছাড়া বাংলাদেশে আইনি জটিলতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা অব্যাহত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা ইউএস এআইডি সম্প্রতি প্রকাশিত বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা সূচকে এ তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগের বছরের মতো এ বছরেও বাংলাদেশের অবস্থা একই রকম। সিভিল সোসাইটি অরগানাইজেশনস সাসটেইনেবিলিটি ইনডেক্স (সিএসওএসআই) নামে প্রতি বছরই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশে বিভিন্ন কাজে অর্থায়নের অনিশ্চয়তা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্য। যেখানে এক হাজার মানুষের জন্য চারজনের বেশি চিকিৎসক, নার্স ও মিডওয়াইফ থাকা দরকার; সেখানে বাংলাদেশে আছে একজনের সামান্য বেশি। উপরন্তু, চিকিৎসা সেবার উচ্চমূল্যের কারণে তা সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে অনেকের। স্বাস্থ্য খাতের নানা সূচক নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার করা বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য জনবল নিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে। বিগত বছরে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান ২০২২' নামের এই প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় স্বাস্থ্যসেবার জনবলে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। এই জনবলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু আফগানিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। সবার ওপর রয়েছে মালদ্বীপ।

তৃতীয়ত, সংস্কৃতি। একটি দেশ ও দেশের মানুষ বেঁচে থাকে তাদের সংস্কৃতিতে। সংস্কৃতিই জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। প্রতিটি দেশের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি যথেষ্ট সমৃদ্ধ কিন্তু বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমগুলোর প্রভাবে বিদেশী অপসংস্কৃতির চর্চার ফলে দেশীয় সংস্কৃতি দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে।

চতুর্থত, পরিবেশ। বাংলাদেশে পরিবেশ নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। অপরিকল্পিত নগরায়ন আর পরিবেশবান্ধবহীন ময়লা-আবর্জনা আর বর্জ্য নিষ্কাশনের ফলে ধীরে ধীরে শহর ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে। হচ্ছে বায়ুদূষণ। প্রতিদিন অসংখ্য বৃক্ষ নির্বিচারে নিধন করা হচ্ছে যার দরুণ তাপমাত্রা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

সড়ক ব্যবস্থায় নেই আইনের শাসন। বেপরোয়াভাবে লাইসেন্সবিহীন অসংখ্য যানবাহন চলাচল করছে। এর ফলে প্রতিদিন ঘটছে অসংখ্য দুর্ঘটনা। বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা। ট্রাফিক পুলিশ খাছে ঘুষ। সব মিলিয়ে পরিবেশের বেহাল অবস্থা।

পঞ্চমত, শিক্ষাখাতে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই দুর্দশাপূর্ণ। টাকার অঙ্কে বাড়লেও মোট বাজেট আর জি-ডিপির অনুপাতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ আরো কমেছে।

গত কয়েক বছর ধরেই বাজেটে অন্যান্য খাতের তুলনায় শিক্ষায় গুরুত্ব কমে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও একই ধারা অব্যাহত থাকায় হতাশা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে শিক্ষা খাতকে 'মেগা প্রকল্প' হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

এবার জাতীয় সংসদে আগামী অর্থবছরের জন্য উত্থাপিত সাত লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাবে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে এক লাখ চার হাজার ১৩৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ ছিল ৯৯ হাজার ৯৭৮ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ ছিল। সে হিসাবে নতুন অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের অনুপাতে ১ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে। তার উপর, শিক্ষা পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা না হওয়ায় প্রতি বছর বেকারদের সংখ্যা বাড়ছে। দেশীয় কাজে আমদানি করতে হচ্ছে বিদেশী জনশক্তি।

সর্বশেষ, দেশের এই দুর্দশার পেছনে আমরা সাধারণ জনগণ দায়ী। কারণ, প্রথমত; আমরা আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবসময় ভাবি। দেশ রসাতলে চলে গেলেও ভ্রূক্ষেপ করার সময়টুকু নেই। গা বাঁচিয়ে চলার মনোভাব আমাদেরকে আমাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা লোপ করছে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের অসচেতনতা শাসক শ্রেণীকে সুযোগ করে দিয়েছে লুটেপুটে খাবার। আমলাতান্ত্রিক শোষণ আমাদের চেপে বসেছে। আমরা বুঝতে পারছি না যে, নাগরিক হিসেবে আমাদের অধিকার কি আর সে অধিকার আমাদের কিভাবে আদায় করতে হবে।

আমরা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে না পারি, ক্ষতি করার অধিকার আমাদের নেই। অথচ, আমরা সজ্ঞানে প্রতিনিয়ত দেশ ও জাতির ক্ষতি করে যাচ্ছি। আমাদের দ্বারা দেশের পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলছি পরিবেশ নোংরা করছি। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করছি শুধুমাত্র আত্মস্বার্থে। আমরা সড়ক আইন মেনে চলি না, তা ভঙ্গ করি। ঘুষ দিয়ে বেজায় বেআইনি কর্মকান্ড করে যাচ্ছি।

আমরা খাদ্যে ভেজাল মিশাই। ব্যবসায় প্রতারণা করি। ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে সমাজের আদর্শ আর মূল্যবোধ বিরোধী কাজ করার মাধ্যমে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করি। নিজের মতাদর্শের বাইরে কোনো কিছু দেখলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। বিপরীতপন্থী দলকে দমন করার ব্যাপারে আমাদের কতো দৌড়ঝাঁপ। আমাদের আরো অনেক কাজ যা হয়তো আমরা আমাদের আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্যেশ্যে করি। কিন্তু একজন সুনাগরিক হিসেবে এসব কাজ আমাদের মোটেও করা উচিত নয় বরং তা সমাজের বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। যা পূর্বে বলা হয়েছে, সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে এমন কোনো কাজ করা সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

পরিশেষে, আমরা নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকব। সমাজ ও রাষ্ট্রে আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করব। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে তুলতে আমাদের সবাই ব্যক্তিগত জায়গা থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই দেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়নই হোক আমাদের একমাত্র ভূষণ।

লেখক: শিক্ষার্থী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আমরা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে না পারি, ক্ষতি করার অধিকার আমাদের নেই। অথচ, আমরা সজ্ঞানে প্রতিনিয়ত দেশ ও জাতির ক্ষতি করে যাচ্ছি। আমাদের দ্বারা দেশের পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলছি পরিবেশ নোংরা করছি। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করছি শুধুমাত্র আত্মস্বার্থে। আমরা সড়ক আইন মেনে চলি না, তা ভঙ্গ করি। ঘুষ দিয়ে বেজায় বেআইনি কর্মকান্ড করে যাচ্ছি।



জাতীয় সংসদের সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্রের নিজেদের মানবাধিকার আগে রক্ষা করা উচিত



ঢাকা ডেস্ক: সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে আগে নিজ দেশের মানুষের মানবাধিকার রক্ষা করা উচিত। তারা নিজের দেশের মানুষকে বাঁচাবে কী করে সে চিন্তা আগে করুক। সেটাই তাদের করা উচিত। গত ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে জাতীয় সংসদের সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনের সমাপ্তি টানেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের আমলে সব নির্বাচনই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। একমাত্র আওয়ামী লীগই পারে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে। সেটা আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি। মাত্র সিটি করপোরেশন নির্বাচন হলো। এ নির্বাচন নিয়ে কেউ একটি প্রশ্ন তুলতে পেরেছে? এত শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বাংলাদেশে আগে কখনো হয়েছে?' বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলেন তাদের উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকে বাংলাদেশে মানবাধিকারের খোঁজে আসে অনেকে। আমার প্রশ্ন ২০০১-এর নির্বাচনে যেভাবে হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ হয়েছিল, তখন সেই মানবাধিকার ফেরিওয়ালারা কোথায় ছিল? তারা কেন চুপ ছিল? তাদের মুখে কথা ছিল না কেন? দেশি-বিদেশি আমি সবার বেলায় বলব। অনেকে আছেন, আমাদের সবক দেন। মানবাধিকার শেখান। মানবাধিকারবঞ্চিত তো আমরা। যারা খুনিদের ইনডেমনিটি দিয়ে রক্ষা করে, আজ তাদের কথা শুনে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা, অনেক দেশ দেখি মানবাধিকারের কথা ওঠায়। আমরাই তো মানবাধিকারবঞ্চিত ছিলাম। ৩৫ বছর লেগেছে বাবা-মার হত্যার বিচার করতে। বাংলাদেশে মানবাধিকার নেই যারা বলেন, তারা ২০০১ দেখেননি? ১৫ আগস্ট দেখেননি? ১৫ আগস্ট থেকে আওয়ামী লীগ সরকার আসা পর্যন্ত এ দেশে কী ছিল দেখেননি? তখন তারা চোখেও দেখেননি, কানেও শোনেননি কী কারণে, তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। তারা মানবাধিকারের কথা বলে। আজকে রোহিঙ্গারা যখন নির্যাতিত হচ্ছিল, ধর্ষণের শিকার হচ্ছিল, আমরা তাদের আশ্রয় দিয়েছি। আমরা মানবিক কারণে যখন এতগুলো মানুষের দায়িত্ব নিতে পারি। এর থেকে মানবাধিকার সংরক্ষণ আর কী হতে পারে, সেটাই আমার প্রশ্ন?'

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'যে আওয়ামী লীগ সরকার অন্য দেশের নির্যাতিত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, সেই আওয়ামী লীগ সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে কেন? কীভাবে করবে? এ কথা বলে কীভাবে? সারা বিশ্বে তো বহু জায়গায়, বহু মানুষ খুন হচ্ছে। এমনকি আমেরিকায় তো প্রতি দিন গুলি করে শিশুদের হত্যা করছে। স্কুলে, শপিং মলে, রাস্তায় হত্যা হচ্ছে। এমনকি বাঙালী মেয়েকে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ছিনতাই করতে গিয়ে হত্যা করছে। প্রতি দিনই তো তাদের প্রতিটি স্টেটে গুলি করে হত্যা করছে। ঘরের মধ্যে গিয়ে পরিবারসহ হত্যা করছে। নিজের দেশের মানুষের মানবাধিকার রক্ষা তাদের আগে করা উচিত। তারা নিজের দেশের মানুষকে বাঁচাবে কী করে সে চিন্তা আগে করুক। সেটাই তাদের করা উচিত, যার যার দেশের। ইউক্রেনে যুদ্ধটা বাঁধিয়ে দিয়ে আজকে সেখানে হাজার হাজার নারী-পুরুষ রিফিউজি, কষ্ট পাচ্ছে। সিরিয়ায় কীভাবে গোলাগুলি, প্যালেস্টাইনেও একের পর এক বোমা হামলা। এয়ার হামলাও করছে। সেটা নিয়ে কারও কোনো কথা নেই কেন? সেখানে কি মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে না?' বিএনপির ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের আন্দোলনের সমালোচনা করে সংসদ নেতা বলেন, 'জীবন্ত মনুষগুলোকে পুড়িয়ে মারা বিএনপির আন্দোলন। অবরোধ দিয়ে রেখেছে। সে অবরোধ এখনো তোলেনি। অবরোধ দিয়ে মানুষকে হত্যা করা, এই হলো বিএনপির চরিত্র। আজ তাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা শুনি। মানবাধিকারের কথা শুনি। বিদেশিদের কাছে আমাদের দেশের কিছু আঁতেল শ্রেণি আছে। কথা বিক্রি করে খাওয়া যাদের অভ্যাস। যত মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। এই দেশে নানারকম অপরাধ করে, যারা বিদেশে আশ্রয় নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুযোগ নিয়ে যত অপপ্রচার চালাচ্ছে। 'সদ্য অনুষ্ঠিত পাঁচটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আওয়ামী লীগের আমলে নির্বাচন হবে না যারা বলে, মাত্র সিটি করপোরেশন নির্বাচন হলো (বরিশাল, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা ও গাজীপুর)। গাজীপুরে আমরা হেরেছি, বাকি চারটাতে আমরা জিতেছি। এ নির্বাচন নিয়ে কেউ একটি প্রশ্ন তুলতে পেরেছে? আমরা গেছি সেখানে ভোট চুরি করতে? করিনি তো। এত শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বাংলাদেশে আগে কখনো হয়েছে? ঢাকায় সিটি নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। মোহাম্মদ হানিফ জিতেছিল। এরপর লালবাগে বিএনপি গুলি করে আওয়ামী লীগের ছয়জন নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। সে কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। প্রত্যেকটা নির্বাচনে তো এরকম সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করেছে।' আওয়ামী লীগের আমলে হওয়া সব উপনির্বাচনই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'একমাত্র আওয়ামী লীগই পারে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে। সেটা আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি। মানুষের ভোটের অধিকার সংরক্ষণ করা, মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। সে কাজটাই আমরা করে যাচ্ছি। সেটাই করে যাব। জনগণ বারবার অনেক বাধা অতিক্রম করেও আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। তার সুফল দেশের জনগণই পাচ্ছে।' বারবার বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর নির্বাচনের নামে প্রহসন শুরু হয়। জনগণের ভোট নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু হয়। শুরু হয় 'হ্যাঁ', 'না' ভোটের প্রহসন। 'হ্যাঁ' বক্স পেয়ে জিতত। 'না' বক্স নেই। ভোট দেওয়া লাগত না। এমনিতেই বক্স ভরে যেত। সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান মিলিটারি রুল ও সংবিধান লঙ্ঘন করে। জিয়াউর রহমান নির্বাচনের নামে প্রহসন করে রাষ্ট্রপতি পদটি কলুষিত করে। জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়। আওয়ামী লীগকে কীভাবে শেষ করতে হবে, সেটাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তারা পার্টি ভাঙার খেলা শুরু করে। জিয়ার মৃত্যুর পর জেনারেল এরশাদ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।'

সরকারপ্রধান বলেন, '১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর নির্যাতন। একদিকে আওয়ামী লীগের ওপর নির্যাতন, অপরদিকে জাতীয় পার্টির ওপর নির্যাতন। সব চেয়ে বেশি নির্যাতন হয় জাতীয় পার্টির ওপর। জাতীয় পার্টি সেটা ভুলে গেছে।'

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, 'জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার আমলে নির্বাচনই ছিল একেকটা গ্রুপ ঢুকবে, সিল মারবে, বাক্স ভরবে। তারপর রেজাল্ট পাল্টাবে। ১০টা হোন্ডা, ২০টা গুন্ডা, নির্বাচন ঠান্ডা। আওয়ামী লীগ সবসময় সংগ্রাম করে গেছে জনগণের ভোটাধিকার জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে।' ২০০১ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সরকারপ্রধান বলেন, 'খালেদা জিয়াকে ক্ষমতায় আনার জন্য কোনো কোনো মহল তৎপর ছিল। কারণ, আমাদের গ্যাস বিক্রির একটা প্রস্তাব ছিল। আমি গ্যাস বিক্রি করব না সে সিদ্ধান্ত দিলাম। খালেদা জিয়া লিখে দিয়েছিল সে গ্যাস বিক্রি করবে। নির্বাচনের আগে থেকেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর অত্যাচার। নির্বাচনের দিনে কেউ ঘরে থাকতে পারিনি।' তিনি বলেন, 'এরশাদ জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। খালেদা জিয়া তার দেবর এরশাদকে জেলে রাখলেও ভোট কারচুপির একই পথে যায়। স্বামী, সে ও তার দেবর একই খেলা।' ২০০৮ সালের নির্বাচনের ফলাফলের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'ওই নির্বাচনে বিএনপির অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ আর বিএনপি একসমান হতে পারে না।' মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে বলেও সরকারপ্রধান জানান।

শমসেরনগর হাসপাতালের জন্য তহবিল সংগ্রহ









নিজ উদ্যোগে করি নামে সদ্য প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে মৌলভীবাজার জেলার শমসেরনগর হাসপাতাল নির্মান ও পরিচালনা ব্যয় সংগ্রহ অভিযান অনুষ্ঠান ৯ জুলাই এস্টোরিয়াস্থ এক রেঁস্তোরায় অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্কের বিশিষ্ট সমাজসেবীদের আন্তরিক উপস্থিতিতে সফল ভাবে সমাপ্ত হয়। দি অপটিমিষ্টের প্রতিষ্ঠাতা

চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান চৌধুরী (রানা ভাই) এর সভাপতিত্বে এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক জুয়েল চৌধুরীর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সর্বপরিচিত রানা চৌধুরী, অধ্যক্ষ সাইফুর রহমান, দেশ বিদেশে জনপ্রিয় শিল্পী সেলিম চৌধুরী, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, সমাজ সেবক শওকত আলী এবং শমসেরনগরের কৃতিসন্তান ও ব্রাকের সাবেক পরিচালক ফারুক আহমদ ও লেখক ইশতিয়াক রুপু সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি সভায় উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্য মতামত ব্যাক্ত করে হাসপাতাল নির্মান ও প্রান্তিক জনগনের জন্য শুভ কামনা করেন। প্রধান অতিথি ফারুক আহমদ উনার বক্তব্যে বিশ্বের বিভিন্ন জনবহুল দেশে স্থাপিত হাসপাতাল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ননা করে হাসপাতাল নির্মান ও পরিচালনায় মুল্যবান দিক নির্দেশনা মুলক পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সমাজসেবীগন আজীবন সদস্য পদ গ্রহনের মাধ্যমে হাসপাতাল তহবিল বড় অংকের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জোর অঙ্গীকার করেন এবং তহবিল সংগ্রহে উলেখযোগ্য ভুমিকা রাখেন। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে উলেখযোগ্য নিউইয়র্ক বাসীদের মধ্যে ছিলেন, নজরুল ইসলাম, আলম উদ্দিন, মোহাম্মদ ইকবাল, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, আলী মোহাম্মদ আসিক, সৈয়দ এম রহমান, ফকু চৌধুরী, ইকবাল হেলাল, মোহাম্মদ শাহ চৌধুরী, ময়নু জামান চৌধুরী, মোহাম্মদ শাহজামান, এফ মেসবাউজ্জামান, শাহ মাহবুব, আহমেদুর রহমান (তিফিল), মোহাম্মদ ওয়াদুদ, তুহিন চৌধুরী, জুলকার হায়দর, মামুনুর রশীদ শিপু, এ কে এম আশরাফ উদ্দিন, ময়নুর চৌধুরী জগলু, এবং শাহাব চৌধুরী প্রমুখ। তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস সেবা বঞ্চিত জনতার প্রকৃত সেবা দানের ব্রত নিয়ে যারা এই মহৎ উদ্যোগে অংশ নিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং উপস্থিত অতিথিদের নৈশ্য ভোজে আমন্ত্রন জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

(১৬ পাতার পর)

অনুষ্ঠান বিভাগ গড়ে ওঠেছিলো। সেসময় নতুন নতুন অনুষ্ঠানের আইডিয়া উদ্ভাবন ও তা বাস্তবায়নে মেরি জোবায়দা অনেক পরিশ্রম করেছেন। এছাড়া একজন সৎ রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন।

‘আপনাদের ভালবাসা অমূল্য’



মেরী জোবাইদা:এই লেখা আমি আপনাদের উদ্দশ্যে লিখছি যারা গতকাল (০৬ জুলাই, শুক্রবার) রাতে টাইম টেলিভিশন ভবনে এসেছিলেন এবং একান্তই জরুরী প্রয়োজনে বা স্বাস্থ্য বিষয়ক অসুবিধার কারনে আসতে পারেন নি। আমি টাইম টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এ মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য।

আমি আপনাদের ভালোবাসায় গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। গতকাল রাতে আপনারা আমাকে সত্যিই এক দ্বিধায় ফেলে দিয়েছেন। আমি সব সময় ভেবে ছিলাম আমি যেভাবে আপনাদের ভালোবাসি সেটা কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। গতকাল আপনারা আমাকে বরং চ্যালঞ্জ করেছেন- আমি আজ এটাই ভাবছি, আমি কি সত্যিই আপনাদের চেয়ে কোনভাবে বেশি ভালোবসতে পেরেছি? না পারিনি। আপনাদের ভালোবাসার কাছে আমি সত্যি হেরে গেছি। ২৪ ঘন্টারও কম সময়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আপনাদের উৎফুল্ল আগমন এবং এত গরমের মধ্যে একতা রুমে রাত বারোটা পর্যন্ত অবস্থান কতটা আন্তরিক সেটা পরিমাপের কোন যন্ত্র নেই কিন্তু অন্তর জানে ঠিক কতটা ভালোবাসায় তা সিক্ত।

এ অনুষ্ঠানের জন্য আমি অনেক কৃতজ্ঞ টাইম টেলিভিশনের কাছে। তবে অনুষ্ঠানের ফরম্যাটের কারনে আমার মনে অনেক কষ্টও আছে। আমার মতো মানুষ কাছে সবাইকে দর্শক হিসাবে বসিয়ে রেখে সামনের চেয়ার টেবিল দখল করে বসে থাকা খুবই কষ্টকর, নির্ঘাত শাস্তির মতো। আমি পছন্দ করি গলা গলি আর মাখা মাখি আড্ডা ও প্রাণ খোলা হাসি। সেটা একেবারেই হয়নি। সামনের সেই চেয়ারে আমার নিজেকে ভীষণরকম বন্দী বলে মনে হয়েছে। সেখান থেকে ভালোবাসার মানুষ ও আপনজন দের দূর থেকে চলে যাওয়া দেখা যায়, কাছে এসে বলা যায় না, আরেটু দাঁড়ান, আরেকটু মুহূর্ত না হয় থাকলাম এক সাথে, না হয় দুটো ছবি তুলে রাখি যাতে কখনো একলা মনে হলে ছবিবন্দী এ ভালোবাসাময় মুহূর্তগুলো দেখতে পাবো।

এ নিউইয়র্ক শহরজুড়ে এত ভালোবাসার মানুষ যে এক সময় টাইম চেনিভিশন স্টেশনে আর জায়গা ধরে নি। অনেক শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় মানুষরা হয় ঢুকতে পারেন নি নয়তো বসার কোন যায়গা না থাকায় চলে গেছেন। আমি তাদের আসা ও যাওয়া অসহায়ের মতো দূর থেকে কেবল দেখেছি।

পরেরবার যদি এমন কোন আয়োজন হয় সেটা আর কোন বদ্ধ স্থানে নয়, কোন এর পার্কে করতে অনুরোধ করবো যারা আয়োজন করবেন তাদের। আমাদের পৃথিবী কক্ষবন্দী থাকার নয়। আমাদের ভলোবাসা আজ এক এক পৃথিবী সমান।

অনেক বোন ও ভাইরা তাদের অনেক জরুরী কাজ ফেলেও ছুটে এসেছেন। আমি ভুলবনা আপনাদের ভালোবাসা। বেশি রাতে অনুষ্টান হওয়ার কারনে অনেকে চাইলেও রাত করে থাকতে পারেন নি। ফিরে যেতে হয়েছে আমি আসার আগেই। আমি ইচ্ছে করে দেরী করিনি। এখানে আমি হঠাৎ করেই চলে এসেছি। সাথে যথেষ্ট কাপড় ছিলো না। তাই লন্ড্রি করে কাপড় পরে আসতে হয়েছে। লন্ড্রীতে কাপড় শুকাতে কেনো যেনো খুব দেরী হচ্ছিলো। বার বার নতুন করে সময় বাড়াতে হয়েছে কাপড় শুকাতে। দেড় ঘন্টার উপরে কেবল এসব করতেই গেছে যা আমার হিসাবে ছিলো না। তারপর উবার ডেকে রাস্তায়ও মনে হয় যেনো অন্য সময়ের চেয়ে বেশি সময় নিয়েছে। আপনারা যারা থাকতে পারেন নি, আমি আপনাদের বুঝতে পারি। আমি হলেও পারতাম না। আমি দুখ পাইনি আপনারা চলে গেছেন বলে। আমি কষ্ট পেয়েছি আমি দেরী করে ফেলায়।

আগামীকাল (শনিবার) সকালবেলা আমার নায়গ্রা ফলসে ফিরে যাওয়ার কথা ছিলো। আজ সকালে জানতে পারলাম সন্তানদের বাবা অন্য স্টেটে যাচ্ছেন তিন দিনের জন্য। সন্তানরাও আরো কিছুদিন থাকতে চাচ্ছে তাদের জন্মস্থানে। তারা চাচ্ছে এ কদিন আমি যেনো তাদের সাথে থাকি। অবি-ভাবকহীন অবস্থায় তাদের ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না বলে আমিও মনে হয় আরো তিন দিন থেকে যাচ্ছি এই শহরে। আমার দুশ্চিন্তা আমার বাগান ঘিরে। নায়গ্রা ফলসে আমার এক সাদাসিধে বাড়ি। কোন আসবাব পত্রও নেই। আছে একখানা জীবন্ত সব্জি বাগান। প্রচন্ড রোদে পানি ছাড়া সব গাছপালার কি হবে ভাবতেই আমার কলিজা ছটফট করে। আমার বাগানে পানি দেয়ার অনুরোধ গ্রহন করে আমাকে কিছুটা শংকামুক্ত করেছেন নায়গ্রা ফলসে আমার এক অতি আদরের ছোট বোন। আমি মনে হয় আরো কদিন পাচ্ছি আপনাদের সাথে।

খুব খুশি হবো যদি ব্রঙ্কস, ব্রুকলীন ও কুইন্সের ভাই বোনদের সাথে আরো কিছুটা সময় কাটাতে পারি। আপনারা যদি ফ্রি থাকেন, আপনারা যারা আসছেন বা আসতে পারেন নি আপনাদের সবার সাথে চা খেতে চাই (আমি স্বল্প আয়ের মানুষ। চা-সিঙ্গারার বাইরে বড় আয়োজন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পাশাপাশি রেস্টুরেন্টের খাবার আমার বা আমার বয়সী মানুষদের জন্য অপকারীই হওয়ার কথা। তাই অন্য কেউ দায়ীত্ব নিয়ে লাঞ্চ বা ডিনারের আয়োজন করতে চাইলেও আমি তাতে রাজী হবো না। আগেই এজন্য দুখ প্রকাশ করে নিচ্ছি।) আপনারা ফ্রি থাকলে জানাবেন। আপনাদের সময় অনুযায়ীই আমরা একত্র হতে পারি।

সর্বাপরি, তাড়াহুড়োয় আমায় ফোন সাথে ছিলো না। ফোন খুঁজে পেয়েছি বাসায় ফিরে রাত তিনটায়। যদি আপনাদের কারো কাছে কোন ছবি থাকে আমাকে ইনবক্স করলে খুব কৃতজ্ঞ হবো।

আমাদের এ আয়োজনের কোন দুর্বলতার কারনে যদি কোনভাবে আপনারা কষ্ট পেয়ে থাকেন আমাদের মানবীয় এ দুর্বলতা ক্ষমা সুন্দর চোখে নিবেন।

আপনাদের ভালবাসা অমূল্য। এ ভালোবাসার কোন প্রতিদান হয় না। আমি আপনাদের জন্য দোয়া করছি। আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Popular Tax Services

পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372

Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453

Email: popultaxservices@gmail.com

Personal Income Tax Preparation for all industries:

- All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
- Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
- Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing

We provide Remote Personal Income Tax Filing

সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী

tax refund

কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

www.populardrivingschoolny.com

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

OPEN 7 DAYS

- Road Lesson Local & Highway
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ

6 Hours DDC Class
Good For TLC

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের
সুবিধার্থে আমরা
এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

কলকাতায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে, ঢাকা পারছে না কেন?

॥ ডা. মুশতাক হোসেন ॥

ডেঙ্গুর প্রকোপ শুধু শহরে সীমাবদ্ধ নেই; গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ গ্রামাঞ্চলেও শহরের মতো স্থাপনা ও অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে এখন। অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে ফুল বা ফলের টব, যত্রতত্র ফেলে রাখা ডাবের খোসায় পানি জমছে। অনেকে বোতলজাত পানি অর্ধেক পান করে বোতলটি ফেলে দেন। টবে কিংবা বোতলের পরিষ্কার পানিতে ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা সহজেই বংশবিস্তার করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের ৭০-৮০ শতাংশ এলাকায় এডিস মশা ছড়িয়ে পড়েছে। এডিস মশার বংশবিস্তারের জন্য দায়ী উৎসগুলো নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ডেঙ্গু মহামারি রোধ করা যাবে না।

মনে রাখতে হবে, ডেঙ্গু এখন আর উচ্চবিত্ত তথা বড় দালানে বসবাস করা বাসিন্দাদের রোগ নয়। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এডিস মশা জন্মানোর সুযোগ বেশি থাকায় এতে নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তরাও ব্যাপক হারে আক্রান্ত হচ্ছে। একটি সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগরীর সব লোক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হতে পারে। এই আশঙ্কা অমূলক হতে পারে না। উদাসীন থাকলে পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। একসময় মনে করা হতো, বর্ষা এলেই ডেঙ্গু চোখ রাঙায়। কিন্তু ২০২২-২৩ সালে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাব, সারাবছর কমবেশি ডেঙ্গুর প্রবণতা ছিল। তাই এটি এখন আর মৌসুমি রোগ নয়। শীতকালেও যেভাবে এডিস মশার প্রজনন লক্ষ্য করা গেছে, তাতে এটি স্পষ্ট। এখন আমাদের দায়িত্ব মশা থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখা।

এডিস মশার বংশবিস্তারের জন্য বৃষ্টি একমাত্র উৎস নয়। এ কারণে পরিষ্কার পানি জমতে দেওয়া যাবে না। নির্মাণকাজ ও কৃষিকাজে পরিষ্কার পানি ব্যবহৃত হয়। এসব পানি কোথাও জমে থাকার সুযোগ পেলেই সেখানে এডিস মশার লার্ভা দেখা যায়। তাই শ্রমিক ও কৃষকদের সতর্ক থাকতে হবে। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোথাও পানি জমে থাকতে দেখলে তা অপসারণ করতে হবে। অন্যথায় জমে থাকা পানিতে এডিস মশা বংশবিস্তার করে স্থানীয়দের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দেশের সব সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ। মশক নিধনের দায়িত্ব এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত। বাস্তবতা হলো, একটি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মশক নিধন, বিশেষ করে এডিস মশা নিধন করা সম্ভব নয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য, কৃষিসহ যেসব মন্ত্রণালয় এর সঙ্গে সম্পৃক্ত, তারা সমন্বিত উদ্যোগ নিতে পারে।

আমাদের দেশে ডেঙ্গুর চারটি ধরন এই মুহূর্তে সক্রিয়। এর মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধরনে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। ভারতে পঞ্চম ধরন শনাক্ত হয়েছে। আমাদের দেশেও তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। দ্বিতীয়বার যারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন, তাদের রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বেশি। এ জন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার আক্রান্তদের ব্যাপারে আলাদা যত্ন নিতে হবে।

রোগ ছড়ানোর চক্র অর্থাৎ এডিস মশার বংশবিস্তার রোধের বিকল্প নেই। সিটি করপোরেশন যেভাবে অভিযান আর জরিমানা করছে, তাতে সুফল মিলবে না। কীটতত্ত্ববিদদের সম্পৃক্ত করে অভিযান চালাতে হবে। কারণ, তারাই বুঝবেন কোথায় লার্ভা রয়েছে। এ জন্য দক্ষ জনবল নিতে হবে। সিটি করপোরেশন যেভাবে কীটনাশক ছিটায়, তা ঘরের মধ্যে বা ছাদে থাকা লার্ভা ধ্বংস করতে পারে না। এ জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের সমন্বয়ে ওয়ার্ডভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে দিতে হবে। তাদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চা-নাশতা করিয়ে টি-শার্ট পরিয়ে অভিযানে নিয়ে যেতে হবে। তারাই তথ্য দিয়ে সহায়তা করবে। প্রাথমিকভাবে রোগ শনাক্ত করা গেলে মৃত্যুঝুঁকি কম থাকে। এ জন্য জনসাধারণকেও সচেতন হতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-ডব্লিউএইচও ২০১৭ সালে একটি কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে। এর আওতায় কীটপতঙ্গের মাধ্যমে ছড়ানো রোগ নিয়ন্ত্রণে ২০৩০ সাল পর্যন্ত নানা উদ্যোগ নিচ্ছে সংস্থাটি। কর্মকৌশলের প্রথম ধাপ ২০২২ সালে সম্পন্ন হয়েছে। এখন চলছে পরবর্তী ধাপ। আমাদের দেশেও কীটপতঙ্গবাহী রোগ নিয়ন্ত্রণে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে হবে। প্রশিক্ষিত জনবল ছাড়া মশা নিয়ন্ত্রণ; চিকিৎসা কোনোটাই সম্ভব নয়। এ কাজে সাধারণ মানুষকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। কারণ স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পৃক্ত না করে পেশাদার লোকজন কাজ করে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। এ জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা দরকার।

গ্রামাঞ্চল বা মফস্বলে ওয়ার্ডভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। শহরেও এ ধরনের ক্লিনিক খোলা দরকার। এসব ক্লিনিকে ডেঙ্গু টেস্টের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। করোনার চেয়েও ডেঙ্গুর টেস্ট সহজ। তারপরও সরকার যদি বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে টেস্টের ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। আমাদের দেশে এমনিতেই রোগী ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলার অভাব। ফলে গুরুতর রোগীরা সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন। ডেঙ্গু রোগের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা হবে আত্মঘাতী।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলি। ডেঙ্গু রোগীদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ ডেঙ্গু রোগী, যাদের মধ্যে জ্বরসহ প্রাথমিক উপসর্গ দেখা যায়। এসব রোগীকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আলাদা ঘরে মশারি টানিয়ে রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের মানুষ হলে তাদের নিকটস্থ কমিউনিটি ক্লিনিকে ভর্তি করে মশারি টানিয়ে রাখা যেতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম হলে সরকারি-বেসরকারি সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছেন বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুরা। একই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগের মতো জটিল রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দিতে হবে। তৃতীয় ভাগের রোগীদের জন্য প্লাটিলেট, আইসিইউ, লাইফ সাপোর্ট দরকার হতে পারে।

আমাদের দেশে ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে সাধারণ রোগীরা গিয়ে আইসিইউ দখল করে রাখে। ফলে জটিল রোগীরা বঞ্চিত হয়। অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল রোগী আইসিইউ সুবিধা পেয়ে যান বেসরকারি হাসপাতালে। অন্যদিকে অসচ্ছল রোগী অর্থের অভাবে সরকারি হাসপাতালে গিয়ে সেই সুবিধা পান না। এ জন্য দেশের সব হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি চিকিৎসক সংকট দূর করতে হবে। শুধু চিকিৎসক নন; নার্স, টেকনিশিয়ান–এককথায় স্বাস্থ্যকর্মীর সংকট দূর করা না গেলে তৃণমূলে সেবা পৌঁছানো সম্ভব নয়। আবার ডেঙ্গু হলেই গণহারে হাসপাতালে ভর্তি না করে বাছাই করে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তা না হলে জটিল রোগীরা চাহিদা অনুযায়ী সেবা না পেয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন।

প্রথম দিকে গুরুত্ব দিলে আমাদের দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি এত ভয়াবহ হতো না। যে কোনো সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে শুরুতেই নিয়ন্ত্রণে নিতে হয়। দেখা যায়, হেলাফেলা করার কারণে এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আমরা পারিনি উদাসীনতার কারণে। আমরা ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, বাতজ্বর নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। চেষ্টা করলে ডেঙ্গুও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এ জন্য অব্যাহত জরিপ চালাতে হবে।

লেখক: রোগতত্ত্ববিদ; সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)



4TH OF JULY
INDEPENDENCE DAY

৪ জুলাই ২০২৩

আমেরিকার মহান স্বাধীনতা দিবস

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার হিসেবে
বিশ্বাস করি, স্বাধীনতা সুরক্ষা ও দেশপ্রেমের প্রশ্নে আমেরিকাই সেরা।
বিশ্বনেতা আমেরিকা সারা পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্যের
ঝাণ্ডা ওড়ায়।
আমেরিকার মহান স্বাধীনতার স্থপতিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।

ড. আবু জাফর মাহমুদ,
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর



As a veteran freedom fighter of Bangladesh's Liberation War, I believe, safeguarding the freedom and patriotism America is the vanguard. United States of America, being the world leader, upholds the flag of peace and integrity.

We salute the architects of Great American Independence.

Dr. Abu Zafar Mahmood,
Global Peace Ambassador

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love is Humanity

CDPAP

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH INC.



সাহিত্য সাময়িকী

জীবন জোয়ারে
আশরাফ মীর

উর্বর মৃত্তিকায় জন্মে পুষ্টিময় খাদ্যসম্ভার
উনুনে হাঁড়িতে ফুটছে ভাত সহস্রকাল- মহাকালব্যাপী
সিদ্ধভাতের ভাপ
প্রিয় জীবনের ঘ্রাণশক্তি ।
অগণন বানানো হচ্ছে আটা-ময়দা রুটি
সেঁকা হচ্ছে রুটির খাদ্যশিল্প
শস্যদানার কীযে সম্মোহন কীযে অফুরান প্রাণশক্তি
উদার চিত্তে বিলানো মানুষের খাদ্যসম্ভার ।

প্রকৃতি খেলাকরে
রোদ-বৃষ্টি আলো-অন্ধকারে মানুষের আনন্দ-অন্দরে
উৎসব উদযাপিত হয়
আশা জাগে মহাসমারোহে
প্রেমিক যুগল সর্বকালে সখ্য হয়
আবেগের কাব্য পঙক্তি
সত্যনিষ্ঠ শপথবাক্য করে পাঠ
জীবনজোয়ারে অন্তর আকুল হয়ে ওঠে ।

দুঃখ থেকে যায় অননুমেয়
শেখর ভট্টাচার্য

নিকষ কালো রাতে স্তব্ধতার ছন্দে লেখা কবিতা পাঠ করি,
রাজা জিউসের রাজদন্ড ভেসে আসে কানে
কবিতা সহ মঙ্গল যতো আলোক নিভে যাবে, জোনাকী হয়েও
আসবে না ফিরে এই প্রান্তরে,
প্রাণহীন ঝরা পাতা, শূন্য গাছের ডালের হাহাকার,

শোক সঙ্গীতের মতো মাতম তুলে বাতাসে
কবিতাহীন পৃথিবীর কথা ভেবে, ঘন অন্ধকারে
ছেয়ে যায় লোকালয় ।

কবিরা এলিজি লিখেন, তবুও দুঃখ থেকে যায় অননুমেয় ।
বৃষ্টিহীন অন্ধকার দিনে, ইন্দিরা ঠাকুরণ বসে বসে
বারান্দায় সুর তুলেন, 'হরি দিনতো গেলো, সন্ধ্যা হলো
পার করো আমারে' ।

কে আছো!
কাজল চক্রবর্তী

ছুটে গেলে দোতারার খোঁজে
বাজাতে হবে অনামিকায়
দুটো তার একসাথে বেজে
তপ্তসুখে সুর ছড়ায়

হাতে থাকবে না ইতিহাস কোনো
কে ছিল আপন কে কে ডুরে গেল!
হিসেবেতে বেশ আজ গোলমাল হল
গদির ফকির দাঁড়িয়ে এখনো!

তর্জনীতে ঠেসে দুটো তার ধরো
কম্পনে তার কেঁপে থরোথরো
কে আছো কোথায় এসো ভাই
এ সর্বনাশের শেষ দেখে যাই

ঝিনুক কথা
মাহবুবা ফারুক

আকাঙ্ক্ষা
ঝিনুক যদি হয় ওই আঙুলের নখ,
আমার তবে মুক্তো হয়ে জন্ম নেবার শখ ।

পবিত্র
ঝিনুক যারে বহে
সে হয় মুক্তো,
বুকে ঠাঁই পাওয়া
তুমি সেই ধুলোকনা ।

পার্থক্য
ঝিনুক যাকে বুকে ধরে সে হয় মুক্তো,
ধুতুরা ফুল যাকে ধরে সে বিষাক্ত ।

মেঘবালিকা
নুশরাত রুমু

মেঘবালিকা মাতাল হলো আজ মহুয়া পিয়ে
আঁধারে ডোবা রাত ভেসে যায় সাগর তটে
গোধূলির অতৃপ্তি ঝরে পড়ে জীর্ণ জীবনে ।

উচ্ছাসের নদীও নীরবে বয় উপেক্ষা সয়ে,
বিলীন সন্ধ্যা খোঁজে পশ্চিমের লাল আভা!
সূর্য বিরহী সবুজ মন মেঘের কান্নায় সুর মেলায় ।

তবু জেনো, সুতো বন্দি মোমের শিখাও
একদিন আকাশ ছুঁতে চায় ।

পথের মার্বেল
আতাউর রহমান মিলাদ

পাখিরা উড়ে যাচ্ছে দূরদেশে, দলবেঁধে
নির্ভরতার ছায়ায়,স্বপ্ন শিকারে

মায়ের আঁচলে ঘাম মুছে যাচ্ছে ওরা
অজানায়
কৈশোরের নদী ফেলে, জলের কীর্তন
মাটি পোড়া গন্ধ, শীতল পাটির ঘুম
শিশিরের ভেজা ঘ্রাণ
বর্ষাস্নাত বৃষ্টির গান

চলে যাচ্ছে ওরা
চাঁদের আলোয় ভেসে জ্যোৎস্না কুড়াতে

প্রজন্মের চিহ্ন মিশে যাচ্ছে অন্য স্রোতে
হারিয়ে যাচ্ছে গায়ের গন্ধ, মায়ের
জন্মের দাগ, নদীমাতৃক অহংকার

ফিরে আসেনা ওরা
অন্যের আয়নায় মুখ দেখে ভুলে যায়
বাড়ি ফেরার পথ

যদি আসতে চাও
এবি ছিদ্দিক

যদি কখনও আসতে চাও-
তবে সবুজ রঙ মেখে এসো...
মালা দিও...কাঁটা দিওনা, প্রিয়

আমি অনেক রুগ্ন ও পান্ডুর হয়ে যাচ্ছি!
দেহে ব্যাধি বাসা বেঁধেছে...
বাকযন্ত্রও বুঝি বিকল হয়ে যায়!

ভোরের সূর্য ক্রমশ অস্তমিত হতে যাচ্ছে...
আমিও আমার ঋতু চক্রের শেষ প্রান্তে!
তোমার উষ্ণ হাতখানা.....
আমার বুকের উপর রেখো-
যেন চার চোখের শেষ কথাগুলো শেষ হয়

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



রণবীরের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এতদিন পর মুখ খুললেন আনুশকা

বিনোদন ডেস্ক: 'ব্যান্ড বাজা বারাত, 'লেডিস ভার্সেস রিকি বহেল' থেকে 'দিল ধড়কনে দো', একসঙ্গে বহু হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন রণবীর সিং- আনুশকা শর্মা। রণবীরের প্রথম ছবি 'ব্যান্ড বাজা বারাতের' নায়িকা ছিলেন আনুশকা প্রথম ছবিতেই দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন এ জুটি। ছবির সাফল্যের পরই রণবীর ও আনুশকা প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে বলিপাড়ায়।

আনুশকা অবশ্য বরাবরই এই খবরকে গুঞ্জন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ক্রিকেটার বিরাট কোহলীর স্ত্রী। অন্যদিকে রণবীর ও দীপিকা পাড়ুকোনের সুখের সংসার। কিন্তু রণবীর আর আনুশকা সম্পর্ক আসলে ঠিক কেমন ছিল? সত্যিই কি প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন এই জুটি? আনুশকা একবার অতিথি হয়ে এসেছিলেন সিমি গারেওয়ালের শো 'দ্য মোস্ট ডিজায়ারেবল'-এ।

সিমি গারেওয়ালের এই শোতেই রণবীরের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে খোলসা করেন আনুশকা রণবীরের সঙ্গে তার কোনো দিনই প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। আনুশকা বলেন, আমাদের সম্পর্কের কোনো স্থিরতা নেই আমরা দুজন দুজনকে খুনও করে ফেলতে পারি। আমি সত্যি বলছি, আমি ওর মাথা কেটে ফেলতে পারি, ও আমার মাথা কেটে ফেলতে পারে।

দুজনের সম্পর্ক কেন প্রেমের পরিণতি পেল না সেই বিষয়ে তিনি আরও বলেন, আমাদের দুজনের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই আলাদা। ও ভীষণই বাস্তববাদী মানুষ। আর আমি একেবারেই বাস্তববাদী নই আমরা দুজনেই ভীষণ উত্তেজিত প্রকৃতির। কিন্তু আমার আমি এ মুহূর্তে কোনো সম্পর্কে যেতেই চাই না।

স্বামীরা সবসময় থাকে না -মেহজাবিন



বিনোদন ডেস্ক: ছোটপর্দার অভিনেত্রী মেহজাবিন চৌধুরী। নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমেই জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তিনি। টেলিভিশন হোক কিংবা অনলাইন সবখানেই তার জয়জয়কার। তবে আজকাল নাটকে অভিনয় থেকে কিছুটা দূরে আছেন তিনি।

এবার ঈদুল আজহায় মুক্তি পেয়েছে মেহজাবিন অভিনীত ওয়েব সিরিজ 'পুনর্জন্ম'-এর শেষ অধ্যায়।

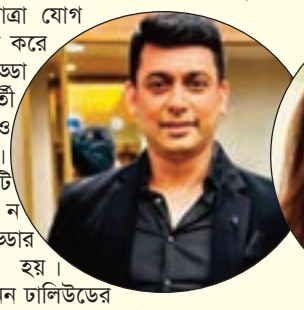
অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সরব তিনি। সম্প্রতি ফেসবুকে নারীদের উদ্দেশ্য করে একটা পোস্ট দিয়েছেন এ অভিনেত্রী।

মেহজাবিন লিখেছেন, নারী: আপনাকে সব কিছু করতে হবে না। আপনাকে একজন সুপারমম, একজন সুপার হাউসওয়াইফ, একজন সুপার পেশাদার, একজন সু-পারওম্যান হতে হবে না। কারণ যখন আপনার শরীর আপনাকে সমর্থন করবে না, তখন খুব কম লোকই আপনার ওই পরিশ্রমের কথা মনে রাখবে।

অভিনেত্রী আরও লিখেছেন, তাই বাইরে যান, ভ্রমণ করুন, হাঁটাহাঁটি করুন, ওয়ার্কআউট করুন, পার্কে যান, জিমে যান, যা আপনাকে চাঙা করে তা খান, নিজেকে ঠিক করুন–আপনার পছন্দের পোশাক পরুন, নিজের মতো থাকুন, নিজের যত্ন নিন, নিজেকে ভালোবাসুন, কখনো কখনো না বলুন এবং এটি আপনার জন্যই করুন!

পোস্টের শেষে মেহজাবিন লিখেছেন, বাচ্চারা বড় হয়ে চলে যায়, স্বামীরা সবসময় থাকে না, কাজ সহজেই আপনাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে, ঘর আবার নোংরা হয়ে যাবে, তবে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যও গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি দ্বিতীয় সুযোগ নাও পেতে পারেন।

মন খারাপ থাকলে কেন জায়েদ খানের ভিডিও দেখেন মিম?





বিনোদন ডেস্ক: ঈদুল আজহার কয়েক দিন পার হয়ে গেলেও ঘরে ঘরে ঈদের আমেজ এখনও শেষ হয়নি। একই সঙ্গে টেলিভিশন, ইউটিউব ও ফেসবুকে ঈদ আড্ডা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষ করে তারকাদের আড্ডা ঈদের পরবর্তী আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি একটি টেলিভিশন চ্যানেলে ঈদ আড্ডার আয়োজন করা হয়। সেখানে অংশ নেন ঢালিউডের জনপ্রিয় নায়িকা ও মডেল বিদ্যা সিনহা সাহা মিম।

এ অভিনেত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয় কোন নায়কের কোন প্রতিভা বেশি ভালো লাগে। প্রশ্নোত্তরে তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেন।

প্রথমে সিয়াম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে মিম বলেন, সিয়ামের মধ্যে হিরোর যেগুলো গুণ থাকা দরকার, সেগুলো আছে। বলা যায়, বর্তমান সময়ের আলোচিত নায়ক। আমি সিয়ামকে বলিউডের কার্তিকের সঙ্গে তুলনা করি। এবং তার অভিনয়ের সঙ্গে কার্তিকের অভিনয়ের মিল খুঁজে পাই।

চিত্রনায়ক জায়েদ খান কেমন অভিনেতা জানতে চাইলে বিদ্যা সিনহা মিম বলেন, তার (জায়েদ) কোনো ফেসবুকে ভিডিও এলেই আমি দেখি। বিশেষ করে মন খারাপ থাকলে জায়েদ খানের ভিডিও দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। খুব ভালো লাগে। মন খারাপ থাকলেও হাসি পায়। এক কথায় তার ভিডিও দেখলে আমার হাসি পায়। কেন হাসি পায় তা আমি জানি না।

পরীমনিকে প্রেমের প্রস্তাব দিলেন ক্রিকেটার আশরাফুল





বিনোদন ডেস্ক: ঈদুল আজহার কয়েক দিন পার হয়ে গেলেও ঘরে ঘরে ঈদের আমেজ এখনো শেষ হয়নি। একই সঙ্গে টেলিভিশন, ইউটিউব ও ফেসবুকে ঈদ আড্ডা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষ করে তারকাদের আড্ডা ঈদপরবর্তী আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি একটি টেলিভিশন চ্যানেলে ঈদ আড্ডার আয়োজন করা হয়। সেখানে অংশ নেন ঢালিউডের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা পরীমনি ও বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল।

এ সময় আশরাফুলের কাছে জানতে চাওয়া হয় আপনি কখনো মেয়েদের প্রেমের প্রস্তাব করেছেন? প্রশ্নোত্তরে সাবেক অধিনায়ক বলেন, না আমি কখনো মেয়েদের প্রস্তাব দিইনি। পছন্দ হয়েছে, তার পর সোজা বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। প্রথম দেখাতেই ভালো লেগেছে। তার পরই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি; কিন্তু প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। মূলত ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল আমার স্ত্রীর সঙ্গে।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে বসে থাকা আশরাফুলকে মঞ্চে দাঁড়াতে অনুরোধ জানান উপস্থাপক। অন্যদিকে পাশে বসে থাকা পরীমনিকে মঞ্চের সামনে আসতে বলেন। এর পর পরীমনির কাছে প্রেমের প্রস্তাব দিতে বলা হয় সাবেক অধিনায়ক আশরাফুলকে।

অনুষ্ঠানের ভিডিওতে দেখা যায়, মঞ্চের মধ্যে পরীমনি হেঁটে আসছেন। এ সময় আশরাফুল পরীমনিকে বলছেন, ভালো আছেন? প্রশ্নোত্তরে পরীমনি বলেন, হ্যাঁ ভালো আছি। তার পর আশরাফুল বলেন, আপনি কি সিঙ্গেল? কারণ আমার বাসা থেকে বিয়ের চিন্তা করছে তো? আপনাকে দেখে আমার ভালো লেগেছে। আপনি সিঙ্গেল হলে হয়তো আমার বাসা থেকে প্রস্তাব পাঠাবে। এ সময় পরীমনিকে কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব থাকতে দেখা যায়।

উপস্থাপক পরীমনিকে জিজ্ঞেস করেন, জীবনে প্রস্তাব দেওয়ার চেয়ে পেয়েছেন বেশি মনে হয়? জবাবে পরীমনি বলেন, প্রস্তাব পেয়েছি আবার পছন্দ হলে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছি।

অভিযোগ সত্য নাকি কাদা ছোড়াছুড়ি?



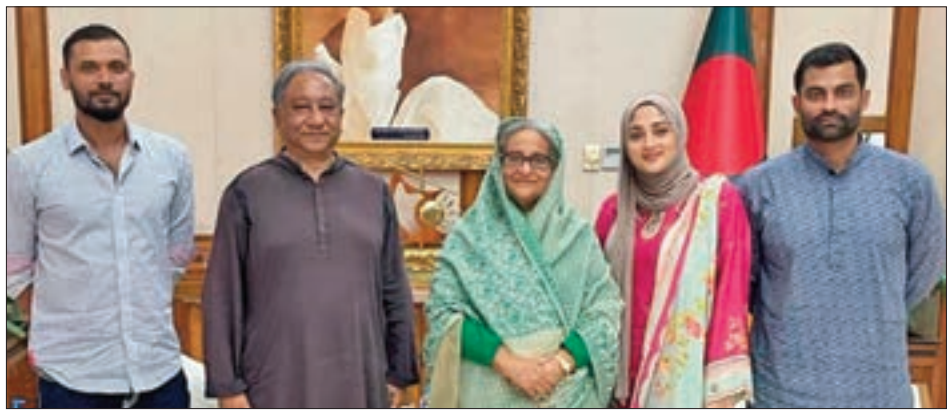
বিনোদন ডেস্ক: এবারের ঈদে একসঙ্গে মুক্তি পেয়েছে জনপ্রিয় নাট্যাভিনেতা আফরান নিশো অভিনীত 'সুড়ঙ্গ' এবং চিত্রনায়ক শাকিব খান অভিনীত 'প্রিয়তমা'। সিনেমা দুটি মুক্তির পর থেকেই দুই ভাগে বিভক্ত তাদের ভক্তরা। প্রশংসার পাশাপাশি চলছে নানা তর্কবিতর্ক, হচ্ছে নানাবিধ হিসাব-নিকাশ। কেউ বলছেন এবারের ঈদের সেরা সিনেমা নিশোর 'সুড়ঙ্গ'।

আবার কেউ দাবি করছেন শাকিবের 'প্রিয়তমা'ই সেরা। যদিও এসব নিয়ে দুই অভিনেতাকে কোনো মন্তব্য করতে দেখা যায়নি। তবে কিছু ভক্ত এ সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কাদা ছোড়াছুড়িতে রূপান্তর করছেন প্রতিনিয়ত। কিছুদিন আগে সাংবাদিকদের দেয়া এক সাক্ষাতকারে নিশোর এক মন্তব্য যেন সেইসব নোংরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আরও উসকে দিয়েছে।

পাইরেসিসংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে 'সুড়ঙ্গ' টিম। তাদের অভিযোগ, তাদের সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৃশ্য ফাঁস করে দেওয়া হচ্ছে অনলাইনে। এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধও পাচ্ছেন তারা। পাইরেসি বা ফাঁস হয়ে যাওয়ার বিষয়ে আফরান নিশো বলেন, 'চোর যখন অপরাধ করে, তখন ভাবে যে কখনো ধরা পড়বে না।

যারাই এসব করছেন, বুঝে অথবা না বুঝে, প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু খুঁজে বের করা যাবে। কখনো সময় বেশি লাগে, কখনো কম, এটুকুই।' তিনি আরও বলেন, 'আমি সো কল্ড হিরোদের মতো ওরকম হিরো নই, যারা বিয়ে করে ও বউ সন্তান লুকিয়ে রাখে।' অনেকের ধারণা, এসব কথার মাধ্যমে শাকিব এবং তার ভক্তদের ইঙ্গিত করেছেন নিশো। এ নিয়ে চলছে বাদানুবাদ।

এদিকে, সিনেমাসংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির অভিযোগ, চাহিদা থাকার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'প্রিয়তমা'-র শো। তাদের দাবি, মাল্টিপ্লেক্সে 'প্রিয়তমা'-র সব শো টাইম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'সুড়ঙ্গ'কে। ফলে সিনেমা দেখতে এসে ফিরে যাচ্ছেন দর্শক। যদিও এ বিষয়টি ব্লকবাস্টার সিনেমাস কিংবা স্টার সিনেপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ মানতে নারাজ। তাদের মতে, সাপ্তাহিক শিডিউলেই তাদের প্রেক্ষাগৃহে ঈদের সিনেমা চলছে।



ধানমন্ত্রীর নির্দেশে অবসর ভাঙলেন তামিম

স্পোর্টস ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে হটাৎ করেই অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) দুপুর নাগাদ চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলন করে ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানান বাংলাদেশ দলের ওয়ানডে অধিনায়ক। তবে একদিন পরেই অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফেরার ঘোষণা দিলেন এই ক্রিকেটার। বৃহস্পতিবার (৭ জুলাই) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে বের হয়ে ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দেন তামিম।

অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা বলতে তামিমকে ডাকেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার (৭ জুলাই) সকালেই চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন তামিম। বেলা আড়াইটায় গণভবনে প্রবেশ করেন তামিম। তামিমের সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী আয়শা। এছাড়া ছিলেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি মর্তুজা।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বের হয়ে ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দেন চট্টগ্রামের এই ক্রিকেটার। তবে আপাতত দেড় মাসের বিশ্রামে থাকবেন তিনি। আসন্ন এশিয়া কাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন দেশসেরা এই ব্যাটার।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে গণভবন থেকে বের হয়ে গণমাধ্যমকে তামিম বলেছেন, 'আজ দুপুরবেলায় আমাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বাসায় দাওয়াত করেছিলেন। উনার সঙ্গে অনেকক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। উনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন খেলায় ফিরে আসতে। আমি আমার রিটায়ারমেন্ট এই মুহূর্তে তুলে নিচ্ছি।'

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) দুপুর নাগাদ চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলন করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন তামিম। ১৬ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারের ইতি টেনে অশ্রুসিক্ত চোখে তিনি বলেছিলেন, 'গতকাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটিই আমার শেষ আন্তর্জাতিক খেলা। আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এই মুহূর্তে অবসরের ঘোষণা দিলাম। এই সিদ্ধান্তটি আমি হুট করে নেইনি। আমি গত কয়েকদিন থেকে এটা ভাবছিলাম। আমি আমি পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেছি। আমি মনে করি এটাই সঠিক সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার।'

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে মাশরাফির আবেগঘন স্ট্যাটাস

স্পোর্টস ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার নির্দেশে ১ দিনের ব্যবধানে অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন তামিম ইকবাল। তামিমের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার মূল কারিগর ছিলেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা। শুক্রবার (৭ জুলাই) মাশরাফির মাধ্যমেই প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে বৈঠকে বসেন তামিম। পরে তামিমের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রক্রিয়াও জানান মাশরাফি। এবার নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন নড়াইল এক্সপ্রেস।



মাশরাফি তার স্ট্যাটাসে লেখেন, 'সাকিবের ডেঙ্গু হলে, তিনি হাসপাতালে গিয়ে হাজির। মুশফিকের ব্যক্তিগত কথা বলতে হবে, তিনি বললেন, ''চলে আসো গণভবনে।'' তামিম হুট করে অবসরে, তিনি ডেকে নিয়ে সমাধান করে দিলেন। এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে একজন নেতার, যিনি দেশের অর্থনীতি থেকে শুরু করে খেলাধুলা, সবকিছুর খেয়াল রাখেন।'

এরপর ক্রিকেটারদের উদ্দেশে তিনি আরও লেখেন, 'প্রিয় খেলোয়াড় ভাইরা, এটা আপনাদের বুঝতে হবে যে, এসব তার দুর্বলতা নয়, বরং তার ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা থেকেই তিনি আপনাদের সম্মান করেন। আপনাদেরও উচিত ভালোবাসা দিয়ে সেই সম্মানটা ফিরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ নিজের কাজটা ঠিকভাবে করা, পুরো মনোযোগ দিয়ে খেলা ও সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।'

মাশরাফি আরও লেখেন, 'দেশের কোটি কোটি ক্রিকেটভক্ত আপনাদের দিকে তাকিয়ে, কারণ আপনারাই পারেন দেশ ও দেশের মানুষকে আনন্দের জোয়ারে ভাসাতে। কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধের পরও একটু আশা নিয়ে কখনও গ্যালারিতে, কখনও টেলিভিশনের সামনে বসে আপনাদের দেখতে, স্রেফ আপনাদের ভালোবেসে আর আপনাদের কাছ থেকে একটু আনন্দ পাওয়ার আশায়। আপনাদের জয় দেখে এই মানুষগুলো ভাবে, তারা নিজেরাই জিতেছে। এই আনন্দ, এই সুখ পৃথিবীর কোনো কিছুতেই আসবে না। আপনারা জিতবেন, আমরাও জিতব, এই আশাতেই আছি আমরা।'

কোন অভিমানে অবেলায় অশ্রুভেজা বিদায়

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে হঠাৎ অবসরে তামিম ইকবাল

স্পোর্টস ডেস্ক: হঠাৎ সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন তামিম ইকবাল। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই গুঞ্জন, গুজব ভেসে বেড়াতে থাকে বাতাসে। কী ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন খান সাহেব? নেতৃত্ব ছেড়ে দেবেন? ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াবেন? গত ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রামের জুবলি রোডে 'হোটেল টাওয়ার ইন'-এ ১৫ মিনিটের জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বোমাটা ফাটালেন তামিম।

'হোটেল টাওয়ার ইন'-এ বাংলাদেশ ক্রিকেটের একটি 'টাওয়ার' ধসে পড়ল। 'কাল (বুধবার) আফগানিস্তানের বিপক্ষে নিজের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছি,' তামিমের এমন অপ্রত্যাশিত উচ্চারণে অবিশ্বাসের ঢেউ ওঠে। কার ওপর রাগ করে, কোন অভিমানে এই হৃদয় বিদীর্ণ করা সিদ্ধান্ত? এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের অসমর্থিত উত্তর দেশের ক্রিকেটের জন্য এক মস্ত আঘাত। বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র তিন মাস আগে কোন ক্ষোভের আগুনে পুড়ে তামিম নিজের ১৬ বছরের বর্ণিল আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন আকস্মিক? সংবাদ সম্মেলনে এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

কেননা, প্রশ্ন করার কোনো সুযোগই দেননি ৩৪ বছর বয়সি এই বাঁ-হাতি ড্যাশিং ওপেনার। বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক চট্টগ্রামের ভূমিপুত্র তামিম ইকবাল যখন বিদায় নেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছেন, তার দুচোখে সাঁতার কাটছে আটকে থাকা অশ্রু। বারবার আবেগের প্লাবনে মৌন হয়েছেন। টিসু দিয়ে অশ্রু মুছেছেন। সংবাদকর্মীদের দুচোখে তখন অবিশ্বাস ও শোকের বর্ষণ। আগেরদিন বৃষ্টিভেজা ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছে আফগানিস্তানের কাছে। চব্বিশ ঘণ্টা না যেতেই অশ্রুভেজা তামিমের হঠাৎ বিদায়ের ঘোষণা জুবলি রোড থেকে কাজীর দেউড়ি হয়ে সারা দেশে টাইগার ভক্তদের স্তব্ধ করে দেয়।

'এটাই আমার শেষ। নিজের সেরাটা দিয়েছি। সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই মুহূর্তে আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি,' তামিমের কথাগুলো স্বগতোক্তির মতো শোনায়। গায়ে চিমটি কেটে জানতে ইচ্ছে করে, খান সাহেব যা বলছেন, তা কি সত্যি নাকি নিছকই ভ্রম। কেন এভাবে চলে যাওয়া। পথের শেষ হতে এখনো বাকি ছিল অনেক। অবেলায় কেন বেলাশেষের গান। তামিম এসব প্রশ্নের একটা উত্তর দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। 'হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত আমি নিইনি। একাধিক কারণে সরে দাঁড়ানোর কথা ভাবছিলাম। এখানে আমি সেটা উল্লেখ করতে চাই না। এ নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার মনে হয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর এটাই সঠিক সময়,' বললেন তামিম। একাধিক কারণের একটি হতে পারে বোর্ডের সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়ে যাওয়া এবং একজন বড় কর্তার অগ্রহণযোগ্য 'পরামর্শ'। কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংসেরও এখানে পার্শ্বচরিত্রে থাকাটা অসম্ভব নয়। মোটা দাগে, দেশের ক্রিকেটের পতাকা যারা শৃঙ্গে নিয়ে গেছেন, তাদের অবমূল্যায়িত করার অপসংস্কৃতির দায় বিসিবি এড়াতে পারে না, এই অভিমত ক্রিকেটবোদ্ধাদের। বিশিষ্ট ক্রিকেট বিশ্লেষক ও অভিজ্ঞ কোচ নাজমুল আবেদীন ফাহিম যেমন বলেছেন, সাকিব আল হাসানকেও তামিমের পথ অনুসরণ করতে হতে পারে। আঁচটা যে বিসিবির গায়ে লেগেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় তামিম ইস্যুতে জরুরি সভা ডাকে বিসিবি।



২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ঝলমলে পৃথিবীতে তার প্রবেশ। তিন সংস্করণে সব মিলিয়ে ৩৮৯ ম্যাচ, সবচেয়ে বেশি রান (১৫,২০৫), সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি (২৫টি) ও ৯৪টি ফিফটি এবং ১০৬ ক্যাচের মহামূল্যবান মণিরত্ন খেলোয়াড়ি জীবনের লকআপে গচ্ছিত রেখে গন্তব্যে পৌঁছার আগেই থেমে যাওয়ার পর তামিম বলেন, 'এই অভিযাত্রায় কয়েকজনকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত, যা তাদের প্রাপ্য। (বাকরুদ্ধ এবং দীর্ঘশ্বাস নিয়ে) আমি সবসময় বলে থাকি যে, বাবার স্বপ্নপূরণের জন্য ক্রিকেট খেলি (একথা বলার সময় আবারও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন)। জানি না, ১৬ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে বাবাকে গর্বিত করতে পেরেছি কি না।'

'আরও অনেকে আছেন, ধন্যবাদ যাদের প্রাপ্য। আমার ছোট চাচা আকরাম খান। তার হাত ধরে আমি জীবনের প্রথম ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলতে যাই। তাকে এবং তার পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই। আমার প্রথম কোচ এমএ আজিজ স্টেডিয়ামের তপন দা'কেও ধন্যবাদ জানাই (এসময় আবারও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন)। তিনি আমার শৈশবের কোচ। ধন্যবাদ জানাই সব খেলোয়াড়কে, যাদের সঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৩, অনূর্ধ্ব-১৫, অনূর্ধ্ব-১৭, অনূর্ধ্ব-১৯, 'এ' দল, প্রিমিয়ার লিগ, জাতীয় ক্রিকেট লিগ ও জাতীয় দলে খেলেছি। বিশেষ করে জাতীয় দলে আমার সহখেলোয়াড়দের ধন্যবাদ জানাই। ক্রিকেট বোর্ড আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার। বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছি। আমি তাদের সবাইকেও ধন্যবাদ জানাই,' একটানা বলে যান দেশের হয়ে ৭০ টেস্ট, ২৪১ ওডিআই ও ৭৮ টি ২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা তামিম।

তার সংযোজন, 'আমার বেশি কিছু বলার নেই। তবে একটা কথা অবশ্যই বলব, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি (কান্না)। সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। হয়তো সেটি যথেষ্ট হয়নি কিংবা হয়েছে। জানি না। তবে যখনই মাঠে নেমেছি, নিজের শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' পরক্ষণে তিনি বলেন, 'বলতে চাই এমন আরও কিছু বিষয় রয়েছে। কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কথা আটকে যাচ্ছে। আশা করি, পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন আপনারা। এই অবস্থায় কথা বলাটা সহজ নয়। সহজ নয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া। আশা করি, আপনারা তা উপলব্ধি করতে পারছেন। তাড়াহুড়া করে আপনাদের ডাকার জন্য দুঃখিত। মিডিয়ার সবাইকে ধন্যবাদ।'

ভক্তদের ধন্যবাদ দিতে ভোলেননি লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম ওঠা তামিম। বললেন, 'ভক্তদেরও ধন্যবাদ। আপনাদের ভালোবাসা ও আস্থা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে বাংলাদেশের হয়ে সেরাটা দিতে। আমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য আপনাদের প্রার্থনায় থাকতে চাই। কাউকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে গেলে দুঃখ প্রকাশ করছি। যারা আমাকে একজন ক্রিকেটার এবং মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন, তাদের সবাইকে হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ। আমার মা, ভাই, আমার স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়েকে ধন্যবাদ। আমার এই অভিযাত্রায় ওরা যেমন যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তেমনি আনন্দও পেয়েছে। ওদের সবাইকেও ধন্যবাদ। আমার আর কিছু বলার নেই।'

তামিম উপসংহার টানেন এই বলে যে, 'আমার টপিকটা এখানেই শেষ করে দেন, প্লিজ। এখানেই সমাপ্তি। অন্তত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কেন, কারণটা কী, কী হতে পারত, এসব বলে কী হবে। আমি সবসময় বলেছি, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়। টিমের ওপর ফোকাস করুন। সিরিজে দুটি ম্যাচ এখনো বাকি। আমার মনে হয়, আমরা সিরিজ জিতব।'

সংবাদ সম্মেলন শেষ করে তামিম যখন নিজের কালো গাড়িতে ওঠেন, তখন বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে টাইগারভক্ত শোয়েব পিচঢালা পথে মাথা ঠুকে বিলাপ করছে বিদায়ি নায়কের জন্য। বাংলাদেশের প্রত্যেক ক্রিকেটভক্ত শোয়েব হয়ে গেছে!





রাতেই পাওয়া গিয়েছিল ঝড়ের পূর্বাভাস

স্পোর্টস ডেস্ক: ৩৪-এ ১৬ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অবসান। যার শুরু সেই ২০০৭ সালের ফেবরুয়ারীতে। চাচা আকরাম খান ও বড় ভাই নাফিস ইকবালকে অনুসরণ করে ক্রিকেটের পথের পথিক হওয়া। বয়সভিত্তিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের ঝড় তুলে ১৮ ছুঁইছুঁই বয়সে অভিষেক। মাত্র চার ওয়ানডের অভিজ্ঞতায় বিশ্বকাপে ডাক পেয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ জেতানো ফিফটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আলো ছড়াতে শুরু করেন। তার নামের পাশে ৭০ টেস্ট, ২৪১ ওয়ানডে এবং ৭৪ টি ২০ ম্যাচ। বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি ও রানও তার।

ঝড়ের পূর্বাভাস মিলেছিল আগেই। চট্টগ্রামের আকাশও টের পেয়েছিল আগেরদিন। তা না হলে বিরতি নিয়ে কেন হবে বৃষ্টি। বন্দরনগরী কাল আরও বিষাদময় হয়ে ওঠে। নিজের শহরে এভাবে ক্যারিয়ারের শেষ করবেন, তা কে ভেবেছিল। চোটের থাবা নিয়ে হাস্যরস, বোর্ডের চাপ, কোচ-টিম ম্যানেজমেন্টের চাপ, দলে খেলোয়াড়দের গ্রুপিং আর নিতে পারছিলেন না। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো বারবার সমালোচনার ঝাপটা শেষতক আর সইতে পারেননি তামিম। অভ্যন্তজীবনের ঘেরাটোপ থেকে তাই বেরিয়ে এখন মুক্ত এই বাঁ-হাতি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে হারের দিন তামিম ছিলেন নিষ্প্রভ। রাতে দলের হোটেল ছেড়ে চলে যান। এরপর রাত দেড়টার দিকে এক সাংবাদিককে ফোন করে বলেন, 'আগামীকাল সংবাদ সম্মেলন ডেকেছি।'

সিরিজ চলার মধ্যে এভাবে কোনো অধিনায়ক সংবাদ সম্মেলন ডাকতে পারেন না। ইতিহাসে এমন উদাহরণ নেই। তখনই মেলে ঝড়ের পূর্বাভাস। পরে তামিম বলেন, কাল (বৃহস্পতিবার) সকালেই সময়টা জানানো হবে। ওই রাতে যারা তার কথা শুনেছেন তারা বুঝতে পারেন কী হতে যাচ্ছে। সকালে বিষয়টি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কয়েকজন তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি ফোন ধরেননি। কয়েকজনের ফোন ধরলে তারা অনুরোধ করেন, এখনই কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে।

প্রথমে বেলা সাড়ে ১২টায় সংবাদ সম্মেলনের সময় জানান। এরপর বলেন দুপুর দেড়টায়। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে হইচই আর হট্টগোলের মধ্যে তামিম বলেন, 'আজ একটু চুপ থাকেন। আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলতে চাই।' সাংবাদিকদের কৌতূহল বাড়ে। তামিম বারবার মাথা নিচু করে ক্যাপের নিচে চোখ দুটি লুকাতে থাকেন। ছলছল চোখ। মুখে আটকে যাওয়া কথা একসময় বের হতে থাকে চাপা কষ্ট হয়ে। কোনো স্ক্রিপ্ট ছাড়া মঞ্চে কী বলতে হবে সবই তার মুখস্থ ছিল।

তামিম বলেন, 'সাধারণত এরকম একটি পরিস্থিতিতে লোকে বক্তব্য লিখে নিয়ে আসে। আমি ওরকমভাবে প্রস্তুত নই। সারা জীবনই যখনই কোথাও আমি বক্তব্য দিয়েছি, কোনো কিছু লিখে নিয়ে যাইনি। আমি খুব বেশি বড় করব না। ছোট রাখার চেষ্টা করব। গতকাল (বুধবার) আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটিই আমার শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি।' তিনি বলেন, 'এটা হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। এটা নিয়ে ভেবেছি আমি..., ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে, যেটা এখানে বলার দরকার নেই। বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেছি। আমার সরে দাঁড়ানোর, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের এটাই উপযুক্ত সময়।'

কাল সকালে ঘটনা জানার পর বিসিবির অনেকেই তাকে ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। এ নিয়ে সকালে বিসিবির দুই পরিচালক তামিমকে এখনই এমন সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করেন। কয়েকজন জানান, 'ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত তামিমকে অধিনায়ক রাখার চিন্তা করেছিলেন তারা। এছাড়া ব্যাটার হিসাবে সে তো আরও দুই বছর ভালোভাবে খেলতে পারত। তামিমের অবসর নিয়ে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস বলেন, 'এ নিয়ে এখনই কোনো মন্তব্য করব না। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করব। তামিমের সঙ্গেও কথা বলব। এরপর ৮ জুলাই (দ্বিতীয় ওয়ানডে) আনুষ্ঠানিকভাবে জানাব।' তামিমের এমন বিদায়ে সতীর্থ তাসকিন আহমেদ, মেহেদী হাসান মিরাজরাও কষ্ট পেয়েছেন। তবে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছেন টাইগার শোয়েব। যিনি সব সময় বাংলাদেশ দলের সঙ্গে থাকেন। তামিম কাল হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার গাড়ির কাছে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন এই টাইগার ভক্ত। তামিমকে ফেরানোর জন্য আজ স্টেডিয়ামের সামনে সমর্থকরা মানববন্ধন করবেন। শেষ দুই ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন লিটন দাস।

বড় হারে সিরিজ হারলো বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: আফগানিহমশানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১৪২ রানের বড় ব্যবধানে হেরে সিরিজ খোয়ালো বাংলাদেশ। সিরিজের প্রথম ম্যাচে অপ্রত্যাশিতভাবে হারে বাংলাদেশ। সিরিজে সমতা আনার লক্ষ্য নিয়ে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নেমেছিল টাইগাররা। সিরিজে সমতার আনার লক্ষ্যে টস জিতে আফগানদের ব্যাটিংয়ে পাঠায় লিটন দাস।

প্রথমে ব্যাট করে দুই ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরানের সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশকে ৩৩২ রানের বড় লক্ষ্য ছুঁড়ে দেয় আফগানিস্তান। সেই লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৮৯ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। ৩৩২ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারায় বাংলাদেশ। দলীয় ১৫ রানে লিটনকে সাজঘরে ফেরান আফগান পেসার ফজলহক ফারুকি। ১৫ বলে ১৩ রান করে ফিরে যান লিটন। লিটনের বিদায়ের পর ক্রিজে আসেন নাজমুল হাসান শান্ত।

শান্তকে নিয়ে শুরুর ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন নাইম হাসান। তবে ফের উইকেট হারায় বাংলাদেশ। দলীয় ২০ রানে ৫ বলে মাত্র ১ রান করে আউট হন শান্ত। এরপর দলীয় ২৫ রানে ওপেনার নাইমের উইকেট হারায় বাংলাদেশ। এরপর হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে শুরুর ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন সাকিব। তবে রশিদের ঘুর্ণিতে ৪০ রানের জুটি ভাঙে। দলীয় ৬৫ রানে ৩৪ বলে ১৬ রান করে আউট হন হৃদয়। পরবর্তীতে দ্রুতই আরও দুই উইকেট হারিয়ে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ। সাকিব ২৯ বলে ২৫ ও আফিফ রানের খাতা না খুলেই সাজঘরে ফিরে যান।

এরপর মেহেদি মিরাজকে সঙ্গে নিয়ে কিছুটা প্রতিরোধ গড়েন মুশফিকুর রহিম। মিরাজকে সঙ্গে নিয়ে ৮২ রানের জুটি গড়েন মুশফিক। নিজের সাবলীল ব্যাটিংয়ে অর্ধশতক পূরণ করেন তিনি। তবে দলীয় ১৫৯ রানে মিরাজের উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ৪৮ বলে ২৫ রান করে আউট হন তিনি। এরপর ক্রিজে এসেই সাজঘরে ফি

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

যে ৪ চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগোতে যাচ্ছে দেশের অর্থনীতি

ঢাকা ডেস্ক: দেশে-বিদেশে সৃষ্ট নেতিবাচক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি চার ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে-ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও সরবরাহ পরিস্থিতি বাধাগ্রস্ত হওয়া, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা এবং আর্থিক খাতে অস্থিরতা। আর দেড় বছর ধরে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগুলোর পর এখন অর্থনীতির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে এসেছে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি ও ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের চাপ। এ দুইটিতে এখন সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে। গত ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। দেশের সার্বিক অর্থনীতির হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে প্রতি তিন মাস পর এ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ এই প্রথমবারের মতো ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের চাপে পড়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব এখনো অর্থনীতিতে পড়েনি। তবে অর্থনীতিতে চাপ রয়েছে। এক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে।

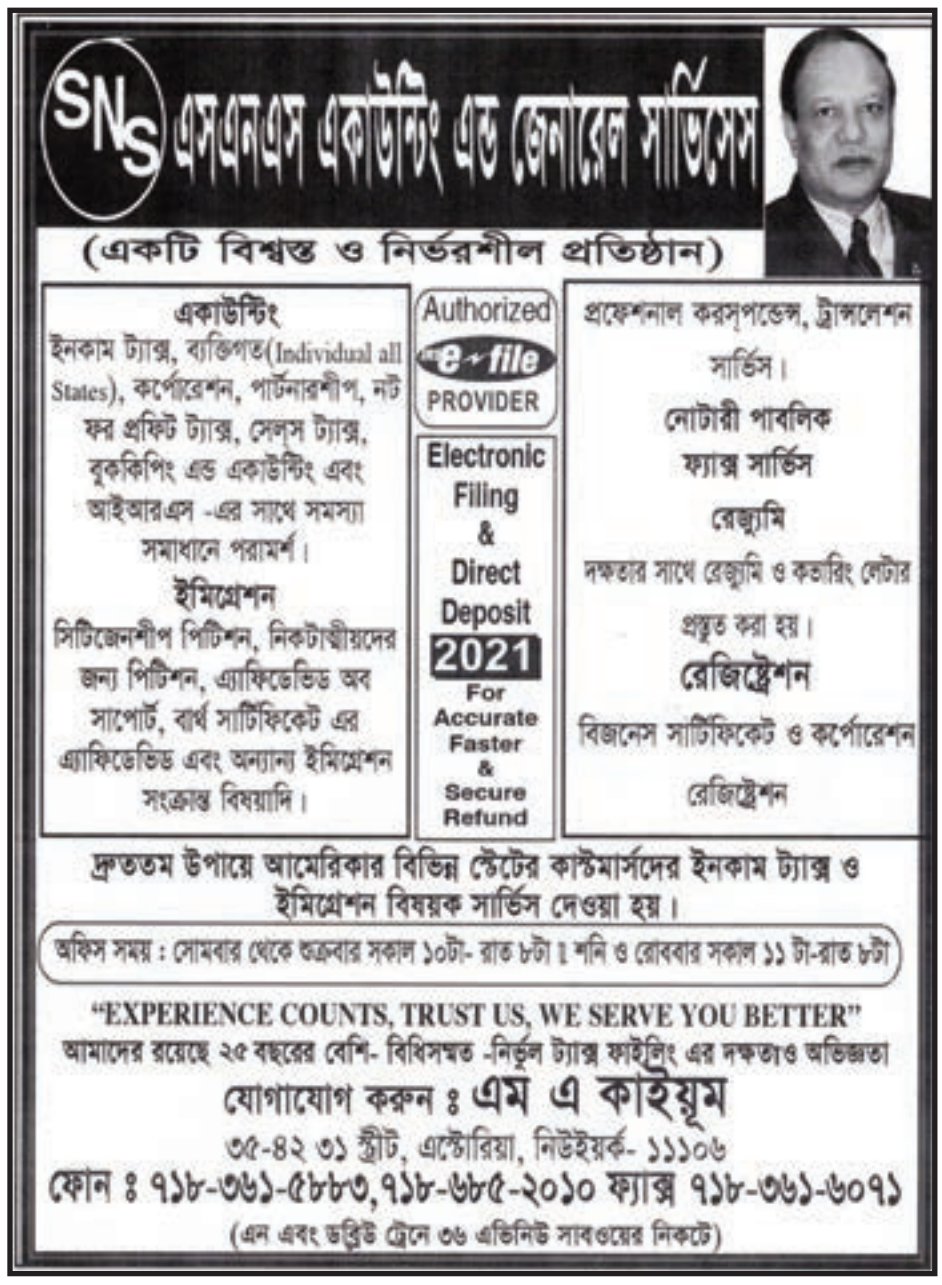
সূত্র জানায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় একটি অংশই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর নির্ভরশীল। এ দুটি অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে সবচেয়ে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। রপ্তানির প্রায় ৮২ শতাংশই এসব দেশে যাচ্ছে। অন্যদিকে আমদানির ৭২ শতাংশই আসছে ভারত ও চীন থেকে। রেমিট্যান্স সবচেয়ে বেশি আসছে এখন আমেরিকা থেকে। বর্তমানে যে ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তাতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

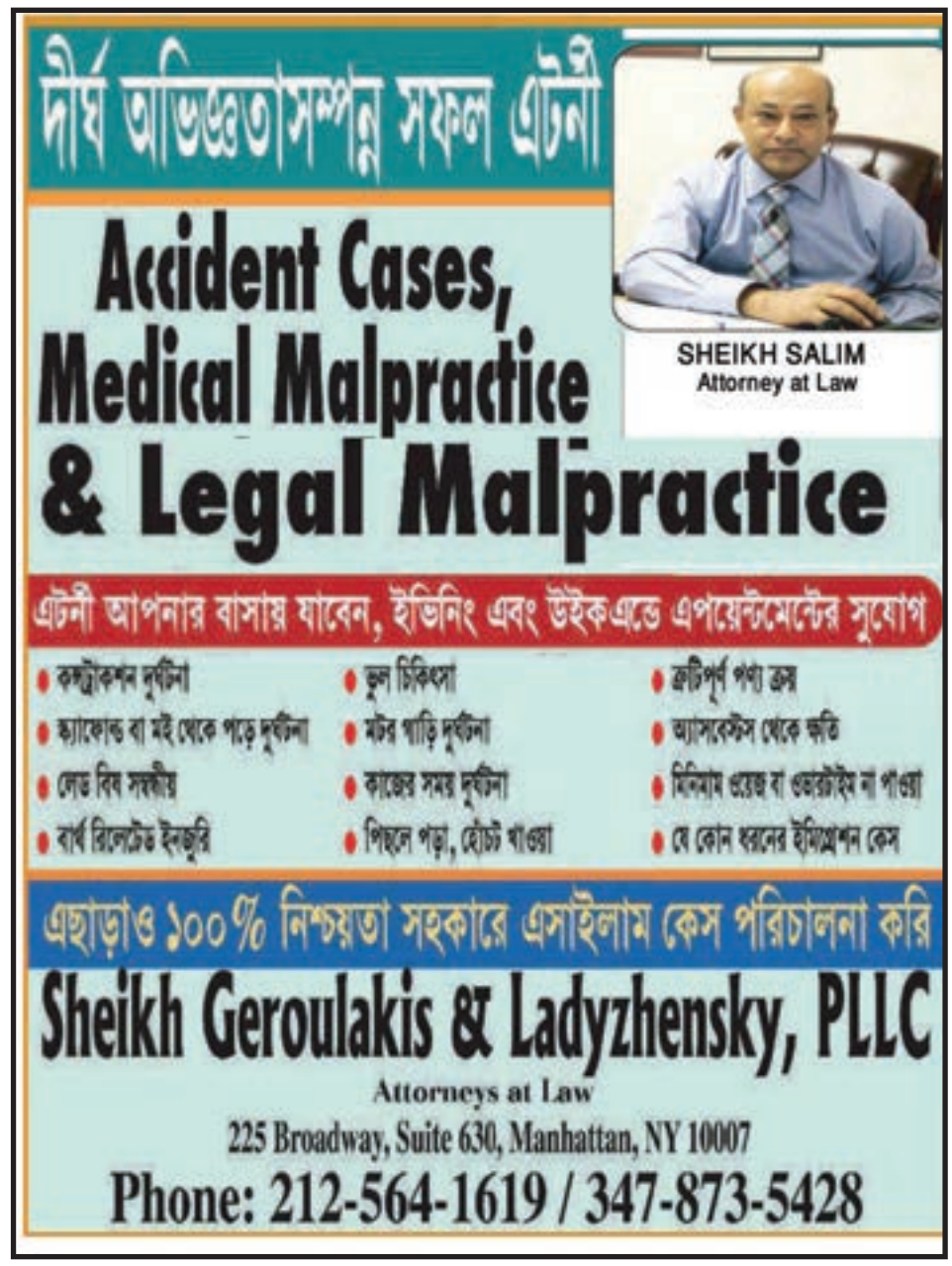
ভূরাজনৈতিকভাবে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। এ দুটি দেশকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ সতর্ক। এছাড়া গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বেশ কঠোর সমালোচনা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ তাদের সমালোচনা মানতে রাজি নয়। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ চীনের দিকে এক পা বাড়িয়ে রেখেছে। যদিও মুখে বলছে সব দেশের সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক রাখতে বাংলাদেশ মনোযোগী।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি নীতি এমনভাবে বিন্যস্ত করেছে যে গত বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় কমেছে প্রায় ১২ শতাংশ। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া কিছু বিধিনিষেধ এবং সাম্প্রতিক সময়ের ভিসানীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশিদের অর্থ রেমিট্যান্স আকারে দেশে চলে আসছে। যে কারণে হঠাৎ করে ওই দেশ থেকে রেমিট্যান্স বেড়ে গেছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এক্ষেত্রে সরকারকে সতর্কভাবে এগোতে হবে। এখনো ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নেতিবাচক প্রভাব অর্থনীতিতে পড়েনি। যাতে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হওয়ার নেতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যে মোকাবিলা করে বাংলাদেশ এগোচ্ছে। এর প্রভাব এখনো আছে। এই যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ঢেউ এখনো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আঘাত করে যাচ্ছে। আর্থিক খাতে অস্থিরতা ছিল। এখন তা কাটতে শুরু করেছে। ব্যাংকগুলোয় তারল্যের জোগান বাড়ছে। আগামী দিনে এ পরিস্থিতি আরও স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। তারল্যের জোগান বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেও নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সংকট থেকে বাংলাদেশে উদ্ভূত সমস্যার মধ্যে এখনো মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি ও ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়া সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়েছে। এ দুটি খাতে এখন সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে। এজন্য বৈদেশিক মুদ্রার জোগান বাড়াতে হবে এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জোগান বাড়াতে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।







Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ল'অফিস অব
রুমা জান্নাতুল
ইমিগ্রেশন ল' অফিস
কানুন কার্যালয়

- ইমিগ্রেশন
  * গ্রীন কার্ড * সিটিজেনশিপ
  * এসাইলাম * আপিল
  * I-130 * বিজনেস ইমিগ্রেশন
- ডিভোর্স / ম্যাট্রিমনিয়াল
  * চাইল্ড সাপোর্ট * কাস্টডি
- এক্সিডেন্ট এন্ড ইনজুরি
- রিয়েল স্টেট ক্লোজিং
- ল্যান্ডলর্ড এন্ড ট্যানেন্ট
  * ইভেকসান
- সিভিল কোর্ট প্রসিডিংস



৬ দিনই খোলা

এটর্নী জান্নাতুল রুমা
জুরিস ডক্টর
এটর্নী এ্যাট ল' (নিউইয়র্ক)

বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আইনি সহায়তা প্রদান

(516) 549-6707
(718) 427-1233
37 11 74th Street,Suite # F2
Jackson Heights, NY 11372
rumalawny@gmail.com
www.rumalawny.com



১৬ বিলিয়ন ডলারে নির্মিত হচ্ছে নিউইয়র্ক সিটি গেটওয়ে টানেল

(শেষের পাতার পর)

সেনেটর চাক শুমার গত ৬ জুলাই বৃহস্পতিবার টুইট করে এই তথ্য জানিয়েছেন। চাক শুমার বলেন, এক ট্রিলিয়ন ডলারের অবকাঠামো উন্নয়ন বিল কংগ্রেস অনুমোদন ও পরে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের স্বাক্ষরেই এই বরাদ্দ নিশ্চিত করা সম্ভব হলো।

জানা গেছে, হাডসন নদীর তলদেশ দিয়ে এই টানেল নির্মিত হবে। ২০২১ সালে টানেলটির প্রাথমিক প্রত্যাশিত ব্যয় নির্ধারণ করা হলেও এখন তা ১৪% বেড়ে ১৬.১ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ থেকে এর অর্ধেক খরচ মেটানো হবে। বাকি অর্ধেক বহন করবে নিউইয়র্ক ও নিউজার্সী কর্তৃপক্ষ। নিউইয়র্ক ও নিউজার্সীর অ্যামট্র্যাক ও পোর্ট অথরিটি এই খরচ দেবে।

অ্যামট্রাকের সবচেয়ে ব্যস্ত এই রুটের করিডোর তৈরির জন্য এই গেটওয়ে অত্যন্ত জরুরি। প্রতিদিন ২ হাজার ২০০টি ট্রেন এই পথে ওয়াশিংটন ও বোস্টনে আসা-যাওয়া করে। এই টানেল সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করা হবে এবং প্রতিস্থাপিত হবে বর্তমান টানেলের সঙ্গে। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে হ্যারিকেন স্যান্ডিতে মারত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই টানেল।

দ্য গেটওয়ে ডেভেলপমেন্ট কমিশন এই প্রকল্পের ওপর পর্যবেক্ষণ করবে। কমিশন বলেছেন, ফেডারেল ফান্ডিংয়ের বাকি অংশ আসবে ৪ বিলিয়ন ডলারের ফেডারেল-স্টেট পার্টনারশিপের পক্ষ থেকে। টানেলটির ভবিষ্যত মালিকানা থাকবে অ্যামট্রাকের হাতে। ম্যানহাটানের হাডসন ইয়ার্ডের ২৯২ মিলিয়ন ডলারের রাইট-অব-ওয়ের নির্মাণ কাজও শেষ করবে অ্যামট্র্যাক।

এক সময় এই প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজ শুরু করার কথা ছিলো ২০২৩ সালের মাঝামাঝিতে। এখন তা ২০২৪ সালে গড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে না। এর আগে ২০১০ সালে নিউজার্সীর গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টির অমতের কারণে এই প্রকল্পটি বাতিল হয়। পরে প্রেসিডেন্ট বাইডেনে উদ্যোগে প্রকল্পটি ফের চাঙ্গা হয়। বাইডেনকে ভাবা হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাততম ট্রেন প্রেমি হিসেবে। তিনি বলেছিলেন, এই প্রকল্পটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফাইলে	$ 17.99
আমিল স্যালমন ফাইলে	$ 17.99
আমিল স্যালবাকোনেক ফাইলে	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফাইলে	$ 18.99
স্যাবার স্যালমন ফাইলে	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফাইলে	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com











নিউইয়র্ক মহানগর আঃ লীগের সা. সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর মায়ের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর মাতা আলহাজ্ব মমতাজ বেগম চৌধুরী ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না হিলাইহি রাজিউন। সোমবার (৩ জুলাই) সকাল ১১টায় নিউইয়র্ক সিটির ওজন পার্কে নিজ বাসায় তিনি বার্ধক্য জনিত কারনে ইন্তেকাল করেন বলে জানা গেছে। তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। মরহুমা হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর চৌধুরীরও মাতা। মৃত্যুকালে ৪ পুত্র ৬ কন্যা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। খবর ইউএনএ'র।

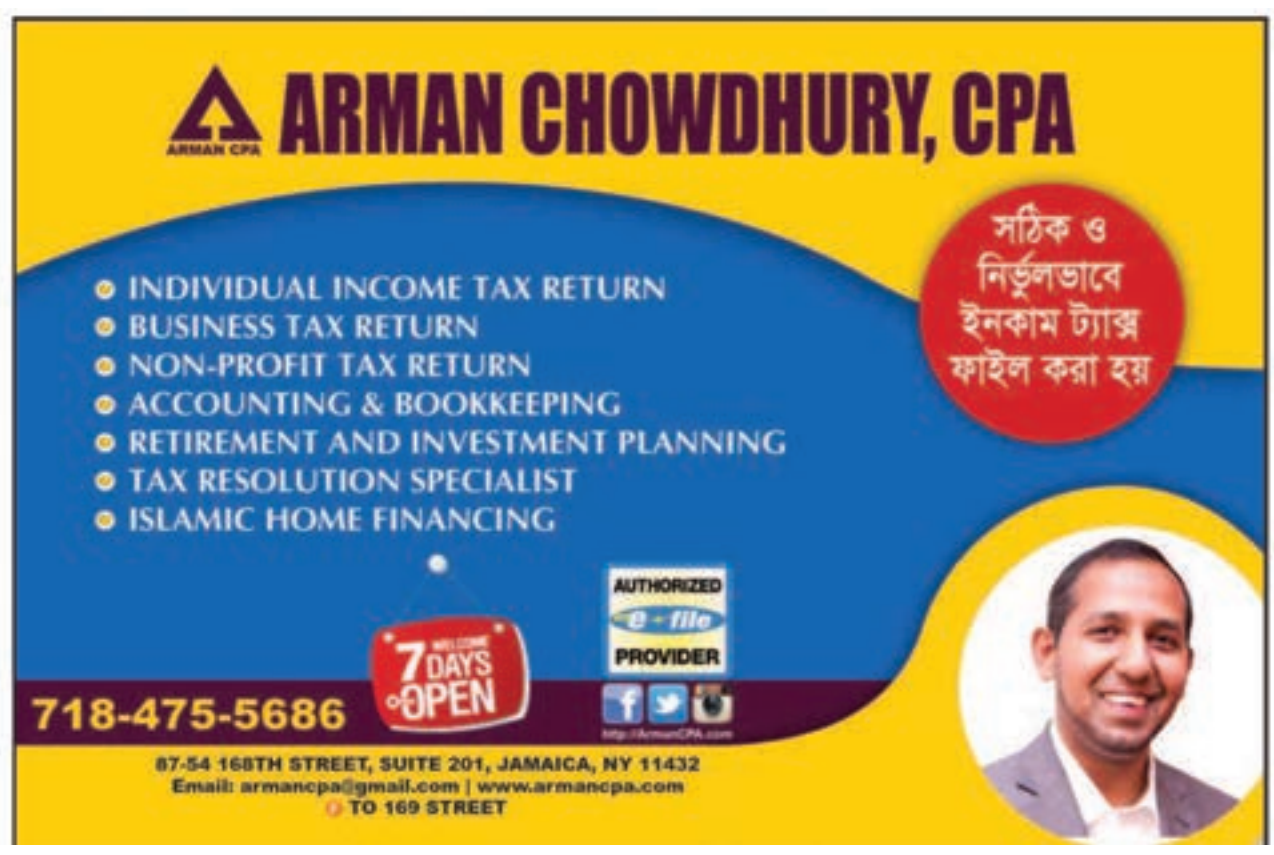
হবিগঞ্জ জেলা শহরের মুসলিম কোয়ার্টারের বাসিন্দা আলহাজ্ব মমতাজ বেগম চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের সাথে সিটির ওজনপার্কে বসবাস করছিলেন। মরহুমার প্রথম দফা নামাজে জানাজা মঙ্গলবার বাদ জোহর ওজন পার্কস্থ আল আমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার করগাঁও গ্রামের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে দ্বিতীয় দফা জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় বলে জানা গেছে। এদিকে ইমদাদ চৌধুরী তার মরহুমা মায়ের জন্য সবার দোয়া কামনা করেছেন।

হবিগঞ্জ থেকে ইমদাদ চৌধুরী জানান, গ্রামে তার মায়ের জানাজায় সিলেট সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান সহ বিশিষ্ট রাজনীতিক নেতা ও সমাজসেবী সহ সর্বস্তরের হাজার হাজার লোক অংশ নেন।

শোক প্রকাশ: এদিকে আলহাজ্ব মমতাজ বেগম চৌধুরীর মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। পৃথক পৃথক বার্তায় তারা মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোক প্রকাশ নেতৃবৃন্দরা হলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান, সহ সভাপতি এম উদ্দিন আলমগীর, মাসুদ সিরাজী ও শফিউদ্দীন তালুকদার, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, দুলাল বিল্লাহ ও শিবলী সাদিক, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুল হক হায়দার, সুমন মাহমুদ, প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগনেতা সেবুল মিয়া, রিয়াজুল কাদির লস্কর মিঠু, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা দরুদ মিয়া রনেল, সৈয়দ কিবরিয়া, হেলাল মিয়া, শাহ সেলিম, ছাত্রলীগ নেতা জেড এ জয়, ফাহিম আহমদ, কানেক্টিকাট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমদ চৌধুরী, ব্রঙ্কস আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত, সহ সভাপতি আবু তাহের চৌধুরী সহ প্রমুখ।





দুই বাংলাদেশী হামলার শিকার

(শেষের পাতার পর)

প্রবাসী বাংলাদেশী নিয়াজ মাহমুদ । খবর ইউএনএ'র ।

সাংবাদিক মাহথির ফারুকী জানান, স্বাধীনতা দিবসের ফায়ার ওয়ার্কস দেখার জন্য ফারুকী মঙ্গলবার বিকেলে সোয়া ৮টার দিকে স্বপরিবারে ব্রুকলীনের কনি আইল্যান্ডে গেলে তার স্ত্রী সিনথিয়া ফারুকী দুই বাচ্চা নিয়ে কনি আইল্যান্ডে যান এবং মহাথির গাড়ী পার্ক করছিলেন । এসময় একটি খাবারের দোকানের পাশে বসে বাচ্চাকে খাওয়ানোর সময় পার্শ্ববর্তী ভিনদেশীর পানির বতল পড়ে গেলে তার সিনথিয়ার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন । তখন সিনথিয়া দু:খ প্রকাশ করলেও ভিনদেশীরা সিনথিয়াকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে শারীকিভাবে আঘাত করে । এসময় সিথিয়া পুলিশ করলে সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে ভিনদেশীদের শাসিয়ে বিদায় করে দেয় । কিন্তু বেলা ডুবার পরপরই ৪/৫জন ভিনদেশী আবার সিনথিয়ার উপর হামলা করে । এসময় তারা চোখ ও মুখে ঘুষি পারে । এতে সিনথিয়া মারাত্বকভাবে আহত হলে আশপাশের লোকজন ৯১১ কল করলে পুলিশ আসার আগেই হামলাকারীরা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে । পরে পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সযোগে সিনথিয়াকে নিকটবর্তী ল্যান্ডন হসপিটাল সেন্টারে নিয়ে জরুরী বিভাগে ভর্তি করে । জরুরী চিকিৎসা শেষে সিনথিয়াকে বুধবার ভোরে রিলিজ দেয়া হলে সে বাসায় ফিরে আসে । সাংবাদিক মাহথির ফারুকীর স্ত্রী সিনথিয়া আলমগীর মাহাথীর উপর হামলার ঘটনায় নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন ।

অপরদিকে নিয়াজ মাহমুদ নামের আরেক বাংলাদেশী মঙ্গলবার কাজ থেকে বাসায় ফেরার পথে ম্যানহাটনের ৮ এভিনিউ এবং ২৩ স্টীটে কৃষ্ণাঙ্গ সন্ত্রাসী কর্তৃক গুরুতর ভাবে হামলার শিকার হন । তিনি নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক মিসেস জোহরা বেগম এর স্বামী । এই ঘটনায় নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিনের নেতৃবৃন্দ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এই সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন ।

ক্লান্তি লুকাবেন যেভাবে

(শেষের পাতার পর)

রাত জেগে কাজ করার ফলে ভালো ঘুম হয় না । তাই পরদিন সকালে অফিসে যাওয়ার পর খুবই ক্লান্তি লাগে তার । মাঝেমধ্যে এ বিষয় নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে যান । ঠিকমতো ঘুমের অভাবে চোখের নিচেও কালি পড়েছে । প্রায়ই অফিসের মিটিংয়ে তাকে ক্লান্ত দেখায় । অর্ষার মতো এ রকম সমস্যায় ভোগেন অনেকেই । তবে এ বিষয়ে টেনশনের কোনো কারণ নেই । রাত জাগার পরও কীভাবে নিজের ক্লান্তি লুকানো যায়, তারই কৌশল নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন । লিখেছেন শারমিন রহমান ।

চোখের নিচের কালো দাগ

চোখের নিচের কালো দাগ ঢাকার জন্য কনসিলার লাগাতে পারেন । সাধারণত কনসিলার ব্যবহার করা হয় ত্বকের কালো দাগ, ত্রুটি ও দাগজনিত বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে । এটি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে । তবে চোখের কালো দাগ ঢাকতে পেন্সিল, লিকুইড বা ক্রিম কনসিলার খুবই উপযোগী । চোখের চারপাশের কালো দাগ দূর করার জন্য হলুদ, কমলা ও জলপাই রঙের কনসিলার খুবই ভালো ।

ঠোঁট

রাত জাগার পর দিন বাইরে বের হওয়ার সময় ঠোঁটে হালকা রঙের লিপস্টিক অথবা গস যে কোনোটিই ব্যবহার করা যেতে পারে ।

চুল

অফিসে যাওয়া নারীরা পাঞ্চক্লিপ বা ব্যান্ড দিয়ে চুল বাঁধলে তাদের বেশ স্মার্ট দেখায় । তাই রাতে কম ঘুম হলেও পরদিন এ রকম করে চুল সাজালে আপনাকে অনেক সুন্দর দেখাবে । রাত জেগে কাজ করলে প্রচুর পানি পান করলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো । পরদিনও পানি পান করতে হবে বেশি করে । একই সঙ্গে সালাদ, টাটকা খাবার ও লাল চা খাওয়া যেতে পারে । এতে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকবে এবং সতেজ লাগবে । আর এ সময় বাইরে বের হওয়ার আগে নিজের পছন্দমতো উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরতে পারেন । তবে খেয়াল রাখতে হবে, পোশাকটি যেন আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই হয় ।

চোখের ফোলা ভাব চোখের ফোলা ভাব ও ক্লান্তি দূর করতে হলে আগের রাতে ফ্রিজে রাখা ঠান্ডা ব্যবহৃত টি-ব্যাগ চোখের উপর দিয়ে পনের মিনিট থাকতে হবে । এরপর চোখ থেকে কান পর্যন্ত হালকা ম্যাসাজ করলেই ক্লান্তি কেটে যাবে । কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপনি হালকা মেকআপ করলেই ভালো । অন্যান্য দিন যারা আইশ্যাডো বা মাশকারা ব্যবহার করেন না, তারা কাজল, মাশকারা, আইশ্যাডো ব্যবহার করতে পারেন । তবে তা হালকা রঙের হতে হবে ।

মহানগর আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন

(শেষের পাতার পর)

সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী । এই সময়ে তার অনুপস্থিতিতে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন । নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান গত ৮ জুলাই জানিয়েছেন । এ ব্যাপারে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ রফিকুর রহমান ।

টরেন্টোতে ফোবানা সম্মেলন আয়োজনের

(শেষের পাতার পর)

বুকিং দেয় হয়েছে বলেও জানান তিনি । এদিকে ফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী শাহনেওয়াজ এর অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে গিয়াস আহমদ জানান, বারবার যোগাযোগ করা সত্ত্বেও তার নির্লিপ্ত আচরণ প্রমাণ করে তিনি তাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন । কতিপয় ব্যক্তি ফোবানায় বিভক্তি সৃষ্ঠির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে উল্লেখ করে গিয়াস আহমেদ বলেন, এরা কমিউনিটিতে 'ব্যাড ইলিমেন্ট' হিসেবে চিহ্নিত । কমিউনিটির কল্যাণ নয়, নিজেদের পদ-পদবী ও স্বার্থ নিয়েই এরা সব সময় ব্যস্ত থাকে । কথিত এ ব্যাড ইলিমেন্টদের প্রতিরোধের আহবান জানান গিয়াস আহমদ । তবে, যে যতই ষড়যন্ত্র করুক নির্ধারিত সময়ে উৎসবমুখর আয়োজনে ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি । সংবাদ সম্মেলনে ফোবানার উপদেষ্টা ডা. মুসুদুর রহমানও বক্তব্য রাখেন । এছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে কাজী তোফায়েল ইসলাম, ওয়াহিদ কাজী এীরন, সৈয়দ এনায়েত আলী, মফিজুল ইসলাম রুমী প্রমুখ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ।





নিউইয়র্কে বাকা'র গুণীজন সংবর্ধনা






















বিশেষ প্রতিনিধিঃ নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে দুই গুণীজনকে সংবর্ধনা দিলো বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা)। বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য পুনঃনির্বাচিত হওয়ায় সংগঠনটি সংবর্ধনা দিয়েছে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু এবং বাংলাদেশ থেকে আগত, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যের মায়ামী আন্তর্জাতিক ওপেন কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী নাসিমা আকতার জুঁইকে। ব্রঙ্কসের নীরব রেস্টুরেন্টের হলরুমে গত ৪ জুলাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনটির সভাপতি বিশিষ্ট লেখক, রাজনীতিবিদ আহ-বাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি মোহাম্মদ সাদী মিন্টু। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদার, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আব্দুর রহিম বাদশা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, যুক্তরাজ্য থেকে আগত বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও রাজনীতিবিদ মতিউর রহমান চৌধুরী, কবি জুলি রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হোসেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রিয়াজ উদ্দিন কামরান, জালাল চৌধুরী, মুমিনুল ইসলাম মুমিন, রেজা আব্দুল্লাহ, মাঈন উদ্দিন নটু, কবি মাসুম আহমেদ, মোতাহের হোসেন রুবেল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বক্তব্য রাখেন টাইম টিভি'র অন্যতম পরিচালক ও সংগঠনের সহ সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরু , বাংলাদেশ সোসাইটির সাহিত্য সম্পাদক ও সংগঠনের সহ সভাপতি ফয়সল আহমেদ, সহ সভাপতি কবি মাকসুদা আহমেদ, নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কবি শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এমডি আলাউদ্দিন, সোহেল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া, স্কুল ও সমাজসেবা সম্পাদক সালমা সুমী, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক দুলাল রহমান।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দুই গুণীজনকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বাকার সহ সভাপতি মাকসুদা আহমেদ ও স্কুল ও সমাজসেবা সম্পাদক সালমা সুমী। অনুষ্ঠানের প্রধান অথিতি দুই সংবর্ধিত ব্যক্তিত্বের হাতে তুলে দেন বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত ব্যক্তিত্ব আব্দুল হাসিম হাসনু ও নাসিমা আকতার জুঁই সবার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ফয়েজ চৌধুরী, শরীফুল খালিশদার, সাংবাদিক শামীম আহমেদ, এবিএম সালাহউদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা মখন মিয়া, বালাগঞ্জ ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটির সহ সভাপতি ফয়জুন্নুর চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মামুন রহমান, এজিএম জাহাঙ্গীর, রোকন আহমেদ, খন্দকার আব্দুল বাকী, জেবুল আহমেদ, জুয়েল খান, মমতাজ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন প্রমুখ। আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ কামাল উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রনি, রায়হান জামান রানা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক লিয়াকত আলী, কার্যকরী সদস্য চৌধুরী মোমিত তানিম প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত এবং সফল করার জন্যে সংবর্ধনায় আগত সকল অতিথির প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নির্বাচন ভোটার ৪১৭জন

(শেষের পাতার পর)এ ই তালিকা চুড়ান্ত করা হয়। গত ৩০ জুন ছিলো ভোটার হওয়ার শেষ দিন। এদিনের ২৫১জন মেম্বারশীপ মিলে সংগঠনের সর্বমোট ভোটার হলো ৪১৭জন। এর আগে ১৬৬জন মেম্বারশীপ গ্রহন করেন। এই বৈধ ৪১৭জন ভোটার নিয়েই আগামীতে ফাউন্ডেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র।

ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাসানুজ্জামান হাসান ও প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্টা নাসির খান পল গত ৩০ জুন সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি ডা. আব্দুল লতিফের হাতে ফিসহ মেম্বারশীপ ফর্ম তুলে দেন। এসময় সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি তনু খান ছাড়াও ইঞ্জিনিয়ার এবিএম মিজানুল হাসান, মোতাহার হোসেন, আবু তাহের, মোহর খান, রহিমুল হুদা, ফরিদ হোসেন, কামরুজ্জামান বাবু, স্বপ্না খান, শাহানারা রীনা সহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মেম্বারশীপ ফর্ম হস্তান্তর পর্বে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা একদা প্রবাসের অন্যতম বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ-এর হারানো গৌরব আবার ফিরিয়ে আনার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাসানুজ্জামান হাসান বিদায়ী সভাপতি ডা. আব্দুল লতিফ সহ সকল কর্সকর্তাকে মান-অভিমান ভুলে আবার এক সাথে মিলেমিশে কাজ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানান। জবাবে ডা. লতিফ বলেন, আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতেই আগামীতে একটি শক্তিশালী নতুন কমিটি গঠন করা হবে।





ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে

(শেষের পাতার পর)

অধিকারী করেছি।" (সুরা আদ দাহর:২)

এটাই হলো দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা। মানুষ নিছক গাছপালা বা জীব-জন্তুর মত নয় যে, তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এখানেই পূরণ হয়ে যাবে এবং প্রকৃতির নিয়মানুসারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার নিজের অংশের করণীয় কাজ সম্পাদন করার পর এখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া এ দুনিয়া তার জন্য আযাব বা শাস্তির স্থান নয় যেমনটা খৃষ্টান পাদ্রীরা মনে করে, প্রতিদানের ক্ষেত্রও নয় যেমনটা জন্মান্তরবাদীরা মনে করে, চরণ ক্ষেত্রে বা বিনোদন কেন্দ্র নয় যেমন বস্তুবাদীরা মনে করে আবার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ক্ষেত্রও নয় যেমন ডারউইন ও মার্কসের অনুসারীরা মনে করে থাকে। বরং দুনিয়া মুলত তার জন্য একটা পরীক্ষাগার।

যে জিনিসকে সে বয়স বা আয়ুস্কাল বলে মনে করে আসলে তা পরীক্ষার সময় যা তাকে এ দুনিয়ায় দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে যেসব বস্তুকে কাজে লাগানোর সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে, যে মর্যাদা নিয়ে বা অবস্থানে থেকে সে এখানে কাজ করছে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার সবই মূল অসংখ্য পরীক্ষপত্র। জীবনের সর্বশেষ মুহুর্ত পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষা চলবে। এ পরীক্ষার ফলাফল দুনিয়ায় প্রকাশ পাবে না। বরং আখেরাতে তার সমস্ত পরীক্ষা পত্র পরীক্ষা ও যাঁচাই-বাচাই করে ফায়সালা দেয়া হবে। সে সফল না বিফল। তার সফলতা ও বিফলতা সবটাই নির্ভর করবে এ বিষয়ের ওপর যে, সে তার নিজের সম্পর্কে কি ধারণা নিয়ে এখানে কাজ করছে এবং তাকে দেয়া পরীক্ষার পত্রসমূহে সে কিভাবে জবাব লিখেছে। নিজের সম্পর্কে যদি সে মনে করে থাকে যে, তার কোন আল্লাহ নেই অথবা নিজেকে সে বহু সংখ্যক ইলাহর বান্দা মনে করে থাকে এবং পরীক্ষার সবগুলো পত্রে এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে জবাব লিখে থাকে যে, আখিরাতে তার স্রষ্টার সামনে কোন জবাবদিহি করতে হবে না তাহলে তার জীবনের সমস্ত কর্মকা- ভুল হয়ে গিয়েছে। আর যদি সে নিজেকে একমাত্র আল্লাহর বান্দা মনে করে আল্লাহর মনোনীত পথ ও পন্থা অনুসারে কাজ করে থাকে এবং আখেরাতে জবাবদিহির চেতনা বিবেচনায় রেখে তা করে থাকে তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলো। এ বিষয়টি আল কুরআনুল মাজিদে এত বেশী জায়গায় ও এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

মহান আল্লাহ এই পরীক্ষার জন্য প্রথমত: আমাদেরকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছেন যা উল্লেখিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "এর উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি।" এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে বিবেক-বুদ্ধি। অর্থাৎ "আমি তাকে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি"মানে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছি। আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, জন্তু জানোয়ারের বেলায় এ দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অথচ জন্তু-জানোয়ারেরাও শুনতে পায় এবং দেখতে পায়। অতএব, এখানে শোনা ও দেখার অর্থ শোনার ও দেখার সেই শক্তি নয় যা জন্তু-জানোয়ারকেও দেয়া হয়েছে। এখানে এর অর্থ হলো, শোনা ও দেখার সেসব উপায়-উপকরণ যার সাহায্যে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাছাড়া শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যেহেতু মানুষের জ্ঞানার্জনের উপায়-উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাই সংক্ষেপে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য আমরা প্রায়শই বলে থাকি যে,'দেখে-শুনে কাজ করিও' দেখে-শুনে সিদ্ধান্ত নিও"ইত্যাদি। মুলত এর অর্থ হলো জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো এবং জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিও। মানুষকে যেসব ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি দেয়া হয়েছে তার ধরণ প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পশুদের ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পেছনে একটি চিন্তাশীল মন-মগজ বর্তমান যা ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ও তথ্যসমূহকে একত্রিত ও বিন্যস্ত করে তা থেকে ফলাফল বের করে মতামত স্থির করে এবং এমন কিছু সিদ্ধান্ত করে যায় যার ওপরে তার কার্যকলাপ ও আচরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই মানুষকে সৃষ্টি করে আমি তাকে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি।" কথাটি বলার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির শক্তি দিয়েছেন যাতে সে পরীক্ষা দেয়ার উপযুক্ত হতে পারে। আর যদি আয়াতটির অর্থ শুধু 'শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি' করা হয়, তাহলে অন্ধ ও বধির ব্যক্তিরা এই পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায়। অথচ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি থেকে যদি কেউ পুরোপুরি বঞ্চিত না হয় তাহলে তার এ পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের পরীক্ষা নেয়ার জন্য দ্বিতীয় যে বিষয় দান করেছেন তাহলো, "আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকরগোজার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী।"(সুরা আদ দাহর:৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দেননি। বরং এগুলোর পাশাপাশি তাকে পথও দেখিয়েছেন যাতে সে জানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোনটি এবং কুফরীর পথ কোনটি। এরপর যে পথই সে অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী। এ বিষয়টি সুরা বালাতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে"আমি কি তাকে দু'টি সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি?"(আয়াত:১০) সুরা আশ শামসে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে "শপথ প্রবৃত্তির আর সে সত্তার যিনি তাকে আভ্যন্তরিন শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর পাপাচার ও তাকওয়ার অনুভূতি দু'টোই তার ওপর ইলহাম করেছেন।" (আয়াত:৮)

এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সামনে রাখলে বুঝা যায় মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব ব্যবস্থার কথা কুর-আন মাজিদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তাও সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, এ আয়াতে পথ দেখানো যে কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা পথ প্রদর্শনের কোন একটি মাত্র পন্থা ও উপায় বুঝানো হয়নি।বরং এর দ্বারা অনেক পন্থা ও উপায়ের কথা বলা হয়েছে যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। যেমন:

এক, প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধিও যোগ্যতা দেয়ার সাথে সাথে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে,কিছু কাজ-কর্ম ও বৈশিষ্ট্যকে খারাপ বলে জানে যদিও সে নিজেই তাতে লিপ্ত। আবার কিছু কাজ-কর্ম ও গুণাবলীকে ভাল বলে মনে করে যদিও সে নিজে তা থেকে দূরে অবস্থান করে। অর্থাৎ ভালো-মন্দের জ্ঞান প্রাকৃতিকভাবে তার মধ্যে বিরাজমান।

দুই,প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা বিবেক(তিরস্কারকারী নফস) বলে একটি জিনিস রেখে দিয়েছেন। যখন সে কোন মন্দ কাজ করতে উদ্যত হয় অথবা করতে থাকে অথবা করে ফেলেছে তখন এ বিবেকই তাকে দংশন করে। যতই হাত বুলিয়ে বা আদর-সোহাগ করে দিয়ে মানুষ এ বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে দিক, তাকে অনুভূতিহীন বানানোর যত চেষ্টাই করুক সে তাকে একদম নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম নয়। সেটি তাকে দংশন করতেই থাকবে।

তিন, মানুষের নিজের সত্তায় এবং তার চারপাশে যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত গোটা বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র এমন অসংখ্য নিদর্শনাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে এমনসব জিনিস এক আল্লাহ ছাড়া হতে পারে না কিংবা বহু সংখ্যক প্রভু এ বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা বা পরিচালক হতে পারে না। বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র এবং মানুষের আপন সত্তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান এ নিদর্শনাবলীই কিয়ামত ও আখিরাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছে। মানুষ যদি চোখ বন্ধ করে থাকে অথবা বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগিয়ে সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে অথবা তা যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করছে তা মেনে নিতে টালবাহানা ও গড়িমসি করে তাহলে তা তার নিজেরই অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে তার সামনে সত্যের সন্ধান দাতা নিদর্শনাদি পেশ করতে আদৌ কোন অসম্পূর্ণতা রাখেননি।

চার, মানুষ নিজের জীবনে তার সমসাময়িক পৃথিবীতে এবং তার পূর্বের অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় এমন অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং হয়ে থাকে যা প্রমাণ করে যে, একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর শাসন-কর্তত্ব তার ওপর এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ওপর কর্তত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। যাঁর ইচ্ছা সবকিছুর ওপর বিজয়ী এবং যাঁর সাহায্যের সে মুখাপেক্ষী।

পাঁচ, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতিগত জ্ঞানের অকাট্য ও চূড়ান্ত রায় হলো, অপরাধের শাস্তি এবং উত্তম কার্যাবলীর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার প্রত্যেক সমাজে কোন না কোন রূপে বিচার-ব্যবস্থা কায়েম করা হয় এবং যেসব কাজ-কর্ম প্রশংসনীয় বলে মনে করা হয় তার জন্য পুরস্কার ও প্রতিদান দেয়ারও কোন না কোন ব্যবস্থা গ্রহণকরা হয়। যদি এ কথা স্বীকার করা হয় যে, পৃথিবীতে এমন অসংখ্য অপরাধ রয়েছে যার যথাযথ শাস্তি হয় না বা শাস্তি দেয়া সম্ভব হয় না। আবার এমন অনেক সেবামূলক বা কল্যাণমূলক কাজ আছে যার পুরস্কার সে দুনিয়াতে পায় না। তখন আখিরাত মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কারণ উল্লেখিত অপরাধ ও ভালো কাজের পুরস্কারের জন্য আখিরাতে যেতে হবে।

ছয়, এসব উপায়-উপকরণের সাহায্যে মানুষকে হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাব পরিস্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে শোকরের পথ কোনটি এবং কুফরের পথ কোনটি এবং এ দু'টি পথে চলার পরিণামই বা কি। নবী রাসুল এবং তাঁদের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা জানা-অজানা, দৃশ-অদৃশ্য অসংখ্য উপায় ও পন্থায় সারা পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে পৌঁছে গেছে।

সুতরাং এখন কেউ পৃথিবীর এই পরীক্ষগৃহে তার পরীক্ষা খাতায় যা মনে চায় তাই লিখতে পারে না। যদি এমনটি কেউ করে তবে সে আখিরাতে অকৃতকার্য বা বিফল হবে। আর যারা আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসুল সা: কর্তৃক প্রদর্শিত পথে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় সে অবশ্যই কৃতকার্য ও সফল হবে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

মিরপুরে বিসিবি কর্তারাই

(শেষের পাতার পর)

ভারতের নারী দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি খেলছে বাংলাদেশ নারী দল। ১২ বছর পর মিরপুর শেরে বাংলায় মেয়েদের ক্রিকেট ফিরেছে। এমন ম্যাচে কিনা শেরেবাংলার গ্যালারি পুরো ফাঁকা! দর্শক বলতে কিছু সাংবাদিক আর বিসিবির কর্তারা। রোববার থেকে টি-টোয়েন্টি দিয়ে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-ভারতের ক্রিকেট লড়াই। প্রথম ম্যাচে ৭ উইকেটে হেরে গেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। এই ম্যাচগুলোর জন্য কোনো টিকিট রাখেনি বিসিবি। সাউদার্ন স্ট্যান্ডের গ্যালারি সবার জন্য উন্মুক্ত। তবু কোনো দর্শক দেখা যায়নি। ইলেক্ট্রনিক স্কোরবোর্ডও বন্ধ ছিল। মাঠে কোনো বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং নেই, নেই কোনো জায়ান্ট স্ক্রিন! মিরপুর শেরেবাংলায় সর্বশেষ কবে এই অবস্থায় খেলা হয়েছে- তা গবেষণার বিষয়।

সম্প্রতি নারী ক্রিকেটারদের বেতন এবং ম্যাচ ফি বাড়িয়েছে বিসিবি। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের ক্রিকেটকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আজও ম্যাচ শুরুর আগে বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান পাপন দুই দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর প্রেসিডেন্ট বক্সে বসে অন্যান্য পরিচালকদের সঙ্গে খেলা দেখেন পাপন। ম্যাচ শেষে দর্শকশূন্যতা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে পাপন সাংবাদিকদের বলেন, 'মেয়েদের ক্রিকেটে অনেক দেশেই হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এটা নাই।

এটা ঠিক যে, মেয়েদের ম্যাচের দর্শক কম। তবে বেশ মিরপুর শেরেবাংলায় নিয়মিত খেলা দেখা কয়েকজন ক্রিকেটপ্রেমী দাবি করলেন, প্রচারের অভাবেই বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে দর্শক হচ্ছে না। ঠিকঠাক প্রচার হলে ক্রিকেটপাগলদের দেশে কেউ বিনামূল্যে আন্তর্জাতিক ম্যাচ মিস করতে চাইবে না বলেও মত কারও কারও। তার ওপর এই ম্যাচটি টিভিতে সম্প্রচারও হচ্ছে না। মন্দের ভালো হিসেবে বিসিবি তাদের ইউটিউব চ্যানেলে ম্যাচটি দেখানোর ব্যবস্থা করেছে। সেই সম্প্রচারের অবস্থাও খুব করুণ। আগামী ১১ জুলাই বেলা ২টায় দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

চলচ্চিত্রের হারানো গৌরব আবার ফিরছে

(শেষের পাতার পর)

অভিনীত দর্পচূর্ণ। স্কুলে থাকতে সিনেমার নায়ক নায়িকাদের ছবি কেটে কুটে অ্যালবাম বানিয়েছিলাম। রাজ্জাক কবরী, আজিম সুজাতা, নাদিম শাবানা, শবনম, সুচন্দা, নাসিমা খান, রানি, জেবা, ওয়াহিদ মুরাদ, মোহাম্মদ আলী এমনকি উল্টোরথের পাতা থেকে উত্তম সুচিত্রা, দিলীপ কুমার, রাজ কাপুর, দেবানন্দ, বৈজয়ন্তিমালা, মধুবালাদের ছবিও সে অ্যালবামের সম্পদ ছিল।

কম বয়সে সিনেমা দেখা, গল্পের বই পঠা খারাপ কাজ বলে বিবেচনা করা হতো। আব্বা আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে একটাই ছবি দেখিয়েছিলেন- নবাব সিরাজউদ্দৌলা। দেখানোর কারণ তা থেকে ইতিহাস জানা, শেখা হবে- সেটা ঐতিহাসিক ছবি। আমার নানাবাড়ি পশ্চিমবঙ্গে।

সীমান্তের এপার ওপারের মানুষদের ধ্যান ধারণায় পার্থক্য অনেক। ছোট একটা লাইব্রেরি ছিল নানা বাড়ির দোতলার চিলেকোঠায়। সেখানে গল্প উপন্যাস- সিনেমা, সাহিত্য পত্রিকা সবই ছিল। নানাবাড়ির দেয়ালে মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত নেহেরু, নেতাজী সুভাষ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত ভট্টাচার্যের বাঁধানো ছবি ঝোলানো থাকতে দেখেছি। সে বাড়িতে সিনেমা দেখা, গল্প উপন্যাস পড়া অত খারাপ কাজ বলে মনে করা হতোনা।

ঢাকায় এসে আমার কপাল খুলে গেল। তখন এই শহরে ইংরেজি বাংলা আর উর্দূ ভাষার সিনেমা চলে। ফাঁক পেলেই এ হল ও হলে ঘুরে বেড়াতাম। সেকালে মন মজানো সৌরভে ম ম করতো হলগুলো।

আসিতেছে চলিতেছে লেখা বাক্সের মধ্যে কোন ছবি আসবে আর চলছে যে ছবি উভয়ের স্থিরচিত্র প্রদর্শনের জন্য সাজিয়ে রাখা হতো। দর্শক কাঁচ লাগানো বাক্সের সামনে ভিড় করে ছবির বিত্তান্ত উপভোগ করতেন। তখন সপ্তাহে কমপক্ষে তিনটি সিনেমা না দেখলে পেটের ভাত হজম হতো না।

দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আমি। থাকতাম বাংলা মোটর (তখন পাক মোটর) জহুরা মার্কেটের পিছনে সাতক্ষীরা মেসে। রোজ বিকালে আর্ট কলেজ থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে সামনের ইউসুফ কনফেকশনারি থেকে কিছু একটা খাবার কিনে নিয়ে পূর্বদিকের ঢাল বেয়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম এফডিসির দিকে। তখন সেই গেটের সামনে দেখতাম উপচে পড়া মানুষের ভিড়। ভিড় করে থাকা সব মানুষের মনে একটাই আশা, আহা যদি একবার ভিতরে ঢোকা যেতো! সবার কাছে সেটা ছিল স্বপ্নপুরী। সিনেমার স্বপ্ন তৈরির সাধ্য ছিল বলে মানুষের মনে তা নিয়ে আগ্রহ, কৌতুহল ছিল বিশেষ। একসময় কেমন ছিল সিনেমা- বোঝাতে এতো বিস্তারিত বলা। সিনেমার জন্য মানুষের টান, উন্মাদনা কতটা ছিলো সচক্ষে সবই দেখা। আবার উন্মাদনা, আকর্ষণ নানা কারণে কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় ঠেকতেও দেখেছি। আকাশ থেকে পাতালে ছিটকে পড়ার মতো বেদনাদায়ক ঘটনা।

উত্থান ও পতনের ছন্দেই চলে জগৎ ও জীবন। সেই নিয়মে ২০২৩এর মাঝামাঝি এসে অনুভব হচ্ছে চলচ্চিত্রের হারানো গৌরব আবার ফিরছে। বহুদিন পর সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ঈদ উপলক্ষ্যে পাঁচটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। তার মধ্যে তিনটি সিনেমা নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে। এমনটা অনেককাল পর ঘটতে দেখেছি। দেখেছি সিনেমা দেখার জন্য সকল শ্রেণির মানুষের হুড়োহুড়ি।

এমনই ছিল। দর্শকের মুখ ফিরিয়ে নেয়া, এমন সিনেমাবিমুখ হওয়ার কারণ- যারা ভালো সিনেমা বানাতেন একে একে সবাই একসময় সরে পড়লেন। জায়গা ফাঁকা থাকেনা, পরবর্তীতে যেমন সিনেমা নির্মিত হতে থাকলো- সেসকল সিনেমা থেকে বিরাট সংখ্যক দর্শক আগ্রহ সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। তারপর লম্বা সময় ধরে দর্শককে বিচ্ছিন্নতার জন্য, সিনেমা দেখার প্রতি অনীহার জন্য দোষারোপ করা হয়েছে। প্রিয়তমা, প্রহেলিকা আর সুড়ঙ্গ সিনেমা নিয়ে দর্শকের ব্যাপক আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে, মন্দ উদ্দেশ্যের সিনেমা ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর দূরত্ব রচনা করেছিল- সদিচ্ছায় নির্মিত সিনেমাই আবার দর্শকদের টেনে আনছে সিনেমা হলে।

মন্দের সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন দর্শক। এখন উৎসাহ, আনন্দপ্রকাশ করে জানিয়ে দিচ্ছেন, ভালোর সঙ্গে তাঁরা ছিলেন, আছেন, থাকবেন। দর্শক সিনেমার পোকা হতে চান- এমন ইচ্ছার প্রতি সমীহ দেখানো খুব জরুরি। আরও জরুরী হচ্ছে- তাঁদেরকে বোকা না ভাবা।

লেখক: সিনেমার পোকা আফজাল হোসেন অভিনেতা

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা

আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।

পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ষ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ষ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ষ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৩ স্ট্রীট সাবওয়ের সন্নিকটে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২ মে-০৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।

যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।

যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দুরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

বিক্রি করা হবে

একটা পিজা স্টোরের সব মালপত্র বিক্রি করা হবে। 2 Oven, 5 refrigerator & freezer, One Greel, One fryer, Two A/C (wall mount), One pizza dough mixer messing, One pizza display counter, rack, camera system, me. যোগাযোগঃ **৬৪৬-৬১০-৯০৯২** অথবা **৩৪৭-২১৩-৩৩১৩.** মে-২২/২৯

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**

৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. f-06/14

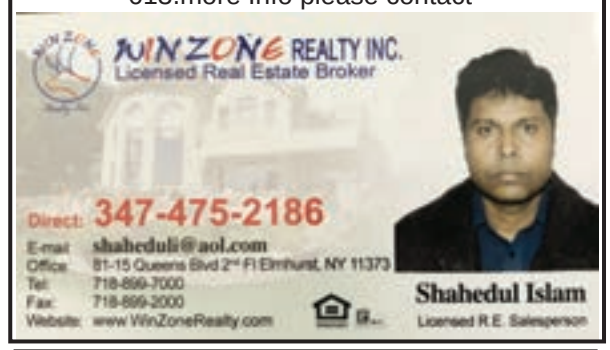
পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাইডেনের নামে মামলাকারী (!) কে এই ড. রাব্বী

রওশন হক: অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ, সামাজিক অবস্থান-সম্মান বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে অসাংবিধানিক ও অযৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভিসা নীতি আরোপ ও প্রত্যাহার চেয়ে অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সহ স্টেট ডিপার্টমেন্টকে অভিযুক্ত করে আদালতে মামলা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মামলায় সেক্রেটারি অব স্টেইট এন্টনী বি-ননকেনকেও বিবাদী করা হয়েছে।

মজার ব্যাপার মামলার বাদী রাব্বী আলমে বিরুদ্ধে কতটা মামলা আছে তা কি কেউ জানেন! তিনি মিশিগানের বিভিন্ন বাসায় থেকে বাড়ি ভাড়া না দিয়ে বাড়িঅলাদের হুমকিদামকি দিয়ে নিত্য বাড়ি বদল করা মানুষ। থাকেন মাটির তলায় বেসমেন্টে। বেকার। তার আয় রুজী হল 'জয় বাংলা শ্লোগান' দেয়া। তিনি সবসময়ই আওয়ামী লীগের কর্মী দাবি করে হাইলাইটেড হতে বিভিন্ন রকম হাস্যকর কাজ করে থাকেন। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করবেন এই দেশে কি সাচ্চা আওয়ামী লীগার কম আছে? তাহলে রাব্বী আলম কেন মামলা করলেন!? আসলে আমেরিকার মাটিতে হাসিনা সরকারের বেহাল দশা দেখে 'নৌকা আছে' বলে রাব্বী আলমকে দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে কিছু পুরানো খেলোয়ার। হাহা ফানি!

আপনাদের মনে থাকবার কথা এর আগে তিনি সাংবাদিক ইলিয়াস ও কনক সারোয়ার এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। এক দুই টাকার না ৫০০ মিলিয়নের। সেই মামলার কি অবস্থা? তিনি বা তার জয় বাংলার অনুসারী কেউ কি কিছু বলতে পারবেন মামলাটির বর্তমান অবস্থা কি? কিছু বলতে পারবেন না। কারন তখন কোন মামলাই হয় নি। তিনি ওদের নামে একটি কমপ্লেন লিখে আদালতে নথিভুক্ত করিয়েছেন। নিম্ন আদালত সবার জন্য উন্মুক্ত। এতে যে কোনো চিঠিপত্র নিয়ে গেলে তারা তা সরকারী রেজিস্ট্রারে সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে নির্দিষ্ট বক্সে



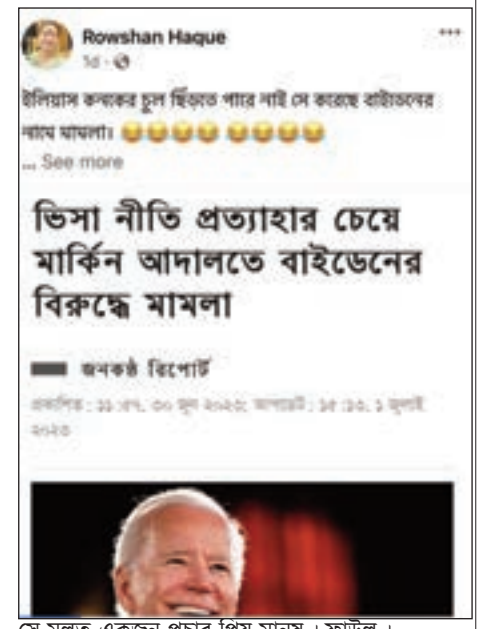
জমা দিতে বলে। তিনি তাই করেছেন। আর সেই সিরিয়াল নাম্বার নিয়ে তিনি মানুষকে বুঝিয়েছেন তিনি ইলিয়াস-কনকের নামে মামলা দায়ের করেছেন। আসলে তিনি ঘোড়ার ডিম করেছেন। এদেশে কারো নামে মামলা করা এত সহজ না। মামলা করতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি জমা দিতে হয়। রাব্বী আলমের চোদ্দ গুষ্টির সেই ফি জমা দেয়ার ক্ষমতা নেই। হ্যাঁ ক্ষমতা আছে কিছু দালাল সাংবাদিক পালার। সেটা তিনি করেছেন।

যে লোক ইলিয়াস ও কনকের একটা চুল ছেড়ার ক্ষমতা রাখে না, যে লোকের নামে বাড়ি ভাড়া না দেয়ার অসংখ্য অভিযোগ সেই 'ভাঁড়' করেছে জো বাইডেনের নামে মামলা। হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছি না। এই রাব্বী



আলম সব সময় নিজে একটি মাইক সহ সাউন্ড বক্স নিয়ে চলাচল করেন। কোন অনুষ্ঠান হতে দেখলেই সেখানেই ঢুকে পরে 'জয় বাংলার শ্লোগান' দিতে শুরু করে। হোক তা মিলাদ মাহফিল হোক কারো জানাযা, কিম্বা কারো বিয়ে। পরে অবশ্য ঠেলা ধাক্কা খেয়ে বের হতে হয়। কিন্তু এর মধ্যে তিনি কিছু ছবি তুলে নিয়ে তার স্যোশাল মি-ডিয়ায় প্রকাশ করেন। এসবের কারনে এলাকায় তাকে নিয়ে নানান রকম হাসি তামাশা প্রচলিত আছে। আমরার সিলেটিরা তাকে মাইক অলা বেটা বলে চেনে। কেউরে জিগ্যেস করলে বলে-

'ঐ মাইকঅলা বেটা নি!?'



সে মূলত একজন প্রচার প্রিয় মানুষ। ফাউল।

আজকে এই সংবাদ নিয়ে ৭১ টিভি চ্যানেলে টক শো হতে দেখে অনেক হাসলাম। ৭১ টিভি-ও বুঝতে পারল না বা সত্যতা যাচাই করল না!? কারো অভিযোগ পত্রাকারে নথিভুক্ত হলেই তা মামলা হয় না। যাইহোক আমি বলব এই লোক সাকসেসফুল। যা সে চেয়েছিল তাই হয়েছে। তিনি অনেকদিন ধরেই চাইছিলেন কোন একটা কিছু করে শেখ হাসিনার নেক নজরে আসা। এবার সহজেই তা পারবেন।

ছাল নাই কুত্তার বাঘা কাম। হাউ ফানি। -লেখিকার ফেসবুক থেকে, ০১ জুলাই ২০২৩





ফুলকলি ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র উদ্যোগে

'সমাজ উন্নয়নে নারীর ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'মানুষ মানুষের জন্য' শ্লোগান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ফুলকলি ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও 'সমাজ উন্নয়নে নারীর ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে। গত ২৩ জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের গোল্ডেন এজ লাক্সারী হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ১২জন নারীকে উত্তরীয় পরিয়ে দেয়া হয়। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি এবং গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খানস টিউটোরিয়াল-এর চেয়ারপার্সন নাঈমা খান। ফাউন্ডেশনের সভাপতি সাংবাদিক বেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনের উপস্থাপনায় ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম উপস্থাপক খন্দকার ইসমাইল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী আজম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সহ সভাপতি আব্দুর রশীদ, ঢাকা আহসানিয়া মিশন ইউএসএ'র সেক্রেটারী আনিসুল কবীর জাসীর, সাহিত্য একাডেমী নিউইয়র্ক-এর সভাপতি মোশাররফ হোসাইন, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, আবৃত্তিশিল্পী গোপন সাহা, সঙ্গীত শিল্পী শামীম সিদ্দিকী ও মোস্তফা অনিক রাজ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত নারীরা হলেন: খানস টিউটোরিয়াল-এর চেয়ারপার্সন নাঈমা খান, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ, সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক কাগজ সম্পাদক আফরোজা ইসলাম, বাংলাদেশ থেকে আগত জাহানারা বেগম, জাপান থেকে আগত রোকসানা মনি, নিউইয়র্কের ডা. নার্গিস রহমান, সুতপা মন্ডল, শায়লা আফতাব, আয়শা জুবায়ের, মনিরা বেগম, হামিদা জব্বার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে তাদেরকে উত্তরীয় পরিয়ে দেয়া হয়।

এছাড়াও লায়ন শাহনেওয়াজ, লায়ন আব্দুর রশীদ, খন্দকার ইসমাইল, আনিসুল কবীর জাসীর, কাজী আজম, নিহার সিদ্দিকী, তুষার, মোস্তফা অনিক রাজ এবং জাপান প্রবাসী আনোয়ার মিলন-কে উত্তরীয় পড়িয়ে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। ছবি: নিহার সিদ্দিকী





বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 10 // 2023

টাইমস স্কয়ার সিভিএসে নিরাপত্তারক্ষীর ছুরিকাঘাতে নিহত শপলিফটার

নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারের সিভিএসে চুরি করতে গিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশের রিপোর্ট বলছে, রাত ১২টা ২৫ মিনিটের দিকে ব্রডওয়ের ৪৯ স্ট্রিটে সিভিএস ফার্মেসিতে এই হত্যাকাণ্ডের খবর জানা যায়। ৫০ বছর বয়সী এই শপ লিফটার এর আগে বিভিন্ন সময়ে একই ধরনের অপরাধের জন্য গ্রেফতার ও দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। ওই রাতে সিভিএস ফার্মেসিতেও চুরির লক্ষ্য নিয়ে ঢুকে পড়েন তিনি। সিকিউরিটি গার্ড তাকে ধরে ফেললে তিনি তার সঙ্গে বিবাদে জড়ান এবং গাড়ের মুখমণ্ডলে ঘুষি বসিয়ে দেন। এরপর সিকিউরিটি গার্ড তাকে ছুরিকাঘাত করেন। এনওয়াইপিডির অফিসাররা ডাকাতি চলছে এমন একটি বার্তায় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালে এই ঘটনা দেখতে পান। পরে এই ব্যক্তিটিকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। নিরাপত্তা রক্ষী স্কটি এনয়, ৪৬ কে আটক করে হত্যা ও অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে। তাকেও চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে। স্কটির মা লুসিল এনয় সাংবাদিকদের বলেছেন, তার ছেলের কোনো ফৌজদারী অপরাধের রেকর্ড নেই। তিনি বলেন, আমার ছেলে যা কিছু করেছে তা আত্মরক্ষার জন্যই করেছে। তার বিরুদ্ধ হত্যার অভিযোগ আনা দুঃখজনক। সিভিএস্থর মতো ফার্মেসিগুলোতে শপলিফটিং ক্রমেই প্রকট রূপ নিচ্ছে।







নবনির্বাচিত ট্রাষ্টি বোর্ডের সাথে কার্যকরী পরিষদের পরিচিতি ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত ট্রাষ্টি বোর্ডের সাথে কার্যকরী পরিষদের পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোসাইটির কার্যালয়ে গত ২ জুলাই রোববার বেলা ২ টায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের সভাপতি মোঃ আব্দুর রব মিয়ার নেতৃত্বে কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা নবনির্বাচিত বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্যদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এ সময় কার্যকরী পরিষদ সদস্যরা তাদের দেয়া বক্তব্যে সোসাইটিকে আরো গতিশীল এবং কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত করতে তাদের পরামর্শ এবং সহযোগিতা কামনা করেন। নবনির্বাচিত ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আকতার হোসেন, মফিজুর রহমান, আজিমুর রহমান বোরহান, মোহাম্মদ এমদাদুল হক কামাল, আব্দুল হাসিম হাসনু, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, মোহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী, খোকন মোশারফ, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম মোল্লা ও মোহাম্মদ আতাউল আলম। বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্যরা তাদের নির্বাচিত করে বাংলাদেশ সোসাইটির কল্যাণে তাদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য কার্যকরী পরিষদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারা বলেন, সোসাইটিকে আরো গণমুখী এবং কল্যাণকর সংগঠনের পরিণত করতে যেকোনো ধরনের সহযোগিতার জন্য তারা সবসময় প্রস্তুত আছেন। এদিকে একদিন সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় দুপুর ১২:৩০টায়। সংগঠনের সভাপতি মোঃ আব্দুর রব মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় কর্মকর্তাদের মধ্যে সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ টিপু খান, সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহমদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে ফারহানা চৌধুরী, মোহাম্মদ আখতার বাবুল, আবুল বাশার ভূঁইয়া, মোহাম্মদ সাদী মিন্টু ও শাহ মিজানুর রহমান অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।











কুমিল্লা নামে বিভাগের দাবিতে নিউইয়র্কে গণসমাবেশ

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে সর্বদলীয় প্রবাসী নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহনে সোমবার (৩ জুলাই) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস নবান্ন পার্টি হলে অনুষ্ঠিত গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্রে কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক সারোয়ার খান বাবু। কমিটির সদস্য সচিব সাংবাদিক এসএম সোলায়মানের সঞ্চালনায় নিউইয়র্কে বসবাসরত বৃহত্তর কুমিল্লার সর্বদলীয় শতাধিক নেতৃবৃন্দ মতামত ব্যক্ত করেন।

সভায় বক্তাগণ এক বাক্যে বলেন, কুমিল্লা নামে বিভাগের পক্ষে একমাত্র জোরালো ভূমিকা রাখছেন কুমিল্লা সদর আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজি আকম বাহার উদ্দিন বাহার। জাতীয় সংসদে তিনি একাধিকবার কুমিল্লা নামে বিভাগের দাবী তুলেন। কিন্তু দু:খের বিষয় বৃহত্তর কুমিল্লার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও অন্যান্য সংসদ সদস্যরা এই বিষয়ে কোন কথাই বলছেন না। হাজি বাহার বিগত ১৫ বছর ধরে জাতীয় সংসদ এবং সংসদের বাইরে দাবীর পক্ষে সোচ্চার রয়েছেন। শুধু তাই আমরা টেলিভিশন লাইভে দেখেছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথেও তিনি কুমিল্লা বিভাগের দাবী নিয়ে ১০ মিনিট যুক্তি এবং পালটা যুক্তিতর্ক করেছেন। এমনিভাবে জেলার সকল মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য বা কুমিল্লার সকল দলের রাজনৈতিক নেতারা দাবী তুললে বহু আগেই কু-মিল্লা নামে বিভাগ বাস্তবায়ন হতো। আমরা প্রবাসীদের উচিত নিজ নিজ এলাকার সংসদ সদস্য ও জাতীয় নেতৃ বৃন্দের সাথে এই বিষয় নিয়ে দাবী তোলা।

বক্তারা বলেন, বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী একজোট হলে সরকার অবশ্যই কুমিল্লা নামেই বিভাগ দেবে। সংশ্লিস্ট দাবীতে ধারাবাহিকভাবে স্বারকলিপি, গণ স্বাক্ষর, মানববন্ধনসহ আগামীতে আরও আরো কর্মসূচির ঘোষণা দেয় কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র।

গণসমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাই-টির ট্রাষ্টি বোর্ড মেম্বার ও বৃহত্তর কুমিল্লার সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক কামাল, বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপের সভাপতি ও মূলধারার নেতা জয়নাল আবেদীন, বাংলাদেশ সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক ও কুমিল্লা সোসাইটির সাবেক সভাপতি আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার বাবুল চৌধুরী, সাবেক কর্মকর্তা তপন জামান, নিউইয়র্কে কুমিল্লা মহানগর সোসাইটির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম রুমি, বৃহত্তর কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সহ সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, কুমিল্লা সোসাইটি নর্থ আমেরিকার সাবেক সভাপতি প্রফেসর মনির খান, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র সভাপতি ফখরুল ইসলাম মাসুম, কুমিল্লার সাবেক কৃতি ফুটবলার লিটন ভূইয়া, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আবদুস সবুর, ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল এন্ড টুর সিইও শামছুদ্দিন বশির, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ডালিম, নারায়নগঞ্জ জেলা সমিতি নেতা রফিকুল ইসলাম, ইঞ্জি-নয়ার মাইন উদ্দিনসহ বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA



টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকায়

মেরি জোবায়দাকে ঘিরে অন্যরকম আড্ডা

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মেরি জোবায়দার **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**



বইমেলায় হাবিব রহমানের নতুন বই

অস্ট্রেলিয়ার পথে প্রান্তরে

নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা-২০২৩ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী, বিশিস্ট **(বাকি অংশ ১২ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

ট্রেন প্রেমি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিশেষ উদ্যোগ : কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৭ বিলিয়ন

১৬ বিলিয়ন ডলারে নির্মিত হচ্ছে নিউইয়র্ক সিটি গেটওয়ে টানেল

বিশেষ প্রতিনিধি: দীর্ঘ প্রত্যাশিত নিউইয়র্ক সিটি গেটওয়ে টানেল প্রকল্প নতুন করে গতি পাচ্ছে। ৬.৯ বিলিয়ন ডলারের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ মিললো এই প্রকল্পে। এর মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ নির্মাণ কাজ শুরু করার পথে এগুলো প্রকল্পটি। নিউজার্সী ও নিউইয়র্ক সিটিকে যুক্ত করবে এই টানেল। মোট ১৬.১ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে এই প্রকল্পে। ফেডারেল ট্রানজিট এডমিন্সট্রেশনের পক্ষ থেকে এটি যুক্তরাষ্ট্রে একক কোনো প্রকল্প সবচেয়ে বড় বরাদ্দ। ইউএস সিনেটের মেজরিটি লীডার এবং নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত **(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে

দুই বাংলাদেশি হামলার শিকার

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে মঙ্গলবার (৪ জুলাই) পৃথক দুটি ঘটনায় দুই বাংলাদেশী হামলার শিকার হয়েছেন। এদের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদক মাহাথির খান ফারুকীর স্ত্রী সিনথিয়া আলমগীর মাহাথীর এবং অপরজন হচ্ছেন**(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**





নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নির্বাচন ভোটার ৪১৭জন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অবশেষে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। দেশের উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত এই সংগঠনের নির্বাচন ও নতুন কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে ভোটার সংগ্রহ শেষে **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

নিউইয়র্কে বাকা'র গুণীজন সংবর্ধনা





বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে দুই গুণীজনকে সংবর্ধনা দিলো বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা)। বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য পুনঃনির্বাচিত হওয়ায় সংগঠনটি সংবর্ধনা দিয়েছে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু এবং বাংলাদেশ থেকে আগত, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যের মায়ামী আন্তর্জাতিক **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**



টরেন্টোতে ফোবানা সম্মেলন আয়োজনের ঘোষণা দিলেন গিয়াস আহমেদ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ফোবানা সম্মেলন নিয়ে বিভক্তির মাঝেই কানাডার টরন্টো শহরে সম্মেলন আয়োজনের ঘোষনা দিলেন ফোবানার চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ গিয়াস আহমেদ। শনিবার (৮ জুলাই) বিকেলে জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষনা দেন তিনি। তিনি জানান, আগামী লেবার ডে উইক এন্ডে পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এলক্ষ্যে টরন্টোর শেরাটন হোটেল **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**



মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে পরীক্ষার জন্য

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি মানুষকে এক সংমিশ্রণ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

খেলার খবর

মিরপুরে বিসিবি কর্তারাই দর্শক

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশ পুরুষ ক্রিকেট দল যখন আফগানিস্তানের বিপক্ষে চট্টগ্রামে ওয়ানডে সিরিজ খেলছে তখন মিরপুরের হোম অব ক্রিকেটেও চলছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

হেলথ টিপস

ক্লান্তি লুকাবেন যেভাবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি করেন অর্ষা। প্রায়ই বাসায় ফেরার পর তাকে রাত জেগে অফিসের কাজ করতে হয়। **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বিনোদন

চলচ্চিত্রের হারানো গৌরব আবার ফিরছে

আফজাল হোসেন: আমি ছিলাম সিনেমার পোকা। সত্তুর সালে ঢাকায় পা দিয়ে প্রথম রাতেই বলাকা সিনেমা হলে দেখি, রাজ্জাক কবরী **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

মহানগর আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ খসরু



বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মোঃ ইমদাদুর রহমান চৌধুরীর মা মমতাজ বেগম চৌধুরী বার্ধক্য জনিত কারনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিলাহী ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন)। দাফনের জন্য মায়ের মরদেহ নিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছেন **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়**

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com